বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ।

ভূমিকা।

الرسول عربي - القران عربي - ولسان اهل الجنة عربي

হজরত পয়গম্বর (দরুদ) আরবী, ইসলাম ধর্ম্ম-পুস্তক পবিত্র কোরাণ শরিফের ভাষা আরবী, স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা আরবী এবং হজরত পয়গম্বরের মাতৃভাষা আরবী বলিয়া আরবী ভাষা মোস্‌লেম জগতে সমধিক সমাদৃত ও সম্মানিত এবং এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানই আরবী শিক্ষার্থে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও অভিলষিত। তদ্ব্যতীত আরবী একটী আদিম ও উৎকৃষ্ট ভাষা, ইসলাম ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় লিখিত ও রচিত, এবং আরবীজ্ঞ মৌলভিগণ তদ্বিষয়ে অধিকার রাখেন বলিয়াই তাঁহারা আমাদের সমাজে এতাদৃশ আদৃত ও সম্মানিত।

বিদ্যোৎসাহী পারস্যবাসী মোস্‌লেমগণ আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ স্বদেশবাসী ও স্বজাতিদিগের উপকারার্থে ও শিক্ষার্থে আরবী ভাষায় লিখিত ও রচিত মূল্যবান ধর্ম্মগ্রন্থাবলীকে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। পারস্য ভাষায় অনুবাদিত পুস্তকনিচয় পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ও পঠিত হয়, ক্রমে পারসী ভাষা হইতে উক্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থসমুহ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইতে থাকে। এইরূপে ভারতবাসী মোস্‌লেমগণ প্রথমতঃ পারসী ও উর্দ্দু ভাষার সাহায্যেই ইসলাম-ধর্ম্মের বিধাননিকর ও নিয়মাবলী অবগত হইতে সক্ষম হন। কালক্রমে ভারতবাসী মোস্‌লেমগণের হৃদয়ে আরবী ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের বাসনা বলবতী হইলে তাঁহারা পারসী ও উর্দ্দু ভাষার সাহায্যাবলম্বনে আরবী পাঠ

পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রথমতঃ বিবৃত ও অনুবাদিত হয়, সুতরাং আরবী শিক্ষাভিলাষী মোস্‌লেমগণ আরবী বিদ্যালাভার্থে সর্ব্বাগ্রে পারসী ও উর্দ্দু ভাষার আদর ও যত্ন করিতে বাধ্য হন; নচেৎ অগ্নোপাসকের ভাষা পারসী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আদৃত হইবার কোন বিশেষ কারণ নাই! বঙ্গভাষাভাষী মোস্‌লেমগণ আরবী অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমতঃ পারসী বা উর্দ্দু শিক্ষা অনিবার্য্য; অতএব একটী বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থে কোন এক বাঙ্গালী মুসলমানকে অন্য একটী সম্পূর্ণ বিদেশী অথবা অনভ্যস্ত ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এই জন্য বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পক্ষে আরবী শিক্ষা অত্যন্ত দুষ্কর ও দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন ভাষায় প্রায় দুই শত আরবী ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, একটীও সম্পূর্ণ আরবী ব্যাকরণ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ অসুবিধাহেতুই বঙ্গীয় মুসলমানগণ সাধারণতঃ আরবী ভাষাকে কঠিন বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, নচেৎ আরবীশিক্ষা সংস্কৃত বা পারসী ভাষাপেক্ষা কোন মতেই কঠিনতর নহে। আমাদের সমাজে আরবী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ধর্ম্মভাষা আরবী শিক্ষার অভাবই বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজের পতনের ও জাতীয়তা হীন হওনের মূল কারণ।

আরবী শিক্ষার্থিগণ فَعَلَ - فَعَلَا - فَعَلُوا প্রভৃতি ১৪টী পদের কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্ম বাচ্যের ধাতুরূপ; ا - و - ي স্বরবর্ণত্রয়ের পরিবর্ত্তন; পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন প্রভৃতি; অমৌলিকবর্ণ ا - ت - س - ع ; ن - وَ - ي (যাহাদিগকে এক কথায় يَتَسَعُلُوا বলা যায়); সর্ব্বনাম هُوَ - هُمَا - ثُمَّ প্রভৃতি; فِي - مِنْ প্রভৃতি ১৭টী حرف جار প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি স্মরণ রাখিলেই আরবী ব্যাকরণের অন্তর্গত অন্যান্য জটিল বিষয়গুলি সহজে বোধগম্য করিতে পারিবে।

আরবী শিক্ষার্থিদিগের এইরূপ একটী অসুবিধা ও গুরুতর অভাব দূরীকরণার্থে এবং সাধারণের হৃদয় হইতে 'আরবী কঠিন ভাষা' এই ভুল ধারণা অপসৃত করণ হেতু ইংরেজী ও বাঙ্গলা ব্যাকরণের অনুরূপ

ক্রমিক التَّعْلِيم - تَرْتِيب - اسم - فعل ও حرف রূপে নূতন ধরণে এই আরবী ব্যাকরণ সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইল। সুতরাং বহু স্থলে আরবী বৈয়াকরণগণের পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আরবী ক্রিয়াপদসমূহের ধাতুরূপের প্রায় সর্ব্ববিধ উদাহরণ এবং শিক্ষার্থী-দিগের সুবিধার্থে শব্দ, পদ ও বাক্যসমূহের বাঙ্গলা অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় বর্ত্তমান পুস্তকে اَجْوَفْ - تَعْلِيْل - جُمْلَة র বিষয় বর্ণিত হয় নাই। পরবর্ত্তী সংখ্যায় এতদ্বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। ع - ح - خ - ع - غ - ق ইত্যাদি কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ অত্যন্ত কঠিন, কোন আরবীজ্ঞ মৌলভীর নিকট তাহাদের উচ্চারণ শিক্ষা করা প্রয়োজন, এই অসুবিধা নিবারণ হেতু কোন কোন স্থলে (ʼ) (ˆ) (ʻ) প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্ন বাঙ্গলা বর্ণের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

মিষ্টার ডনকেন্ সাহেবের "আঙ্গলো আরাবিক গ্রামার" ও মৌলভী ওবেদুল ওবেদী সাহেবের "মিফ্তাহুল্ আদীব" হইতে অধিক পরিমাণে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইদানীং আরবী শিক্ষার সমধিক চর্চ্চা হইতেছে, এবং গবর্ণমেন্ট স্কুল ও কলেজসমূহে মুসলমান বালকগণকে আরবী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করি, এই পুস্তক দ্বারা আরবী শিক্ষার্থী ছাত্রগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশে যদি কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিতে পারি, এবং আরবী শিক্ষার্থী-দিগের যদি কিয়ৎ পরিমাণে উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক ও নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

حَمَاكَ اللّٰهُ مِنْ شَرِّ الذُّنُوبِ

جَزَاكَ اللّٰهُ فِي الدَّارَيْنِ خَيْرًا

জুন, আবদুল গণি,

گر ز سر معرفت آگه شوي
لفظ بگزاري سوئی معنی روي

বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ।

প্রথম ভাগ।

মানবজাতি যে সকল কথা বা শব্দের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে ভাষা বলে। দেশ ও জাতিভেদে ভাষা নানাবিধ; যথা:— আরবী, পারসী, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে কোনও এক ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, সেই বিদ্যার নাম ব্যাকরণ। আর যে বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে আরবী ভাষা বিশুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহাকে আরবী ব্যাকরণ বা عربي قاعدۂ لساني বলে।

আরবী ব্যাকরণ চারি ভাগে বিভক্ত যথা:—

১। اَلْعِلْمُ الْحُرُوفُ الْهِجَاءُ (আল্-ইল্-মুল্ হারুফুল্ হিজ্জায়ো) অর্থাৎ বর্ণবিন্যাস।

২। اَلْعِلْمُ التَّصْرِيفُ (আল্ ইল্মুত্ তাস্‌রী ফো) অর্থাৎ পদ প্রকরণ।

☞ এই পুস্তকে তারতীবে আব্জাদী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করা যাইবে না।

৩। اَلْعِلْمُ النَّحْوُ (অালুইল্‌মুন্নাহু) অর্থাৎ বাক্য প্রকরণ।

৪। اَلْعِلْمُ الْعُرُوضُ (অলুইলমুলু ওরূযো) ছন্দ প্রকরণ।

বর্ত্তমান পুস্তকে আমরা কেবল বর্ণবিন্যাস এবং পদ প্রকরণ বিষয় বর্ণনা করিব। تَعْلِيْل ও اَجْوَف এর বিষয় বর্ত্তমান পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। কারণ এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে অত্যান্ত দুষ্কর হইবে।

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ (প্রথম অধ্যায়)।

اَلْعِلْمُ الْحُرُوفُ الْهِجَاءِ (বর্ণ বিন্যাস)।

আরবী ব্যাকরণের যে অংশ পাঠ করিলে আরবী বর্ণমালা সমূহের বানান, উচ্চারণ, সংযোগ ও বিয়োগাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বর্ণ বিন্যাস অর্থাৎ اَلْعِلْمُ الْحُرُوفُ الْهِجَاءِ বলে। অর্থাৎ শব্দের অন্তর্গত এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঙ্কেতিক চিহ্নকে حُرُوفُ الْهِجَاءِ বলে। আরবী বর্ণমালাকে عِلْمُ الْاِمْلَاءِ (ইল্‌মুল্‌ইম্‌লাএ) ও বলা যায়।

আরবী ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৮টী বর্ণ আছে। উক্ত বর্ণমালা দুই প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রণালীকে تَرْتِيْبُ التَّعْلِيْمِ (তার্‌তীবুৎ তা আলীমো) বলা যায়। এই প্রণালী দ্বারা শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা প্রদান করা

যায়। দ্বিতীয় প্রণালীকে اَلتَّرْتِيبُ الْاَبْجَدُ (আত্তারতীবুল আবজাদো) বলা যায় ; এই প্রণালীতে সংখ্যানুসারে বর্ণসমূহ লিখিত হইয়া থাকে যথা :—

১০ - ৯ - ৮ - ৭ - ৬ - ৫ - ৪ - ৩ - ২ - ১

ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ى

২০০ - ১০০ - ৯০ - ৮০ - ৭০ - ৬০ - ৫০ - ৪০ - ৩০ - ২০

ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر

১০০০ - ৯০০ - ৮০০ - ৭০০ - ৬০০ - ৫০০ - ৪০০ - ৩০০

ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ

(১) উক্ত বর্ণসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারেও পড়া যাইতে পারে।

قَرَشَتْ - سَعْفَصْ - كَلَمَنْ - حُطِّيْ - هَوَّزْ - اَبْجَدْ

আবজাদ - হাওয়াজ, - হুত্তি, - কালেমান, - সায়াফস, - কারশাত্

ثَخَذْ - ضَظَغْ

সাখায্, - যাযাগা,

(২) بَكَرَ - جَلَشَ - دَمَتَ - هَنَثَ - وَسَخَ - زَعَذَ - حَفَضَ

হাকাযা - যাআযা - ওসাখা - হানাসা - দামাতা - জালাশা - বকারা

৮৮৮ - ৭৭৭ - ৬৬৬ - ৫৫৫ - ৪৪৪ - ৩৩৩ - ২২২

طصط - ايقغى

ইকাগী - তাযাযা

১১১১ - ৯৯৯

السَّبَقُ الأَوَّلُ (১ম পাঠ)।

التَّرْتِيبُ التَّعْلِيمُ

আরবী	উচ্চারণ	বাঙ্গলা	আরবী	উচ্চারণ	বাঙ্গলা	আরবী	উচ্চারণ	বাঙ্গলা
ا	আলিফ্	"আ"	ز	জে	"জ"	ف	ফে	"ফ"
ب	বে	"ব"	س	সীন্	"স"	ق	কাঁফ্	"কঁ"
ت	তে	'ত'	ش	শীন্	"শঁ"	ك	কাফ্	"ক"
ث	সে	"স"	ص	ষয়াদ্	"ষ"	ل	লাম্	"ল"
ج	জীম্	"জ"	ض	'যয়াদ্' বা দয়াদ	'য' বা 'দ'	م	মীম্	"ম"
ح	হে	"হ"	ط	তৈ	'ত'	ن	নূন্	"ন"
خ	খেঁ	"খঁ"	ظ	যৈ	'য'	و	ওয়াও	"ভ" বা "হ্ব"
د	দাল্	"দ"	ع	আঁইন্	"আঁ"	ه	হেঃ	"হঃ"
ذ	"যাল্" বা "ধাল"	'য' বা 'ধ'	غ	গাঁইন	"গঁ"	ي	ইয়া	"য়"
ر	রে	"র"						

(ﻻ) লাম্ আলিফ্ সচরাচর ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যখন দুই বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পৃথকভাবে ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে গণ্য করা নিষ্প্রয়োজন। (ء) হাম্‌জা, আলিফ্ বর্ণের রূপান্তর মাত্র, অতএব ব্যঞ্জন বর্ণ মধ্যে তাহাকেও পৃথকভাবে গণ্য করা যাইতে পারে না।

আরবী বর্ণমালার বিশেষ বিবরণ।

"ا" (আলিফ্)।

"ا" আলিফ বর্ণ যখন কোন حَرَكَاتٌ অর্থাৎ বানান প্রাপ্ত না হয়, তখন তাহাকে প্রকৃত আলিফ্ পড়া যায় যথাঃ—مَا - لَا - ইত্যাদি। কিন্তু যখন কোন বানান প্রাপ্ত বা سَاكِنْ ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে (ء) হাম্‌জা পড়া যায়, এবং একটু ঝোঁক দিয়া পাঠ করিতে হয় যথাঃ—أَ - إِ - أُ - أَخَذَ - رَأْسٌ ইত্যাদি। আলিফ্‌বর্ণ সচরাচর আরবী ভাষায় অনর্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পাঠকালে তাহা উচ্চারিত হয় না যথাঃ—زَيْدًا - عَمْرًا - كُرِيمًا ইত্যাদি। আলিফ্ দুই প্রকার যথাঃ—اَلِفْ مَمْدُوْدَهْ ও اَلِفْ مَقْصُوْرَهْ যখন আলিফ্ দ্বিত্ব ব্যবহৃত এবং দীর্ঘ উচ্চারিত হয় তখন তাহাকে اَلِفْ مَمْدُوْدَهْ বলে, যথা اَعْلٰى তদ্ব্যতীত হ্রস্ব উচ্চারিত اَلِفْ কে اَلِفْ مَقْصُوْرَهْ বলা যায়। যথাঃ—اَبَ - حَمْرَاَ

"ب" ('বে')।

"ب" বে বর্ণ বাঙ্গলা ভাষায় "ব"র ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে যথা—اَبْ (আব্) تَبْ (তব্)।

"ت" (তে)।

'ت' তে 'ত'র ন্যায় পঠিত হয়, যথাঃ—بُتْ (বুত্) تَابْ (তাব্)।

"ث" (থেঁ)।

"ث" থেঁ আরব, মিসরী ও রূমীগণ ইহাকে "স" উচ্চারণ প্রাপ্ত "থ"র ন্যায় পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবাসী ও ইরাণী মুসলমানগণ ইহাকে "স"র মত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই বর্ণের উচ্চারণ কালে, জিহ্বা-গ্রকে দন্তাগ্রের সহিত সামান্য ভাবে সংলগ্নকরতঃ উচ্চারণ করিতে হয়, যথাঃ— ثُمَّ (থুঁম্মা), عُثْمَانْ (ওথঁমান)। বাঙ্গলা বর্ণ ত, থ ইত্যাদির সহিত ت - ث এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

"ج" (জীম্)।

"ج" জীম্, জিহ্বাকে দন্তমূলের সহিত সংলগ্নকরতঃ বাঙ্গলা "জ"র ন্যায় পড়িতে হয় যথাঃ— جَامْ (জাম্) جِنَّتْ (জিন্নাত্)।

"ح" (হে)।

"ح" হে প্রায় বাঙ্গলা "হ"র ন্যায় উচ্চারিত হয় যথাঃ— حَرْفْ (হরিফ্) কিন্তু ইহাকে হালক্ অর্থাৎ গলার ভিতর হইতে বাহির করিতে হয়।

"خ" (খেঁ)।

"خ" খেঁ" বর্ণকে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিবার কোন বিশেষ উপায় নাই; তবে খাকারা দিবার সময় যেরূপ শব্দ করা যায়; সেই ভাবে উচ্চারণ

"د" (দাল)।

"د" দাল বর্ণ বাঙ্গলা "দ"র ন্যায় পড়া যায় যথাঃ— دَارٌ (দারুন্)। "د" দাল বর্ণের পর "ت" বর্ণ আসিলে "দাল" সাকিন এবং "তে" দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যথাঃ— اَرَدْتُّمْ (আরাত্তুম্)।

"ذ" (যাল্)।

"ذ" যাল; বঙ্গবাসিগণ ইহাকে "য"র মত পড়িয়া থাকেন। কিন্তু আরবগণ ইহাকে প্রায় "ধ"র মত পড়িয়া থাকেন। আমরা যেমন বাঙ্গলা বর্ণ মালায় দ, ধ পড়িয়া থাকি তাঁহারা সেইরূপ "দাল" "ধাল" পড়িয়া থাকেন, যথাঃ— اَخَذَ (আখাধা) عَذَبَ (গাধাবা)। এই বর্ণ উচ্চারণ কালে জিহ্বাকে সামান্যভাবে দন্তের সহিত সংলগ্ন করিয়া "দ" ও "ধ"র মধ্যস্থল উচ্চারণ করিলেই ভাল হয়। বাঙ্গলা "ধ"র পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উক্ত "ধ"র প্রতি আমরা (-) এইরূপ একটী চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি।

"ر" (রে)।

"ر" রে, এই বর্ণ বাঙ্গলা বর্ণ "র"র সহিত সামঞ্জস্য রাখে, কিন্তু আরবগণ ইহাকে "র" ও "ড়"র মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ প্রদান করিয়া থাকেন। যথাঃ— رَحْمٰنٌ (রাহ্‌মানুন্)।

"ز" (যে)।

"ز" যে, ইহাকে বাঙ্গলা বর্ণ "য"র মত পড়া যায়। কিন্তু ইহাকে একটু "ঝ"র উচ্চারণ প্রদান করিতে হয়। ঝর উপর একটী বিন্দু দিয়া আমরা ইহাকে (ঝ়) এইরূপ প্রকাশ করিব।

"س" (সীন্)।

"س" "স" বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় "স" কে 'শ'র মত পড়িলে অর্থের প্রভেদ ঘটে। অতএব আরবী পাঠ কালে "ش"ও "س"র উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"ش" (শীন্)।

"ش" "শ" ইহার প্রতি তিনটী বিন্দু না দিলেও চলে কারণ বাঙ্গলা ভাষায় ش "শ" বর্ণের ন্যায়ই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

"ص" (ষয়াদ)।

"ص" "ষ" ইহাকে 'সুয়াদ' পড়া যায়। ইহার উচ্চারণ কালে একটু শীষ দিবার ন্যায় শব্দ করিতে হয়। ص এর উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে চ্যাপটা ভাবে দাঁতের উপর মাড়ির নিকট লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু মিলাইতে হয় না। ইহার উচ্চারণ একটু "ছ"র আভাস পায়।

"ض" (যয়াদ্)।

"ض" ইহাকে দয়াদও পড়া যায়। ইহার উচ্চারণ কালে জিহ্বাকে উপরস্থ দন্তপংক্তির বাম পার্শ্বের দন্ত মূলের সহিত সামান্য ভাবে সংলগ্ন করিতে হয়। তবে বাঙ্গলা বর্ণ "দ" উচ্চারণ কালে জিহ্বাকে যদ্রূপ দন্তের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিতে হয়, তদ্রূপ সংলগ্ন না করিয়া সামান্য ভাবে সংলগ্ন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এই বর্ণের উচ্চারণ লইয়া মুসলমান-দিগের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে; এই সামান্য বিষয়ের জন্য এরূপ সামাজিক কলহ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ যদি বানান স্মরণ থাকে তবে উচ্চারণ ভেদে অর্থ ভেদ হওয়া সম্ভবপর নহে। * উচ্চারণ প্রধানতঃ জিহ্বা চালনার প্রতি নির্ভর করে। আরবগণ

* বাঙ্গালা ভাষায় "শব" আর "সব" একই রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের অর্থ ও স্থান জানা থাকে, তাঁহাদের নিকট উচ্চারণ ভেদে অর্থভেদ জন্মে না।

ইহাকে "দয়াদ্" পড়িয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের ভাষা পাঠ কালে তাঁহাদের উচ্চারণ অনুকরণ করাই বিধেয়। তবে এই স্থলে বক্তব্য এই যে "দয়াদ" পড়িলে সর্ব্বত্র "দয়াদ" অথবা "যয়াদ" পড়িলে সর্ব্বত্রই "যয়াদ্" পড়াই কর্ত্তব্য। সুবিধা মতে কোন স্থলে "দয়াদ্" ও কোন স্থলে "যয়াদ" পড়া উচিত নহে। যথাঃ—"দয়াদ" পড়িলে وُضُو (ওদূ) رَمَضَانْ (রামাদান্) وَلَا الضَّالِّين (ওলাদ্দায়াল্লিন) পড়িতে হইবে। আর "যয়াদ" পড়িলে وُضُو (ওযু) رَمَضَانْ (রামাযান্) وَلَا الضَّالِّين (ওলাজ্জায়াল্লিন) পড়িতে হইবে।

"ط" (তৈ)।

"ط" ইহাকে "তৈ" বা "তো" পড়া যায়।

"ظ" (যৈ)।

"ظ" ইহাকে "যৈ" বা যো পড়া যায়। বঙ্গভাষায় ইহার উচ্চারণ "য"র ন্যায় হইবে।

"ع" (আঁইন্)।

"ع" বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকে উচ্চারণ করিবার জন্য সমোচ্চারণ প্রাপ্ত কোন বর্ণ নাই। তবে (আঁ) এইরূপ চিহ্নদ্বারা ইহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথাঃ—فِعْل (ফে অঁল) تَعَبْ (তাঁব্) رُكُوع (রোকাঁআ)।

আঁইন্ আলীফের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য রাখে, যথাঃ— اَبْ (আব্) عَبْ (আঁব্)। জিহ্বা মূলকে কণ্ঠনালীর ভিতর টানিয়া লইয়া "ع" (আইন) উচ্চারণ করিতে হয়।

"غ" (গাঁইন)।

"غ" বাঙ্গলা ভাষায় আমরা ইহাকে "গঁ" এইরূপে প্রকাশ করিব, যথাঃ—غَضَبْ (গাঁযাব্)।

"ف" (ফে)।

"ف" "ফ" বাঙ্গলা ভাষায় "ফ" উচ্চারণ কালে যদ্রূপ ওষ্ঠদ্বয় মিলিত হয়, আরবীতে তদ্রূপ মিলিত না হইয়া কেবলমাত্র পরস্পর স্পর্শ করিয়া থাকে। যথাঃ—حَرْفٌ (হার্ফ্)।

"ق" (কাঁফ্)।

"ق" "কঁ" 'কর উপর (কঁ) এইরূপ দুইটী বিন্দু দিয়া আমরা আরবী ق প্রকাশ করিব, যথাঃ—حَقّ (হকঁ) কণ্ঠনালীকে তালুর সহিত চাপিয়া ق উচ্চারণ করিতে হয়।

"ك" (কাফ্)।

"ك"="ক"।

"ل" (লাম্)।

"ل"="ল"।

"م" (মীম্)।

"م"="ম"।

"ن" (নুঁ)।

"ن" "ন" এই বর্ণ নানা স্থানে নানারূপে উচ্চারিত হয়, নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ن বর্ণ বাঙ্গলা ঙ, ঞ, ণ, ন ও ঁ বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রাখে।

১। যখন ن বর্ণ ء - ه - ع - ح - غ - خ র পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, তখন

ن আপন প্রকৃত উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, যথাঃ— اِنَّ اللّٰه - مِنْ خَوْفٍ - مِنْ حَرْفٍ

مِنْ اذُنٍ - مِنْ غَضَبٍ - مِنْ عَيْنٍ

২। ن বর্ণ যখন, ت - ث - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ک বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ হয়, তখন ن স্বাভাবিক অনুনাসিক উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণসমূহ যখন কোন শব্দের প্রথম বর্ণ হয় এবং তাহাদের পূর্ব্ব বর্ণ যদি ن হয়, তবে সেই নুন 'ন'র ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথাঃ—مِنْ دَارٍ - مِنْ كَانَ— ইত্যাদি।

৩। ن বর্ণ যখন ب বর্ণের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, তখন "ن," "م"র উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, যথাঃ—مِنْ بَيْتٍ (মিম্ বায়তে) عَنْبَرٌ (আম্বার্)।

৪। ن বর্ণ যখন ر - ل - م - ن - و - ي বর্ণের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহারা দ্বিত্ব পঠিত হয় এবং ن র উচ্চারণ লোপ প্রাপ্ত হয়, যথাঃ—مِنْ رَبِّي (মির্রাব্বি) مِنْ لَيْلَةٍ (মিল্লায় লাতে) مِمَّنْ = مِنْ مَنْ (মিম্মান্) مِنْ نَارٍ (মিন্নার) مِنْ وَالِدٍ (মিওয়্যালেদে) اَنْ يَتَقَدَّمَ (আয় ইয়াতা কাদ্দামা) এস্থলে দ্রষ্টব্য যে ن লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

و ও ي—কোন শব্দের মধ্যে ن বর্ণের সহিত ব্যবহৃত হইলে কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না, যথাঃ—اَيْنَ - قَانُونٌ। এই স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, নুন যখন সাকেন ব্যবহৃত হয়, তখনই তাহার উচ্চারণের উপরোক্তরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

"و" (ওয়াও)।

"و" এই বর্ণ যখন কোন শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা ব্যঞ্জন বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার উচ্চারণ কখন বাঙ্গলা "অ"র মত হয়,

কখন বাঙ্গলা "ও"র মত হয়, এবং كسرة প্রাপ্ত হইলে "ব"র আভাস প্রাপ্ত "ভ"র ন্যায় পাঠ করিতে হয়, যথাঃ—وَالِدْ (ওয়ালেদ্) وِرْدْ (ভির্দ্)।

"و" যখন কোন দুই পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে, তখন তাহাকে عَطْف বলে। "و"র পূর্ব্বে যখন ضَمَّة থাকে এবং দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে وَاو مَعْرُوف বলে; আর যখন ضَمَّة থাকা সত্বেও হ্রস্ব উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে وَاو مَجْهُول বলে। যথাঃ—نُور (নূর) ও كُور (কূর্)। যখন "و" লিখিত এবং পঠিত হয়, তখন তাহাকে وَاو مَلْفُوظَه বলে। কিন্তু যখন লিখিত হয়, অথচ পঠিত হয় না, তখন তাহাকে وَاو غَير مَلْفُوظَه বা وَاو مَعْدُولَه বলা যায়। যথাঃ—قَوْس (কাঁওস)=ধনুক صَلٰوةٌ (ছালাত্)=নামাজ।

"ه" (হেঃ)।

"ه" এই বর্ণকে বাঙ্গলা ভাষায় "হঃ" দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। আরবী ভাষায় এই "হেঃ" সচরাচর শব্দের অন্তে লিখিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে هَاى مُخْتَفِي বলা যায়, যথাঃ—لَهٗ - عَلَيْهٖ ইত্যাদি।

এই "ه"র প্রতি সচরাচর এইরূপ (ة) দুইটী বিন্দু দিয়া ت (ত) পঠিত হয়। আরবী ভাষায় কোন কোন শব্দ ব্যতীত ة সংযুক্ত শব্দসমূহ প্রায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ হইয়া থাকে। আর এই ة কোন পদ বা বাক্যের অন্তে ব্যবহৃত হইলে সচরাচর ه এর উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, যথাঃ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (আলা আব্ছারে হিম্ গেশাওহঃ) فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (ফিল্ আরদে খলিফাহঃ)।

"ي" (ইয়া)।

"ي" এই বর্ণ যখন কোন শব্দ বা পদের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে وَاو বর্ণের ন্যায় ব্যঞ্জন বর্ণ গণ্য করা হয়, যথাঃ—يَدٌ (য়্যাদ্দে)

হাত। বাঙ্গলা "য়" বর্ণের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কখন কখন ইহার উপর ى এইরূপ একটী আলিফ্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন য় উচ্চারণ লোপ প্রাপ্ত হয় এবং কেবল দীর্ঘ আলিফ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তখন ইহা يَاءِ مَقْصُورَهْ ও يَاءِ مَكْتُوبِيْ কথিত হয়। যথাঃ—تَعَلّى (তা'লা) ও عُقْبى (ওকবা)।

আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ কোন আরবীজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ না করিলে তাহাদের উচ্চারণ অবধারণ করা সুকঠিন। প্রকৃত পক্ষে আরবী অক্ষর ح - خ - ع - غ - ق প্রভৃতির উচ্চারণ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার কোন উপায় নাই, সাধারণতঃ ইহারা কণ্ঠের নিম্নস্তর হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

اَلسَّبَقُ الثَّانِيَةُ (২য় পাঠ।)

বাঙ্গলা বর্ণমালার ন্যায় আরবী বর্ণমালাও দুই ভাগে বিভক্ত, যথাঃ— حَرْفِ صَحِيْحْ ও حَرْفِ عِلَّتْ

اَلْحُرُوْفُ الْعِلَّةُ (স্বরবর্ণ)।

আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ তিনটী মাত্র যথাঃ—ا - ي - و - ـَ (যাঁবার) ـِ (যের) ও ـُ (পেশ) এই তিন বর্ণের রূপান্তর। বাঙ্গলা ভাষায় ইহা-দিগকে আকার, একার ও ওকার বলা যাইতে পারে।

(পদ্য।)

হার্ফে ইল্লৎ তিন বর্ণ আরবীতে হয়।
'আলিফ,' 'ওয়াও' আর 'ইয়া' তারে কয়॥

বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় আরবী ভাষাতেও স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণ

উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সংযোগে বিভিন্ন প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

اَلْحَرَكَاتُ (স্বরচিহ্ন।)

حَرَكَتْ। و - ي - ا হইতে উৎপন্ন فَتْحَ - كَسْرَة ও ضَمَّة কে حَرَكَاتْ বলে। حَرَكَتْ প্রাপ্ত শব্দকে مُتَحَرِّكْ বলে। حَرَكَاتْ এর দ্বিত্ব ব্যবহারে تَنْوِيْن এর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরে তদ্বিষয় বিবৃত হইবে।

'আকার,' 'একার,' 'ওকার' কে পারসী ভাষায় زَبَر - زِيْر - پِيْش বলে।

اَلْفَتْحُ

(আলিফ্) ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে ـَ রূপান্তরিত হইয়া (ـَ) এই প্রকার রূপ ধারণ করে। আরবীতে ইহাকে فَتْح ও نَصَبْ এবং পার্সীতে زَبَرْ বলে। فَتْحْ প্রাপ্ত শব্দকে আরবীতে مَفْتُوْح বা مَنْصُوْب বলে। فَتْحْ বঙ্গভাষায় অকার ও আকারের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকে فَتْحْ (ٰ) এইরূপ চিহ্নদ্বারা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইবে। যথাঃ—رَبْ (রবি, تَبْ (তাব্)। এস্থলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, আলিফ্ ফাতায় পরিণত হইলে তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ লোপ প্রাপ্ত হয়, فَتْح কখন কখন আলিফের ন্যায় উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধেতু اَلِفْ (কে) مُوَافِقْ فَتْح ও বলা যায়, যথা— بَا (আব্)।

আলিফ্ যখন فَتْح প্রাপ্ত হয়, তখন আলিফ্ দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথাঃ—حَارْ (হারূণ্) نَارْ (নারূন্)। সাধারণতঃ বলিতে পারা যায় যে, 'আলিফ্' বাঙ্গলা 'অকার' এবং 'আকার' উভয়ের কার্য্য করিয়া থাকে, فَتْح বর্ণের উপরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

اَلْكَسْرَةُ

এইরূপ চিহ্নকে আরবীতে كَسْرَة - كَسْر - جَرّ ও جَر এবং পার্সীতে

زير বলে। يا কে كَسْرَة মুওয়াফিক মোয়াফেক ও বলে। كَسْرَة র সহিত ي ব্যবহৃত হইলে كَسْرَة দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়। كَسْرَة বাঙ্গলা স্বরবর্ণ 'একার' 'ইকার' ও ৮ প্রাপ্ত হইলে 'ঈকারের' কার্য্য করিয়া থাকে, যথা:—اِقْرَ (একরা), اِذَا (এযা), اِنَّ (ইন্না), اِلَّا (ইল্লা), بِنْتِ (বিনতে), مِنَّتِ (মিন্নাতে), دِيْنِ—(দীনে), ও حِيْرِ (হীরূন) ইত্যাদি। كَسْرَة প্রাপ্ত শব্দকে مَكْسُور বা مَجْرُور বলে। كَسْرَة বর্ণের নিম্নে প্রযুক্ত হয়।

اَلضَّمَّةُ

ُ এইরূপ চিহ্নকে আরবীতে ضَمَّة—ضَم এবং رَفْع ও পার্সীতে پِيْش বলে। وَاو কে ضَمَّة মোয়াফেক ও বলে। ضَمَّة বাঙ্গলা ভাষার 'ওকার' 'উকার' এবং و প্রাপ্ত হইলে 'উকারের' কার্য্য করিয়া থাকে যথা— اَلشَّمْسُ (আশ্‌শাম্‌সো), اَلْمُلْكُ আল্‌মুল্‌কো) قُلُوْبُ (কুলূব) ইত্যাদি। ضَمَّة প্রাপ্ত শব্দকে مَضْمُوم ও مَرْفُوع বলে। ضَمَّة বর্ণের উপরে প্রযুক্ত হয়।

ا - ي - و পরিবর্ত্তনশীল বর্ণ, সচরাচর এক অপরের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ক্রিয়া প্রকরণকালে তাহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

اَلْحُرُوفُ الْمَدَّةُ (দীর্ঘবর্ণ।)

ا - ي - و বর্ণকে আরবীতে حُرُوفُ الْمَدّ (হোরূফুল্ মাদ্দা) বলে। যখন الف এর সহিত فَتْح , يَا র সহিত كَسْرَة এবং وَاو এর সহিত ضَمَّة ব্যবহৃত হয়, তখন তাহারা দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়। যথা:—حَارُ - حِيْرُ - حُورُ। দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত বর্ণকে مَدّ বলে। স্বজাতীয় حَرَكَات সংযোগেও যখন উক্ত

বর্ণত্রয় দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত না হয়, তখন তাহাদিগকে لِيْن (লীন) বলে;
যথাঃ— اَوَّلْ - قَوْلْ - دِيْن

কখন কখন "ا" আলিফ্ বর্ণ ي বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় এবং আলিফ্ দীর্ঘ উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, ও يْ র উচ্চারণ লোপ পায় যথাঃ— تَعَالٰى (তাআলা); عُقْبٰى (ওকবা) مُصْطَفٰى (মোস্তফা) ইত্যাদি।

اَلْمَدّ

কখন ২ দীর্ঘ আলিফ্ প্রকাশ করিবার জন্য আলিফের উপর (—) এইরূপ একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে مَدّ বলে, যথাঃ— آدَمُ - آلٰاءُ اَلسَّمَآءُ প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বিত্ব আলিফের ব্যবহার। ইহাকে اَلِفْ مَمْدُوْدَهْ বলা যায়।

اَلْوَصْلُ

"ال" تَعْرِيْفِيْ র উপর সচরাচর আরবীতে (ٱ) এইরূপ একটী চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাকে وَصْلْ (ওস্‌ল্) বা وَصْلٌ (ওস্‌লুন) বলে। এইরূপ চিহ্ন দুইটী শব্দ বা পদকে সংযুক্ত করিয়া থাকে। যথাঃ—بَيْتُ الْقُدْسِ (বাইতুল্ কুদস্)। وَصْلْ বাঙ্গলা সমাসের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

اَلتَّنْوِيْنُ

যখন কোন حركت দ্বিত্ব লিখিত হয়, তখন তাহাকে আরবী ভাষায় تَنْوِيْن (তান্‌ভীন্) বলে। "তান্‌ভীন্" অনুনাসিক উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে অনুনাসিক "নুন" বলা যাইতে পারে। "তান্‌ভীন্" তিন প্রকার যথাঃ—تَنْوِيْنُ الْفَتْحِ - تَنْوِيْنُ الْكَسْرَةِ - تَنْوِيْنُ الضَّمَّةِ - زَيْدٍ كَرِيْمًا - دَارٌ ইত্যাদি।

নিয়ম।

فَتْحِ تَنْوِين এর সহিত সর্ব্বত্র একটী অর্থবিহীন "ا" আলিফ্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথাঃ—زَيْدًا - كَرِيمًا ইত্যাদি। কিন্তু কোন শব্দের শেষবর্ণ ة বা ء হইলে فَتْحِ تَنْوِين থাকা সত্বেও উক্ত অর্থবিহীন আলিফ্ সংযুক্ত হয় না যথাঃ—حِكْمَةً - اَمْرءً ইত্যাদি।

পূর্ণচ্ছেদ অর্থাৎ (◎) এইরূপ চিহ্নের পূর্ব্বে تَنْوِين বা কোন حَرَكَتْ উচ্চারিত হয় না এবং حَرَكَتْ প্রাপ্ত বর্ণ سَاكِن ও ة বর্ণ ه পঠিত হইয়া থাকে। যথা ◎ حِكْمَةٌ (হেক্মাহ্) ◎ كِتَابٌ (কেতাব)।

(পদ্য।)

যে শব্দ হারকাত দ্বিত্বে হয় উচ্চারিত।
সে শব্দ আর্বীতে হয় তান্ভীন্ কথিত॥

اَلْجَزْم

আরবী ব্যাকরণে حَرَكَتْ বিহীন বর্ণের প্রতি (ْ) এইরূপ একটী চিহ্ন প্রযুক্ত হয়, তাহাকে سُكُونْ (সুকুন্) বা جَزْم (জায্ম্) বলে। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকে হসন্তসূচক চিহ্ন বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। আর যে, বর্ণের প্রতি جَزْم প্রযুক্ত হয়, তাহাকে سَاكِن বলে। যথাঃ—حَرَكَاتْ ও جَنَّتْ এখানে ت ও ر সাকেন বর্ণ। দ্বিতীয় سَاكِن বর্ণকে مَوْقُوفْ বলে, যথাঃ— جَزْم এর م।●

اَلتَّشْدِيْدُ

যখন কোন আরবী বর্ণ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়, তখন তাহাকে تَشْدِيْد (তশ্-দিদ্) বা اِدْغَام (এদ্‌গাম্) বলে। এবং তাহার চিহ্ন (ّ) এইরূপ, যথাঃ— اَشَدُّ (আশাদ্দো); مَدَّ (মাদ্দা), شِدَّتْ (শিদ্দাত্) ইত্যাদি। ইহাকেও যুক্তাক্ষর বলা যাইতে পারে।

اَلْوَقْفُ

পূর্ণচ্ছেদকে আরবীতে وَقْفٌ (ওকঁফ্) বলে। وَقْفٌ এর প্রকৃত অর্থ বিশ্রাম করা। ছেদ্ সম্বন্ধে আরবী বৈয়াকরণগণ কোন বিশেষ নিয়মাবলম্বন করেন নাই। পবিত্র কোরাণ পাঠকালে আমরা নানাপ্রকার ছেদ দেখিতে পাই যথাঃ— ج - لا - ط - ع - ص - ز - م ইত্যাদি। عِلْمِ نَحْوٌ অর্থাৎ বাক্য প্রকরণকালে এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। সাধারণতঃ ছেদসমূহ বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় অর্থ ও ভাবের প্রতি নির্ভর করে। বর্ত্তমান পুস্তকে স্থল-বিশেষে বাঙ্গলা ও ইংরাজী চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। নিম্নে কয়েকটী ছেদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

দাঁড়ি, কমা, ইত্যাদির বিবরণ।

ۘ এই চিহ্নকে وَقْفِ لَازِمْ (ওয়াকঁফে্ লাজিম) বলে। এই চিহ্ন কোন পদের (আএতের) পরে দৃষ্ট হইলে এবং উক্ত পদের শেষ অক্ষরে যের, যাবার, পেশ থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে; এবং পূর্ণচ্ছেদের ন্যায় থামিতে হইবে। না থামিলে (কাফের) পাপী হইবার সম্ভাবনা। পদের শেষ অক্ষরে "ة" থাকিলে (ه হে) এর উচ্চারণ করিতে হইবে। ۚ এই চিহ্নকে وقف جايز (ওয়াকঁফে জাএয্) বলে। এইরূপ চিহ্ন কোন পদের অর্থাৎ আএতের পরে থাকিলে তথায় বিশ্রাম করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন। পদের শেষবর্ণ স্বরসহ উচ্চারণ করাই উচিত, না করিলে কোন দোষ হয়

না। ۝ এইরূপ চিহ্ন কোন পদের শেষে থাকিলে সেখানে থামিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পদের শেষ অক্ষরের স্বর পরবর্ত্তী অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করিয়া পড়িতে পারা যায়, অর্থ বিশেষে বিশ্রামও করা যাইতে পারে। ۝ এইরূপ চিহ্নের নাম وَقْفٌ مُطْلَقٌ (ওয়াক্ফে মৎলাক্) ইহা কোন বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হইলে পূর্ণছেদের ন্যায় বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য; কিন্তু না থামিলে উপরোক্ত মীমের ন্যায় কাফের হইবার আশঙ্কা নাই। স্থান বা অর্থ বিশেষে না থামিলে আশঙ্কার কারণ আছে। "۝" এইরূপ চিহ্নের স্থানে বিশ্রাম করা এবং বাক্যের শেষ বর্ণের স্বর ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। স্থান বিশেষে অর্থের ব্যতিক্রম ঘটিলে কাফের হইবারও আশঙ্কা আছে। ج এর পর কোন স্থানে (.·.) এইরূপ চিহ্ন থাকিলে সেই স্থানেই বিশ্রাম করা আবশ্যক। ق এই চিহ্ন দৃষ্ট হইলে কাহারও কাহারও মতে সেই স্থানে বিশ্রাম করা সিদ্ধ। صلے এই চিহ্ন কোন আয়েতের পর দৃষ্ট হইলে তথায় বিশ্রাম করা শ্রেয়ঃ; এবং আয়েতের শেষ অক্ষরের স্বর পরিত্যাগ করা ভাল। س এই চিহ্ন স্থানে "কমার" ন্যায় বিশ্রাম করা ভাল; আয়েতের শেষ অক্ষরের স্বর পরবর্ত্তী আয়েতের অক্ষরের সহিত মিলাইয়া পড়া শ্রেয়ঃ। ইহাকে "ছায়াতা" বলে। وقفة এইরূপ চিহ্নস্থানে অন্যান্য "চিহ্নের" ন্যায় বিশ্রাম করা উত্তম। قلے এইরূপ চিহ্নস্থানে অনেকের মতে বিশ্রাম করা যাইতে পারে। قِفْ এইরূপে চিহ্নস্থানে বিশ্রাম করা উচিত, অন্যথায় অর্থের ব্যতিক্রম হয় না।

اَلسَّبَقُ الثَّالِثُ (৩য় পাঠ।)

اَلْحُرُوْفُ الصَّحِيْحُ (ব্যঞ্জন বর্ণ।)

আরবী ব্যাকরণে ২৫টী حَرْفُ صَحِيْحٌ (হার্‌ফে ছাহিঃ) অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ আছে; যথাঃ—

ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - ل - م - ن - ه *

। - و - ي কোন শব্দের প্রথমবর্ণ হইলে ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ء ও ي বর্ণদ্বয় কখন ২ ব্যঞ্জনবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। اَلِفْ - بَے প্রভৃতি বর্ণ লিখিতে যত বর্ণের প্রয়োজন হয়; সেই বর্ণের সংখ্যানুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ তিন প্রকার।

১। مَسْرُوْرِيْ যে বর্ণ লিখিতে দুইটী বর্ণের প্রয়োজন হয়, তাহাকে حَرْفِ مَسْرُوْرِيْ (হার্ফে মসরূরি) বলে; এবং তাহাদের সংখ্যা দ্বাদশটী যথাঃ

بے - تے - ثے - حے - خے - رى - زى - طو - ظو - فے - ھے - يے
বে - তে - ষে - হেঃ - খে - রে - যে - তো - যো - ফে - হেঃ ইয়ে

ইহাদিগকে بَا - تَا - ثَا (বা - তা - সা) ইত্যাদিরূপেও লিখিতে পারা যায়। سَرَّ (গুপ্ত ছিল) হইতে مَسْرُوْرِيْ

২। مَلْفُوْظِى যে সকল বর্ণ লিখিতে তিনটী বর্ণের প্রয়োজন হয়, এবং যাহাদের প্রথমবর্ণ ও তৃতীয়বর্ণ সমবর্ণ নহে, তাহাকে حَرْفِ مَلْفُوْظِى (হার্‌ফে মাঁলফুযী) বলে। মাঁলফুযী ত্রয়োদশ বর্ণ যথাঃ—

اَلِفْ - جِيْمْ - دال - ذال - سِيْن - شِيْن - صَاد - ضَاد - عَيْن - غَيْن
আলিফ - জীম্ - যাল্ - দাল -।সীন্ - শীন্ - যাদ - যাদ্ - আইন - গাইন

قَاف - كَاف - لاَمْ। (কাঁফ - কাফ - লাম্)

(لَفَظَ সে উচ্চারণ করিয়াছিল।) হইতে مَلْفُوْظِى

৩। مَكْتُوْبِى যে সকল বর্ণ লিখিতে তিনটী অক্ষরের প্রয়োজন হয় এবং যাহাদের প্রথম ও শেষবর্ণ সমবর্ণ, তাহাদিগকে حَرْفِ مَكْتُوْبِى (হার্ফে মাক্‌তুবি) বলে। حَرْفِ مَكْتُوْبِى তিনবর্ণ যথাঃ— مِيْمْ - نُوْن - وَاوْ

كَتَبَ (সে লিখিয়াছে) হইতে مَكْتُوْبِى

যে সকল বর্ণের সহিত نُقْطَةٌ অর্থাৎ বিন্দু ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে مُعْجَمَةٌ বা مَنْقُوطَةٌ বলে, ইহারা ১৫টী যথাঃ— ب - ت - ث - ج - خ - ذ - ز - ش - ض - ظ - غ - ف - ق - ن - ي

যে সকল বর্ণের উপরে نقطة থাকে, তাহাদিগকে فوقانى বলে, যথাঃ— ت - ث - خ - ذ - ز - ش - ض - ظ - غ - ف - ق - ن

যে সকল বর্ণের নীচে نُقْطَةٌ থাকে, তাহাদিগকে تَحْتَانِيٌّ বলে, যথাঃ— ب - ج - ي

যে সকল বর্ণের نُقْطَةٌ থাকে না তাহাদিগকে مُهْمَلَةٌ বা غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ বলে, ইহারা ১৩টী যথাঃ— ا - ح - د - ر - س - ص - ط - ع - ك - ل - م - و - ه

پ - چ - ژ - گ কেবল পার্সী ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়, তাহারা আরবী ব্যাকরণের অন্তর্গত নহে। ইহাদিগকে حَرْفِ عَجَمِيٌّ বলে। যে সকল অক্ষর কেবল আরবীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে حَرْفِ تَازِى বলে।— ث - ح - ص - ض - ط - ظ - ع - ق

যে সকল শব্দে حَرْفِ عَجَمِيٌّ পাওয়া যায়, তাহারা পারসী শব্দ যথাঃ— پاک - گوش - چمن - ژاله

আর যে সকল শব্দে حَرْفِ تازى প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা আরবী শব্দ। যথাঃ— ثابت - حكم - صاحب - ضامن - طب - ظلم - عشق - قاصد

বর্ণ বিভাগ।

আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আরবীজ্ঞ বৈয়াকরণগণের মধ্যে মতভেদ আছে; তথাপি এই স্থলে শিক্ষার্থীগণের উপকারার্থে সাধারণতঃ আরবী ব্যাকরণে গৃহীত নিয়ম নিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল। উচ্চারণ সম্বন্ধে আরবী ও বাঙ্গলা বর্ণমালার মধ্যে পার্থক্য ও সামঞ্জস্য ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণের উৎপত্তিস্থলকে আরবীতে مَخْرَجٌ (মাখরাজ্) বলে।

১। ৪ - غ - ع - خ - ح - ا এই ষষ্ঠবর্ণ حَلْق হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে حَرْفِ حَلْقِي (হার্ফে হাল্‌কি) অর্থাৎ কণ্ঠবর্ণ বলে। ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান এক হইলেও উচ্চারণে প্রভেদ আছে যেমন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"হার্‌ফে হালকি" ষষ্ঠ বর্ণ জানিবে নিশ্চয়।
'আইন' 'গাইন' 'হে' 'হেঃ' 'খে' 'আলিফ্' তারা হয়॥

২। و - م - ف - ب এই বর্ণ চতুষ্টয় لَبْ (লাব্) বা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে حَرْفِ شَفْوِي (হার্ফে শাফ্‌ভি) অর্থাৎ "ওষ্ঠ" বর্ণ বলে।

"হার্‌ফে শাফ্‌ভি" চতুর্বর্ণ যতনে পড়িবে।
'মীম্' 'ওয়াও,' 'ফা' ও 'বা' কে হৃদয়ে গাঁথিবে॥

৩। ي - ك - ق - ج এই বর্ণ চতুষ্টয় তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে حَرْفِ لَهْوِي (হার্ফে লাহ্‌ভি) অর্থাৎ তালব্য বর্ণ বলে।

"হার্‌ফে লাহ্‌ভি" চতুর্বর্ণ করহ শ্রবণ।
"জীম" "কাঁফ" "কাফ" "ইয়ে" রাখিবে স্মরণ॥

৪। ن - ل - ظ - ط - ذ - د - ث - ت ইহারা দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে حَرْفِ سِنِّيَة (হার্ফে সিন্নিয়াহ্) অর্থাৎ দন্তমূল বর্ণ বলা যায়;

"হার্ফে সিন্না" অষ্টবর্ণ আরবী বচন।
তে, সে, তো, যো, দালো, যালো, লামো নুন॥

৫। ض - ص - ش - س - ز - ر ইহারা জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে حَرْفِ اَصَلِيَة (হার্ফে আষ্‌লিয়া) বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ বলা যায়।

"হার্ফে আষ্‌লি ষষ্ঠ বর্ণ অয়ি কোবাদ।

حُرُوفِ شَمْسِي

حَرْفِ ت - ث - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ل - ن অর্থাৎ

سِنِّيَه এবং اَصْلِيَه حَرْفِ কে একত্রে حُرُوفِ شَمْسِي (হুরূফে শাম্‌সী) বলে।

পড়িবে যখন তুমি আর্বী ব্যাকরণ।
"হর্ফে শামসী" চৌদ্দ বর্ণ রাখিবে স্মরণ॥
'তে' 'সে' 'তো' 'যো' 'দাল্' 'যাল্' ও 'নুন' ও 'লাম'।
'রে' 'যে' 'সীন' 'শীন' 'ষাদ্' 'যাদ' শুন কালাম॥

حُرُوفِ قَمْرِي

ا - ب - ج - ح - خ - ع - غ - ف - ق - ک - م - و - ه - ي

حُرُوفِ قَمْرِي কে একত্রে حَرْفِ شَفْوِيَه এবং حَرْفِ لَهْوِيَه ও حَرْفِ حَلْقِي অর্থাৎ

(হুরূফে কাম্‌রী) বলে।

পড়িবে যখন তুমি আর্বী ব্যাকরণ।
"হর্ফে কামরী" চৌদ্দ বর্ণ রাখিবে স্মরণ॥
'মীম' 'ওয়াও' 'ফা' ও 'বা' কে হৃদয়ে গাঁথিবে।
'জীম্' 'কাফ্' 'কাফ্' 'ইয়া' স্মরণ রাখিবে॥
'আইন,' 'গাইন,' 'হে, হেঃ,' 'খে' 'আলিফ' অবশিষ্ট।
পড়িতে থাকিবে সবে হয়ে হৃষ্টচিত্ত॥

اَلِفْ وَلاَمْ

এই দুই বর্ণ কখন কখন একত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে "اَلْ" বা مُصَرَّفْ বা "ال" تَعْرِيفِي বলা যায়। বাঙ্গলা ভাষায় কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইতে হইলে যেরূপ একটী "ঐ" অব্যয় ব্যবহৃত হয়, আরবীতে সেইরূপ "ال" ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। যখন কোন আরবী শব্দের প্রথম বর্ণ حَرْفِ شَمْسِيْ হয় এবং সেই শব্দের পূর্ব্বে " ال " প্রযুক্ত হয়, তখন " ا ل " র 'ل' পরবর্ত্তী শাম্‌সীবর্ণের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া উক্ত শামসী বর্ণকে مُدْغَمْ অর্থাৎ দ্বিত্ব উচ্চারণ প্রদান করে ; যথা :—

اَلدَّارُ = اَلْ + دَارٌ	اَلشَّمْسُ = اَلْ + شَمْسٌ
اَلصَّبِيُّ = اَلْ + صَبِيٌّ	اَلرَّحْمَانُ = اَلْ + رَحْمَانٌ
اَلطَّعَامُ = اَلْ + طَعَامٌ	اَلسَّفِيْنَةُ = اَلْ + سَفِيْنَةٌ
اَللَّطِيْفُ = اَلْ + لَطِيْفٌ	اَلتَّاجُ = اَلْ + تَاجٌ
اَلنُّوْرُ = اَلْ + نُوْرٌ	اَلثَّالِثُ = اَلْ + ثَالِثٌ
اَلظُّلْمَةُ = اَلْ + ظُلْمَةٌ	اَلزِّحَامُ = اَلْ + زِحَامٌ
اَلضَّلَالَةُ = اَلْ + ضَلَالَةٌ	اَلذِّرَاعُ = اَلْ + ذِرَاعٌ

কিন্তু কোন قَمَرِيْ বর্ণের পূর্ব্বে " اَلْ " বসিলে কামরী বর্ণের সহিত " ال " র ل পরিবর্ত্তিত হয় না ; যথা :—

اَلْبَيْتُ = اَلْ + بَيْتٌ	اَلْأَوَّلُ = اَلْ + أَوَّلٌ
اَلْمَرْكَبُ = اَلْ + مَرْكَبٌ	اَلْحَدِيْثُ = اَلْ + حَدِيْثٌ
اَلْكِتَابُ = اَلْ + كِتَابٌ	اَلْخَاطِرُ = اَلْ + خَاطِرٌ
اَلْقَمَرُ = اَلْ + قَمَرٌ	اَلْفَرَسُ = اَلْ + فَرَسٌ

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে " اَلْ " যুক্ত আরবী শব্দের শেষ বর্ণ مُضْمَرْ تَنْوِيْن مَضْمُوْمْ স্থলে مَضْمُوْمْ হইয়া থাকে।

২। সচরাচর আরবী ভাষায় বিশেষ্য পদস্থ শেষ বর্ণ تَنْوِيْنْ مَضْمُوْمْ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন শব্দের বা পদের পূর্ব্বে "اَلْ" প্রযুক্ত হইলে تَنْوِيْنْ লোপ পায় ও ضَمَّهْ থাকিয়া যায়। অর্থাৎ "اَلْ" ও تَنْوِيْنْ مَضْمُوْمْ একত্রে ব্যবহৃত হয় না। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে اَلْ র ل শামসী বর্ণের সহিত মিলিত হইলেও তাহা سَاكِنْ রূপে লিখিত হইয়া থাকে যথাঃ—اَلنَّاسُ = اَلْ + نَاسٌ

৩। যখন কোন দুই আরবী শব্দ সংযুক্ত হয় তখন বাঙ্গলা স্বর সন্ধির ন্যায় দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণের (حَرَكَتْ) বানান লোপ প্রাপ্ত হয় এবং কখন ২ প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের (حَرَكَتْ) বানান প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যথাঃ—

اَللّٰهُ + اِنَّ = اِنَّ اللّٰهَ | اَللّٰهُ + لِ = لِلّٰهِ

اَللّٰهُ + وَاتَّقُوْا = وَاتَّقُوا اللّٰهَ | اِخْتَلَفَ + مَا = مَااخْتَلَفَ

اِغْفِرْلَنَا + فَ = فَاغْفِرْلَنَا | اُنْصُرْنَا + فَ = فَانْصُرْنَا

৪। আরবী দুই শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ যদি (حَرَكَتْ) বানান বিহীন অর্থাৎ سَاكِنْ হয় তাহা হইলে কখন কখন ঐ সাকিন বর্ণ দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণের বানান প্রাপ্ত হইয়া থাকে যথাঃ—

مِنَ اللّٰهِ = مِنْ + اَللّٰهِ   مِنَ الْكِتٰبِ = مِنْ + اَلْكِتٰبِ

৫। অনির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে আরবী ভাষায় তাহার পূর্ব্বে اَلْ প্রয়োগ করিতে হয়, যথাঃ—

رَجُلٌ অর্থে অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়; কিন্তু اَلرَّجُلُ বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় সেইরূপ;

شَجَرٌ অর্থে বৃক্ষ বিশেষ اَلشَّجَرُ ঐ বৃক্ষ।
كِتَابٌ পুস্তক কিন্তু اَلْكِتَابُ ঐ পুস্তক।

৬। যখন কোন "ل" যুক্ত শব্দের পূর্ব্বে اَلْ বসে তখন দুইটী 'ل' পৃথক পৃথক না লিখিয়া একটী "ل" র উপর تَشْدِيْد দেওয়া যায় যথাঃ—اَلَّذِىْ اَللَّيْلُ

কখন কখন "اَلْ" র 'ا' লোপ প্রাপ্ত হয় যথা;

لِ + اَلْ + قَمَرٍ = لِلْقَمَرِ لِ + اَلْ + لَيْلٍ = لِلَّيْلِ

মিসর, শিরিয়া প্রভৃতি স্থানের লোক শামসী বর্ণকে দ্বিত্ব না পড়িয়া কামরী বর্ণের ন্যায় পড়িয়া থাকেন। যথাঃ—اَلشَّمْسُ (আল্ শাম্‌সো।)।

اَلْبَابُ الثَّانِيَةُ (দ্বিতীয় অধ্যায়।)

سَبَقُ الْاَوَّلُ (১ম পাঠ।)

لَفْظٌ—শব্দ।

মনুষ্য কর্ত্তৃক উচ্চারিত শব্দকে আরবী ভাষায় لَفْظٌ বলে। একাধিক বর্ণের সংযোগে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কখন ২ এক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বা শব্দ দ্বারা ও পদ গঠিত হইয়া থাকে, যথাঃ—

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
أَبٌ	পিতা	نَارٌ	অগ্নি	أَ	কি
أُمٌّ	মাতা	مَاءٌ	জল	وَاهًا	বেশ
اِبْنٌ	পুত্র	شَجَرٌ	বৃক্ষ	اِيْرٌ	
بِنْتٌ	কন্যা	بَحْرٌ	সমুদ্র	بِئْرٌ	কূপ
أَخٌ	ভ্রাতা	حَجَرٌ	প্রস্তর	نَهْرٌ	নদী

মানব জাতি শব্দ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থানুযায়ী لَفْظٌ দুই প্রকার مَوْضُوعٌ (অর্থ বোধক) ও مُهْمَلٌ (অর্থ বিহীন)।

বর্ণানুযায়ী ও لَفْظٌ দুই প্রকার مُفْرَدٌ ও مُرَكَّبٌ।

আরবী ভাষায় শব্দের অন্তঃ বর্ণ সচরাচর مَضْمُومٌ تَنْوِيْنٌ পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গলা ও উর্দ্দূ ভাষায় উচ্চারণের সুবিধার্থে শেষ বর্ণ سَاكِنٌ পঠিত হইয়া থাকে, যথাঃ—لَفْظٌ ‑ قَمَرٌ ইত্যাদিকে لَفْظْ ‑ قَمَرْ পড়া যায়।

كَلِمَةٌ "পদ"।

এক বা ততোধিক শব্দ সংযুক্ত বা বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া অর্থ বোধক হইলে তাহাকে আরবী ভাষায় كَلِمَةٌ বলে। جُمْلَةٌ অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত এক একটী অর্থ বোধক শব্দকেও এক একটী পদ বা كَلِمَةٌ বলে। যথাঃ—

غُلَامٌ - زَيْدٌ - دَارٌ - فِيْ যাইদের দাস ঘরের মধ্যে আছে, এস্থলে غُلَامُ زَيْدٍ فِي الدَّارِ ইহারা প্রত্যেকে এক একটী পদ।

সচরাচর لَفْظٌ ও كَلِمَةٌ র পার্থক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় না।

فَعَلَ পদের অন্তর্গত ف - ع - ل বর্ণকে আরবী বৈয়াকরণগণ فَاكَلِمَةٌ - عَيْنُ كَلِمَةٌ و لَامُ كَلِمَةٌ বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা প্রত্যেকে এক একটী শব্দ বা বর্ণ মাত্র।

كَلِمَةٌ তিন প্রকার যথা اِسْمٌ - فِعْلٌ - حَرْفٌ ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থলে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

صِيغَه

لَفْظٌ ও كَلِمَةٌ কে সচরাচর আরবী ভাষায় صِيغَه বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত পদ নিচয়কেই আরবী বৈয়াকরণগণ صِيغَه নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

جُمْلَه "বাক্য"।

যখন দুই বা ততোধিক لَفْظٌ বা كَلِمَةٌ (কলমা) মিলিত হইয়া মনুষ্যের মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তখন তাহাকে جُمْلَه বলে। যথাঃ—

كَيْفَ حَالُكَ তুমি কেমন আছ। اَنَا اَعْرِفُهُ আমি তাহাকে চিনি।

اَنَا اَتَكَلَّمُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِيِّ আমি আরবীতে কথা বলিতে পারি।

رَغِبْتُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ আমি মধু পানে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

رَغِبْتُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ আমি মদ খাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

دَعَوْتُ لِزَيْدٍ আমি যাইদের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম।

বাঙ্গলা ভাষায় যেরূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হয় আরবী ভাষায় তদ্রূপ না হইয়া ক্রিয়া, কর্ত্তা ও কর্ম্ম ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا যাইদ আমরকে মারিয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় আরবী ভাষাতেও কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত جُمْلَةٌ (বাক্য) হইতে পারে না। তবে আরবী ভাষায় কখন ২ কর্ত্তা এবং কখন ২ ক্রিয়া পদ উহ্য থাকে যথাঃ—

ضَرَبْتُ زَيْدًا (আমি) যাইদকে মারিয়াছি বা মারিয়া ছিলাম।

جَاءَ اِلَى بَيْتِهِ (সে) তাহার বাড়ীর দিকে গিয়াছিল বা গিয়াছে।

غُلَامُ زَيْدٍ যাইদের দাস (হয়)। كِتَابُ خَالِدٍ খালেদের পুস্তক (হয়)।

এস্থলে প্রথম ২টী উদাহরণে কর্ত্তা এবং দ্বিতীয় দুইটীতে ক্রিয়া উহ্য আছে।

اَلسَّبَقُ الثَّانِي (২য় পাঠ।)

اَلْعِلْمُ التَّصْرِيْفُ "পদ প্রকরণ।"

আরবী ব্যাকরণের যে অংশ পাঠ করিলে পদ সমূহের শ্রেণী বিভাগ, রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি জন্মে তাহাকে عِلْمُ التَّصْرِيْفِ বলে।

☞ আরবী বৈয়াকরণগণ ক্রিয়া পদের বিবরণ প্রথম প্রদান করিয়াছেন, তৎপর বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি পদের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু অত্র পুস্তকে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ব্যাকরণের অনুকরণ পূর্ব্বক বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয় পদ পর্য্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ণের সংখ্যানুযায়ী পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথাঃ—

১। ثُنَائِى (ثَانٌ দুই) দুই বর্ণ বিশিষ্ট ; যথাঃ—صَفٌّ - حَقٌّ

২। ثُلَاثِيٌّ (ثَلٰثٌ তিন) তিন বর্ণ বিশিষ্ট ; যথা ;—عَقْلٌ - عِلْمٌ

৩। رُبَاعِيٌّ (رُبْعٌ চারি) চারি বর্ণ বিশিষ্ট ; যথা ;—عَاقِلٌ - عَالِمٌ

৪। خُمَاسِيٌّ (خَمْسٌ পাঁচ) পাঁচ বর্ণ বিশিষ্ট ; যথা ;—كَلِمَاتٌ - سُلْطَانٌ

৫। خُمَاسِىْ مَزِيْدْ فِيْهِ পাঁচ বর্ণ অপেক্ষা অধিক বর্ণ বিশিষ্ট।

আরবী বৈয়াকরণগণ অর্থানুযায়ী পদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন ; যথা ;—(১) اِسْمٌ (বিশেষ্য), فِعْلٌ (ক্রিয়া) حَرْفٌ (অব্যয়)।

اَلسَّبَقُ اَلثَّالِثُ (৩য় পাঠ।)

اَلْاِسْمُ —“বিশেষ্য পদ।”

যে পদ দ্বারা কোন বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, গুণ, বা কার্য্যের নাম বুঝা যায়, এবং যদ্দ্বারা তিন কালের মধ্যে কোন কাল বুঝা যায় না তাহাকে اِسْمٌ বলে যথাঃ—

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
رأس	মস্তক	عبد	ভৃত্য	لبن	দুগ্ধ	دار	গৃহ	بحر	সমুদ্র
شعر	চুল	ابن	পুত্র	لحن	মিষ্টশব্দ	باب	দ্বার	اسم	নাম
وجه	বদন	حب	ভালবাসা	عين	চক্ষু	نور	আলোক	حجر	প্রস্তর
غصن	ডাল	تاج	টুপী	شجر	বৃক্ষ	ثور	বলদ	جبل	পর্ব্বত
حمار	গাধা	كلب	কুকুর	انسان	মনুষ্য	جمل	উষ্ট্র	نهر	নদী
قرن	শতাব্দী	جيل	সময়	يوم	দিবস	ليل	রজনী	شهر	মাস

اِسْمْ তিন প্রকার যথাঃ—(ক) جَامِدْ ; (খ) مَصْدَرْ ; (গ) مُشْتَقْ

বিশেষ্য পদের পুরুষ, বচন, লিঙ্গ ও কারক আছে; স্ব স্ব স্থলে তাহারা বর্ণিত হইবে।

(ক) اِسْمِ جَامِدْ

যে বিশেষ্য পদ অন্য কোন বিশেষ্য পদ হইতে উৎপন্ন হয় না অথবা যাহা হইতে অন্য কোন বিশেষ্য পদ উৎপন্ন না হয় এবং যে বিশেষ্য পদ اِسْمِ مَصْدَرْ ও اِسْمِ مُشْتَقْ হইতে বিভিন্ন তাহাকে اِسْمِ جَامِدْ বলে। যথাঃ—لَيْلٌ - يَوْمٌ

زَيْدٌ - عَمْرٌ - اِسْمِ جَامِدْ আবার দুই প্রকার مَعْرِفَةٌ ও نَكِرَةٌ

اِسْمِ خَاصْ বা مَعْرِفَةٌ

যে اِسْمْ দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বুঝা যায় তাহাকে اِسْمِ مَعْرِفَةٌ বলে। যথাঃ—زَيْدٌ - عَمْرٌ - نِيْلٌ - نُوْرٌ - مَكَّةٌ

مَعْرِفَةٌ পাঁচ প্রকার যথা (১) اِسْمِ عَامْ অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের নাম যথাঃ—عَمْرٌ - زَيْدٌ (২) مُعَرَّفْ অর্থাৎ اَلْ সংযুক্ত শব্দ যথা, اَلرَّجُلُ - اَلْفَرَسُ (৩) ضَمَائِرْ যথা; هُوَ - هُمَا - هُمْ (৪) اَسْمَاءِ اِشَارَةٍ ; (৫) مَفْعُوْلَاتْ

اِسْمِ عَامْ বা نَكِرَةٌ

যে اِسْمْ দ্বারা কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝা যায় তাহাকে اِسْمِ نَكِرَةٌ বলে, যথাঃ—

مَاءٌ জল। فَلَكٌ আকাশ। بَحْرٌ সমুদ্র।
فَرَسٌ অশ্ব। رَجُلٌ মনুষ্য। إِمْرَأَةٌ স্ত্রীলোক।

اِسْمِ نَكِرَةٌ র পূর্ব্বে একটী "اَلْ" বসাইলে اِسْمِ مَعْرِفَةٌ প্রস্তুত হয়, যথা الفَرَسُ.....ঐ অশ্ব। اَلْجَبَلُ ঐ পর্ব্বত। اَلرَّجُلُ ঐ মনুষ্য

লিঙ্গানুযায়ী اِسْمِ جَامِدْ দুই প্রকার:—مُذَكَّرٌ (পুংলিঙ্গ) ও مُؤَنَّثٌ (স্ত্রীলিঙ্গ)। ইহারা স্ব স্ব স্থানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

(খ) اِسْمِ مَصْدَرْ "ধাতু"।

যে বিশেষ্য পদ হইতে اِسْمِ مُشْتَقْ ও اِسْمِ اَفْعَالْ অর্থাৎ ক্রিয়া পদ এবং অন্যান্য পদসমূহ বহির্গত হয় তাহাকে اِسْمِ مَصْدَرْ বলে। বাঙ্গলা ভাষায় اِسْمِ مَصْدَرْ কে ধাতুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তিন বর্ণ বিশিষ্ট مَصْدَرْ

ধাতু	অর্থ।	ধাতু	অর্থ।
عِلْمٌ	জানা, জ্ঞান।	ضَرْبٌ	মারা।
خُرُوجٌ	বহির্গত হওয়া।	ذَهَابٌ	যাওয়া।
ضِحْكٌ	হাসা।	قَتْلٌ	মারা।
دُخُولٌ	প্রবেশ করা।	اَكْلٌ	খাওয়া।
فَتْحٌ	খোলা।	سَمْعٌ	শ্রবণ করা।
وَقْدٌ	উত্তাপ দেওয়া।	غَرَقٌ	ডুবিয়া যাওয়া।
غَطْسٌ	ডুব দেওয়া।	اَخْذٌ	লওয়া।
حَسَبٌ	বিবেচনা করা।	نَهْشٌ	দংশন করা (সর্পের)।

চতুর্বর্ণ বিশিষ্ট—مَصْدَرْ।

قَاتَلَ - دَحْرَجَ - اَكْرَمَ - صَرَّفَ - غُرُوبٌ - كِتَابَةٌ

পঞ্চ বর্ণ বিশিষ্ট—مَصْدَرْ।

اِجْتَنَبَ - اِنْفَطَرَ - تَقَبَّلَ - تَغْطِيَةٌ

ষষ্ঠ বর্ণ বিশিষ্ট—مَصْدَرْ।

اِسْتَنْصَرَ - اِحْرَنْجَمَ - اِخْشَوْشَنَ

(গ) اِسْمِ مُشْتَقْ।

اِسْمِ مُشْتَقْ مَصْدَرْ হইতে যে সকল বিশেষ্য পদ বহির্গত হয় তাহাদিগকে বলা যায়। ক্রিয়ার কার্য্যসাধন হেতু এইরূপ বিশেষ্য পদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। اِسْمِ مُشْتَقْ ছয় প্রকার :—(১) اِسْمِ فَاعِلْ - (২) اِسْمِ مَفْعُوْلْ - (৩) اِسْمِ ظَرْفْ (৬) - اِسْمِ اٰلَّةْ (৫) - اِسْمِ تَفْضِيْلْ (৪) - اِسْمِ صِفَتْ

১। اَلْاِسْمُ الْفَاعِلُ "কর্ত্তা কারক।"

যে اِسْم দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, বা যদ্দ্বারা ক্রিয়া আশ্রিত হয়, আরবীতে তাহাকে اِسْمِ فَاعِلْ বলে। প্রকৃত পক্ষে فِعْلْ হইতেই فَاعِلْ প্রস্তুত হইয়া থাকে। اِسْمِ فَاعِلْ প্রস্তুত করিতে হইলে ত্র্যাক্ষর বিশিষ্ট ধাতুর প্রথম বর্ণে আলিফ্‌যুক্ত فَتْحَ, দ্বিতীয় বর্ণে كَسْرَةْ ও তৃতীয় বর্ণে تَنْوِيْنْ ضَمَّةْ প্রয়োগ করিতে

হয়। তিন বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া হইতে فَاعِلٌ এর নিয়মমত অন্যান্য فَاعِلٌ প্রস্তুত হয় যথা :—

فِعْلٌ	فَاعِلٌ	অর্থ	فِعْلٌ	فَاعِلٌ	অর্থ
كَتَبَ	كَاتِبٌ	লিখক	قَتَلَ	قَاتِلٌ	হন্তা
نَصَرَ	نَاصِرٌ	অনুগ্রহকারী	قَالَ	قَايِلٌ	বক্তা
ضَرَبَ	ضَارِبٌ	যে ব্যক্তি মারে	خَلَقَ	خَالِقٌ	স্থষ্টি কর্ত্তা

তিন অপেক্ষা অধিক অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার مُضَارِعْ مَعْرُوفْ এর চিহ্ন يا লোপ করতঃ তৎস্থলে مِيْمْ مَضْمُومْ আনয়ন এবং শেষ বর্ণকে تَنْوِيْنْ করিলে فَاعِلٌ প্রস্তুত হয়। যথা :—

فِعْلٌ	مضارع معروف	فَاعِلٌ	অর্থ।
صَرَّفَ	يُصَرِّفُ	مُصَرِّفٌ	দাতা।
اِجْتَنَبَ	يُجْتَنِبُ	مُجْتَنِبٌ	ধার্ম্মিক।
تَقَبَّلَ	يَتَقَبَّلُ	مُتَقَبِّلٌ	অগ্রগামী।

নিয়ম।

(১) আরবী ভাষায় فَاعِلٌ কখন مَضْمُومْ تَنْوِيْنْ এবং কখন ২ কেবল مَضْمُومْ হইয়া থাকে। (২) যখন فَاعِلٌ র পূর্ব্বে اَلْ শব্দপ্রযুক্ত থাকে

তখন কর্ত্তা পদের শেষ বর্ণ কেবল مَضْمُوم হইয়া থাকে। (৩) যখন কোন কর্ত্তা পদের পূর্ব্বে إِنَّ বা أَنَّ পদ থাকে তখন সে কর্ত্তা পদ مَفْتُوح হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

ضَرَبَ زَيْدٌ যাইদ মারিয়াছিল বা মারিয়াছে।

ذَهَبَ خَالِدٌ খালেদ গিয়াছে বা গিয়াছিল।

قَتَلَ عُثْمَانُ ওসমান মারিয়াছে বা মারিয়াছিল।

فَعَلَ هَارُونُ হারুণ করিয়াছে বা করিয়াছিল।

نَصَرَ اللّٰهُ খোদা সাহায্য করিয়াছে বা করিয়াছিল।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ الرَّحِيمُ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও সদয়।

إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী ও দর্শক।

৪। কোন فَاعِلْ এর পূর্ব্বে مِنْ অব্যয় থাকিলে সেই فَاعِلْ এর অন্ত্য বর্ণ مَكْسُورْ تَنْوِين হইয়া থাকে, যথা ; مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ "হিংসুকের হিংসা হইতে।"

اِسْمْ فَاعِلْ صرف

جنس		واحد	تثنيه	جَمْعْ
مذكر	—	فَاعِلٌ	فَاعِلَانِ	فَاعِلُونَ
مؤنث	—	فَاعِلَةٌ	فَاعِلَتَانِ	فَاعِلَاتٌ

২। اَلْاِسْمُ الْمَفْعُوْلُ "কর্ম্মকারক।"

কর্ত্তা যাহা করে অর্থাৎ ক্রিয়ার কার্য্য যাহার প্রতি সম্পাদিত হয়, তাহাকে আরবী ভাষায় مَفْعُوْل বলে। مَفْعُوْل পদ প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

(১) কোন ত্র্যক্ষরবিশিষ্ট পদের مَفْعُوْل প্রস্তুত করিতে হইলে সেই পদের পূর্ব্বে একটী অতিরিক্ত مِيْمْ مَفْتُوْح অর্থাৎ مَ বসাইয়া, পদের প্রথম বর্ণকে سَاكِنْ দ্বিতীয় বর্ণকে وَاوْ مَضْمُوْم এবং শেষ বর্ণকে مَضْمُوْم تَنْوِيْن করিতে হয়। যথা ;—

مَاضِي	مَفْعُوْل	অর্থ।	مَاضِي	مَفْعُوْل	অর্থ।
فَعَلَ	مَفْعُوْلٌ	কৃত ব্যক্তি।	كَتَبَ	مَكْتُوْبٌ	লিখিত বস্তু।
نَصَرَ	مَنْصُوْرٌ	সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তি।	خَلَقَ	مَخْلُوْقٌ	সৃষ্ট বস্তু।
ضَرَبَ	مَضْرُوْبٌ	আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি।	قَتَلَ	مَقْتُوْلٌ	হত ব্যক্তি।

(২) তিন অপেক্ষা অধিক বর্ণবিশিষ্ট ক্রিয়া হইতে مَفْعُوْل প্রস্তুত করিতে হইলে مُضَارِعْ مَجْهُوْل এর চিহ্ন يَامَضْمُوْم এর স্থলে مِيْم مَضْمُوْم আনয়ন করতঃ শেষ বর্ণকে مَضْمُوْم تَنْوِيْن করিতে হয়, যথা :—

مُضَارِعْ مَجْهُوْل	مَفْعُوْل	অর্থ।
يُجْتَنَبُ	مُجْتَنَبٌ	উপকৃত ব্যক্তি।
يُحَرَّفُ	مُحَرَّفٌ	পরিবর্ত্তিত ব্যক্তি।
يُصَرَّفُ	مُصَرَّفٌ	দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
يُسْتَنْصَرُ	مُسْتَنْصَرٌ	সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি।

اِسْمِ مَفْعُوْلْ صَرْف

جنس	واحد	جمع	تثنيه
مذكر —	مَفْعُولٌ	مَفْعُولَانِ	مَفْعُولُونَ
مونث —	مَفْعُولَةٌ	مَفْعُولَتَانِ	مَفْعُولَاتٌ

আরবী ব্যাকরণে مَفْعُولْ নানা প্রকারের হইয়া থাকে ; যথা :—

(ক) যাহার প্রতি ক্রিয়ার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে مَفْعُولْ لَهٗ বলে ; যথা:—ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا "যাইদ্ আমারকে মারিয়াছে।" এস্থলে عَمْرًا পদ مَفْعُولْ لَهٗ। ইহার শেষবর্ণ প্রায় مَفْتُوحْ বা مَفْتُوحْ تَنْوِيْن হইয়া থাকে ; এবং একটী অনর্থক "।" ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(খ) যে সময়ে বা স্থানে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই সময় বা স্থানকে مَفْعُولْ فِيْهِ বলে ; যথা :—ذَهَبَ الْيَوْمَ زَيْدٌ "অদ্য যাইদ্ গিয়াছে।" جَلَسْتُ فِي الدَّارِ "ঘরে বসিয়াছিলাম।"এ স্থলে يوم ও دار পদদ্বয় مَفْعُولْ فِيْهِ ইহারও শেষবর্ণ مَفْتُوحْ হইয়া থাকে কিন্তু فِيْ অব্যয় পূর্ব্বে থাকায় "دَارِ" এর ر বর্ণ مَكْسُورْ হইয়াছে।

(গ) যে অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করা যায় তাহাকে مَفْعُولْ لَهٗ বলে। ইহারও শেষ বর্ণের প্রতি প্রায় فَتْحْ تَنْوِيْن থাকে ; যথা :—ضَرَبْتُ زَيْدًا تَادِيْبًا যাইদকে আদাব দিবার জন্য মারিয়াছি। এখানে تَادِيْبًا পদ مَفْعُولْ لَهٗ

(ঘ) ক্রিয়া হইতে যে কর্ম্ম পদ প্রস্তুত হয় তাহাকে مَفْعُولْ مُطْلَقْ বলে।

ইহারও শেষ বর্ণ مَفْتُوحٌ تَنْوِين হয়।। যথা :— ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبًا " যাইদকে মার মারিয়াছি।" এস্থলে ضَرْبًا পদ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ।

(৬) আরবীতে একটী (و) ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ "সহিত" হইয়া থাকে। এরূপ (و) র পর যে বিশেষ্য পদ থাকে তাহাকে مَفْعُولٌ مَعَهُ বলা যায়। তাহার ও শেষবর্ণ مَفْتُوحٌ হইয়া থাকে যথা :— جَلَسْتُ وَ زَيْدًا "আমি যাইদের সহিত বসিয়াছিলাম।" বা "আমি ও যাইদ্ বসিয়াছিলাম।" وَ زَيْدًا কে একত্রে বঙ্গভাষায় ক্রিয়ার বিশেষণ বলা যাইতে পারে। "و" বাঙ্গলা "এবং" অব্যয়ের সহিত সাদৃশ্য রাখে।

৩। اَلْاِسْمُ الصِّفَتُ "বিশেষণ পদ।"

বিশেষণ পদকে আরবীতে صِفَتْ অথবা مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ বলে। مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ বলিবার কারণ এই যে فِعْلٌএর ন্যায় صِفَتْ রও অন্ত্যবর্ণ مَضْمُومٌ تَنْوِين হইয়া থাকে যথা :—

বিশেষণ পদ	অর্থ	বিশেষণ পদ	অর্থ	বিশেষণ পদ	অর্থ
حَسَنٌ	সুন্দর	غَنِيٌّ	ধনী	مَرِيْضٌ	পীড়িত
خَشِنٌ	কঠিন	فَقِيْرٌ	গরিব	خَفِيْفٌ	পাতলা বা হাল্কা
اَحْمَرُ	খুব লাল	قَرِيْبٌ	নিকট	ثَقِيْلٌ	ভারী
صُلْبٌ	শক্ত	لَطِيْفٌ	নরম	كَبِيْرٌ	বড়
عَطُوفٌ	সদয়				
جَوَادٌ	দাতা	نَظِيْفٌ	পরিষ্কার	صَغِيْرٌ	ছোট

কিন্তু বিশেষণ পদের শেষ বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ "ا" আলিফ হইলে তাহার শেষ বর্ণ مَضْمُوم না হইয়া مَكْسُور হইয়া থাকে ; যথা :—عَالٍ উচ্চঃ عَالٍ আক্রা عُرْيَانٍ উলঙ্গ ইত্যাদি।

আরবী বিশেষণ পদেরও লিঙ্গ ও বচন আছে।

বিশেষণ পদের বিভক্তি যুক্ত করিলে একটী "ا" আলিফ্ সংযুক্ত করিতে হয় এবং আলিফের পরবর্ত্তী বর্ণ سَاكِن এবং শেষ বর্ণ مَضْمُوم হয় যথা :—

خَيْرٌ হইতে	أَخْيَرُ	উত্তমতম।
حَسَنٌ "	أَحْسَنُ	সুন্দরতম।

বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আরবী ভাষায় বিশেষণ পদটী সাধারণতঃ বিশেষ্য পদের পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা ;—زَيْدٌ حَسَنٌ (যাইদ্ সুন্দর)।

إِسْمِ مَوْصُوف

صِفَتْ যে পদের গুণ প্রকাশ করে, আরবী ভাষায় সেই পদকে مَوْصُوف বলে। আরবী ব্যাকরণে صِفَتْ ও مَوْصُوف এর মধ্যে বচন, লিঙ্গ এবং বিভক্তি সম্বন্ধে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

পদ	অর্থ	পদ	অর্থ
جَبَلٌ شَامِخٌ	উচ্চ পর্ব্বত	جَدِيْدٌ كِتَابٌ	নূতন পুস্তক
مَاءٌ بَارِدٌ	শীতল জল	لَحْنٌ لَطِيْفٌ	মিষ্ট ভাষা
كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	উজ্জ্বল নক্ষত্র	اَلْفَرَسُ الْفَارِهُ	দ্রুতগামী অশ্বটী
بِنْتٌ سَلِيْمَةٌ	শান্ত মেয়ে	اَلْكَلْبُ الشَّاطِنُ	দুষ্ট কুকুরটী
اِمْرَأَةٌ صَابِرَةٌ	সহিষ্ণু রমণী	اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ	নূতন কেতাবটী
بَلَدٌ قَدِيْمٌ	পুরাতন নগর	اَلطِّفْلُ الشَّاطِنُ	দুষ্ট ছেলেটী
اَرْضٌ خَشِنٌ	শক্ত ভূমি	رَجُلٌ بَخِيْلٌ	কৃপণ লোক

ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে صفت ও موصوف এর শেষ বর্ণ একই প্রকার حركات প্রাপ্ত হইয়া থাকে যথা :—

ضَرَبَ زَيْدٌ شَاطِنٌ দুষ্ট যাইদ মারিয়াছে।

ضَرَبْتُ زَيْدًا شَاطِنًا আমি দুষ্ট যাইদকে মারিয়াছি।

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ شَاطِنٍ আমি দুষ্ট যাইদের নিকট গিয়াছিলাম।

موصوف পদ نكره হইলে صفت পদও نكره হইয়া থাকে যথা :—

مَاءٌ بَارِدٌ ـ جَبَلٌ شَامِخٌ ـ رَجُلٌ فَاضِلٌ ـ لَحْنٌ لَطِيْفٌ

موصوف পদ معرفه হইলে صفت পদও معرفه হইয়া থাকে যথা :—

اَلرَّجُلُ الْفَاضِلُ ـ اَلْكَلْبُ الشَّاطِنُ ـ اَلرَّجُلُ الظَّالِمُ

কিন্তু موصوف স্বয়ং معرفه হইলে তাহার পূর্ব্বে ال বসে না, কেবল صفت এর পূর্ব্বে ال বসে যথা :— زَيْدُ نِ الظَّالِمُ - زَيْدُ نِ الْفَاضِلُ

আরবী جُمْلَة র প্রতি ال প্রযুক্ত হয় না, কারণ তাহা نكره গণ্য করা হয় যথা :— جَاءَ رَجُلٌ ضَرَبْتُهُ আমি যে ব্যক্তিকে মারিয়াছিলাম সে আসিয়াছে। এস্থলে رَجُلٌ ও ضَرَبْتُهُ ال দ্বারা মিলিত হয় নাই অর্থাৎ ক্রিয়াপদ ال দ্বারা বিশেষ্য পদের সহিত সংযুক্ত হয় না صفت ও موصوف উভয়ে একই লিঙ্গ ও একই বচন প্রাপ্ত হইয়া থাকে যথা :— اِمْرَأَتُونَ فَاطِلَتُونَ - اِمْرَأَتَانِ فَاطِلَتَانِ

- اِمْرَأَةٌ فَاطِلَةٌ - رِجَالٌ فَاطِلُونَ - رَجُلَانِ فَاضِلَانِ - رَجُلٌ فَاضِلٌ

কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

৪। اَلْاِسْمُ التَّفْضِيلُ

যে শব্দ দ্বারা কোন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা, অথবা কোন এক বস্তুকে অপর কোন বস্তুর প্রতি فَضِيْلَتْ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা যায় তাহাকে اِسْمِ تَفْضِيْلْ বলে।

বঙ্গভাষায় কোন বস্তু বা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে হইলে যেমন অপেক্ষা, হইতে, চেয়ে, তর ও তম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আরবী ভাষায় সেইরূপ مِنْ ও اَفْضَلُ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। اِسْمِ تَفْضِيْلْ পুংলিঙ্গের একবচনে اَفْعَلُ এবং স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে فُعْلَى র নিয়মে রূপান্তরিত হইয়া থাকে ; যথা :—

جنس	وَاحِدْ	تَثْنِيَهْ	جَمْعْ
مذكر	اَفْعَلُ	اَفْعَلَانِ	اَفَاعِلُ বা اَفْعَلُونَ
مؤنث	فُعْلَى	فُعْلَيَانِ	فُعَلٌ বা فُعْلَيَاتٌ

جمع	تثنية	واحد	جنس
أَعَاظِمُ বা أَعْظَمُونَ	أَعْظَمَانِ	أَعْظَمُ	مذكر
عُظَمٌ বা عُظْمَيَاتٌ	عُظْمَيَانِ	عُظْمٰى	مؤنث
أَفْضَلُونَ	أَفْضَلَانِ	أَفْضَلُ	مذكر
فُضَلٌ	فُضْلَيَانِ	فُضْلٰى	مؤنث

যে পদের প্রতি শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করা যায় তাহাকে مُفَضَّلُ বলে। যখন কোন এক ব্যক্তিকে অপর কোন এক ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা যায় তখন কেবল مِنْ ও أَفْضَلُ দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা যায়, مُفَضَّلُ مذكر হউক বা مؤنث হউক ; যথা زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ حَمِيْدٍ যাইদ হামিদ অপেক্ষা ভাল।

আর যখন তিন বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিয়া 'কে ভাল' বা 'কে মন্দ' এরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হয় তখন উক্ত مِنْ চিহ্ন "اَلْ" অথবা أَفْضَلُ এর সহিত মিলিত হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয় যথা :—

زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ　যাইদ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ النَّاسِ　যাইদ সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গলা ব্যাকরণে দুই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিলে যেরূপ 'তর' এবং তিন বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিতে "তম" ব্যবহৃত হয়, আরবী ব্যাকরণে তদ্রূপ দুইয়ের জন্য "مِنْ" ও বহুর জন্য 'اَلْ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

তম	তর	পদ	তম	তর	পদ
الأجود	أجود	جيد	الأردأ	أردأ	ردي
উত্তমতম	উত্তমতর	উত্তম	মন্দতম	মন্দতর	মন্দ
الأصغر	أصغر	صغير	الأبعد	أبعد	بعيد
ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্র	দূরতম	দূরতর	দূর

নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি রূপান্তরিত হয় না।

بلا حدّ	অসীম	مُستدير	গোলাকার
أوليّ বা أوّل	প্রথম	مربع	চতুষ্কোণ
مَلآن	পরিপূর্ণ	مستقيم	সহজ পথ
كامل	সম্পূর্ণ	عموميّ	সাধারণ, বা আমার চাচা।

৫। الاسم الآلة "করণ কারক।"

যে উপায়, অস্ত্র বা বস্তু দ্বারা কোন ক্রিয়ার কার্য্য সাধিত হয় তাহাকে اسم آلة বলে।

নিয়ম।

কোন اسم এর করণ কারক প্রস্তুত করিতে হইলে সেই اسم এর প্রথমে এক م অর্থাৎ ميم مكسور আনয়ন করিতে হয়। পরে ত্র্যক্ষরবিশিষ্ট اسم হইলে "ف" কলেমাকে ساكن, عين কলেমাকে مفتوح এবং لام কলেমাকে

مَضْمُوم تَنْوِين বা তদন্তে "ٌ" আনয়ন করিতে হয়।

اِسْم آلَة পদেরও বচন আছে কিন্তু লিঙ্গ নাই।

مِسْطَرٌ	রুল।	سَيْفٌ	তরবারি।
مِقْرَاضٌ	কাঁচী।	خِيَاطٌ	সেলাইবার অস্ত্র।
مِفْتَحٌ	চাবি।	مِنْطَاقٌ	কোমরে বাঁধিবার অস্ত্র।

উপরোক্ত বিশেষ্য পদগুলি প্রায় করণ কারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

করণ পদের ধাতুরূপ।

جَمْع	تَثْنِيَة	وَاحِد
مِفْعَلُونَ	مِفْعَلَانِ	مِفْعَلٌ
مَفَاعِلُ	مِفْعَلَتَانِ	مِفْعَلَةٌ
مَفَاعِيلُ	مِفْعَالَانِ	مِفْعَالٌ

৬। اَلْاِسْمُ الظَّرْفُ "অধিকরণ কারক।"

যে স্থানে বা যে সময়ে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে আরবী ব্যাকরণে اسم ظرف বলে। কাল ও স্থানভেদে ظرف দুই প্রকার। ظَرْفُ الزَّمَانِ ও ظَرْفُ الْمَكَانِ বাঙ্গলা ভাষায় ইহাদিগকে যথাক্রমে কালাধিকরণ ও স্থানাধিকরণ বলে।

নিয়ম।

কোন এক ক্রিয়া হইতে اسم ظرف নির্ম্মাণ করিতে হইলে সেই ক্রিয়ার প্রথমতঃ مضارع معروف প্রস্তুত করিতে হয় এবং مضارع এর প্রথম বর্ণ স্থলে

مِيم مَفْتُوحٌ আনয়ন করতঃ শেষ বর্ণকে مَضْمُوم تَنْوِين করিতে হয়। পরে مضارع এর তৃতীয় বর্ণ যদি مكسور হয় তবে اسم ظرف এর তৃতীয় বর্ণ مكسور হইবে এবং مضارع র তৃতীয় বর্ণ যদি مَفْتُوح বা مَضْمُوم হয় তাহা হইলে اسم ظرف এর তৃতীয় বর্ণ مَفْتُوح হইবে। তিন বর্ণবিশিষ্ট مضارع এর ওজন বা পরিমাণ তিনটী যথা :—يَفْعِلُ - يَفْعُلُ - يَفْعَلُ

উদাহরণ।

مَاضِيْ	مضارع معروف	اسم ظرف	অর্থ।
ضَرَبَ	يَضْرِبُ	مَضْرِبٌ	মারিবার সময় বা স্থান।
نَصَرَ	يَنْصُرُ	مَنْصَرٌ	অনুগ্রহের ,, ,,
حَسَبَ	يَحْسِبُ	مَحْسِبٌ	হিসাবের ,, ,,
قَتَلَ	يَقْتُلُ	مَقْتَلٌ	কাটিবার ,, ,,
فَتَحَ	يَفْتَحُ	مَفْتَحٌ	খুলিবার ,, ,,

صرف مَفْعَلٌ مَفْعَلَانِ مَفَاعِلُ

اسم ظرف এর মৌলিক বর্ণের মধ্যে দুইটী বর্ণ যদি এক জাতীয় হয় তবে اسم ظرف এর আইন কালেমা مفتوح হইয়া থাকে যথা :—

مَفَرٌّ - يَفِرُّ - فَرَّ - مَرْمًى - يَرْمِي - رَمَى

নিম্নলিখিত اسم ظرف গুলি نَصَرَ ওজনের বহির্ভূত।

مَسْجِدٌ নামাজ পড়িবার স্থান। مَشْرِقٌ প্রাতঃকাল।

مَسْكَنٌ বিশ্রামাগার। مَغْرِبٌ স্বায়ংকাল।

مَشْرِفٌ পবিত্র হইবার স্থান। مَطْلَعٌ উদয় স্থল।

اسم ظرف র বচন আছে কিন্তু লিঙ্গ নাই যথা :—

صرف - مَفْعَلٌ مَفْعَلَانِ - مَفَاعِلُ

اَلسَّبَقُ اَلْخَامِسُ (পঞ্চম পাঠ।)

اَلْكَمِّيَّتُ "বচন।"

বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যাকে বচন বলে। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় আরবী ভাষাতেও বচন ত্রিবিধ; যথা :— وَاحِدٌ (একবচন) تَثْنِيَةٌ (দ্বিবচন) جَمْعٌ (বহুবচন)।

নিয়ম।

(১) একবচনকে দ্বিবচনে পরিণত করিতে হইলে উক্ত একবচনের শেষে, কর্ত্তৃবাচ্যে "اَنِ" এবং কর্ম্মবাচ্যে "يْنِ" সংযোগ করিতে হয়। আর বহুবচন করিতে হইলে উক্ত এক বচনের শেষে কর্ত্তৃবাচ্যে "وْنَ" এবং কর্ম্মবাচ্যে "يْنَ" সংযোগ করিতে হয়। যথা :—

বচনের ধাতুরূপ।

جَمْعٌ		تَثْنِيَةٌ		অর্থ	وَاحِدٌ
কর্ম্মবাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য।		
رَجُلِيْنَ	رَجُلُوْنَ	رَجُلَيْنِ	رَجُلَانِ	পুরুষ	رَجُلٌ

عَيْنٌ	চক্ষু	عَيْنَانِ - عَيْنَيْنِ	عَيْنُونَ - عَيْنِيْنَ *
مُسْلِمٌ	মুসলমান	مُسْلِمَانِ - مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمُونَ - مُسْلِمِيْنَ
كَافِرٌ	বিধর্ম্মী	كَافِرَانِ - كَافِرَيْنِ	كَافِرُونَ - كَافِرِيْنَ

(২) যদি কোন এক বচনের অন্তবর্ণ "ا" আলিফ্ হয় তবে দ্বিবচন কালে উক্ত "ا" وَاوْ এর সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যথা :— عَصَا হইতে عَصَاوَانِ কিন্তু উক্ত "ا" যদি "ى" র সহিত যুক্ত থাকে তবে আলিফ "ي" তে পরিণত হইয়া থাকে। যথা :— مُصْطَفَى হইতে مُصْطَفَيَانِ : حُبْلَى হইতে حُبْلَيَانِ

(৩) আর কোন এক বচনের অন্ত্য বর্ণ যদি أَلِفْ مَمْدُودَةٌ হয় এবং ইহা যদি দ্বিবচনের চিহ্ন না হয় তাহা হইলে দ্বিবচনকালে থাকিয়া যায় যথা :— قُرَّاءٌ হইতে قُرَّاءَانِ কিন্তু উক্ত "ا" দ্বিবচনের চিহ্ন হইলে "وَاوْ" র সহিত পরিবর্ত্তিত হয় যথা :— حَمْرَاءُ হইতে حَمْرَاوَانِ

جَمْعٌ "বহুবচন।"

বহুবচন দুই প্রকার — جَمْعٌ سَالِمٌ ও جَمْعٌ مُكَسَّرٌ

১। একবচনের অন্তে "ون" বা "ين" এবং "ا" বা "ت" বিভক্তি যোগে যে সকল বহুবচন প্রস্তুত হয় এবং একবচন পদের রূপের পরিবর্ত্তন না হইয়া যেমন তেমনি থাকে তাহাদিগকে جَمْعٌ سَالِمٌ বলে। লিঙ্গানুযায়ী جَمْعٌ سَالِمٌ দুই প্রকার যথা— جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سَالِمٌ ও جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ سَالِمٌ

* সচরাচর আরবী ব্যাকরণে ব্যক্তি বাচক বিশেষ্য পদ ব্যতীত অন্যান্য পদ সমূহের ধাতুরূপ হয় না।

উদাহরণ।

صيغة	جمع مذكر	جمع مؤنث
كَافِرٌ - كَافِرَةٌ	كَافِرُونَ	كَافِرَاتٌ
مُسْلِمٌ - مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَاتٌ

جَمْعٌ مذكر سَالِمْ কেবল ব্যক্তি বাচক বিশেষণ পদেরই হইয়া থাকে অন্যান্য পদের হয় না। رَجُلٌ হইতে رَجُلُونَ বা فَرَسٌ হইতে فَرَسُونَ হয় না; যেহেতু তাহারা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদ নহে। কখন ২ أَرْضٌ হইতে أَرْضُونَ ; سَنَةٌ হইতে سَنُونَ এবং اِبْنٌ হইতে بَنُونَ বহুবচন প্রস্তুত হইয়া থাকে কিন্তু তাহা নিয়ম বহির্ভূত।

(২) যে সকল বহুবচন একবচন হইতে রূপান্তরিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে তাহাদেরকে جَمْعٌ مُكَسَّرٌ বলে যেমন رَجُلٌ হইতে رِجَالٌ। جَمْعٌ مُكَسَّرٌ আবার দুই প্রকার جَمْعٌ مُكَسَّرٌ قِلَّةٌ ও جَمْعٌ مُكَسَّرٌ كَثْرَةٌ

তিন হইতে দশ পর্যান্ত সংখ্যাকে جَمْعٌ قِلَّةٌ এবং ততোধিক সংখ্যাকে جَمْعٌ كَثْرَةٌ বলে।

উদাহরণ।

جَمْعٌ قِلَّةٌ		جَمْعٌ كَثْرَةٌ	
واحد - جمع		واحد - جمع	
فَلْسٌ - أَفْلُسٌ	পয়সা।	عَظِيمٌ - عِظَامٌ	বড়।
قَوْلٌ - أَقْوَالٌ	কথা।	عِلْمٌ - عُلُومٌ	বিদ্যা।

جَمْعُ كَثْرَةٍ		جَمْعُ قِلَّةٍ	
غُلَامٌ - غِلْمَانٌ	সেবক।	وَلَدٌ - وِلْدَةٌ	বালক।
غَنِيٌّ - اَغْنِيَاءُ	স্বাধীনচেতা।	زَمَانٌ - اَزْمِنَةٌ	যুগ।
قَانُونٌ - قَوَانِيْنُ	আইন্।	كِتَابٌ - كُتُبٌ	পুস্তক।

আরবী ভাষায় অনেকগুলি এরূপ শব্দও আছে, যাহারা কেবল বহুবচন প্রকাশ করে এবং তাহাদের একবচন বা দ্বিবচন হয় না যথা:—قَوْمٌ (জাতি) رَكْبٌ (যান)।

اَلسَّبَقُ السَّادِسُ (৬ষ্ঠ পাঠ।)

اَلْجِنْسُ "লিঙ্গ।"

লিঙ্গ তিন প্রকার:—مذكر (পুংলিঙ্গ), مونث (স্ত্রীলিঙ্গ) ও مُسْتَوِي (ক্লীবলিঙ্গ)। আরবীতে ক্লীবলিঙ্গ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গরূপে পরিচিত হইয়া থাকে।

নিয়ম।

আরবী ব্যাকরণানুসারে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে, কখন ২ নূতন বর্ণ সংযুক্ত এবং কখন ২ কোন ২ বর্ণকে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

প্রধানতঃ পুংলিঙ্গ পদের অন্তে "ة" বর্ণ সংযোগে স্ত্রীলিঙ্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় যেমন 'আকার,' 'ঈকার' 'তা,' এবং 'ত্ব' প্রত্যয় সংযুক্ত পদ সমূহ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হইয়া থাকে, আরবী ভাষায় সেইরূপ "ة" সংযুক্ত পদসমূহ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

مؤنث	অর্থ।	مذكر	অর্থ।
رَجُلَةٌ	স্ত্রীলোক।	رَجُلٌ	পুরুষ।

مذكر	অর্থ।	مونث	অর্থ।
ضَارِبٌ	আঘাতকারী।	ضَارِبَةٌ	আঘাতকারিণী।
سَيِّدٌ	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।	سَيِّدَةٌ	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্ত্রী।
زَوْجٌ	স্বামী।	زَوْجَةٌ	স্ত্রী।
اِبْنٌ	পুত্র।	اِبْنَةٌ	কন্যা।
أَمِيرٌ	রাজপুত্র।	أَمِيرَةٌ	রাজকন্যা।
وَاحِدٌ	এক।	وَاحِدَةٌ	
فَتًى	যুবক।	فَتَاةٌ	যুবতী।

مُؤَنَّث حَقِيقِي

যে পুংলিঙ্গ পদের স্ত্রীলিঙ্গে কেবলমাত্র বর্ণগত পরিবর্তন হয় তাহাকে مونث حقيقي বলে যথা ;— زَوْجٌ - زَوْجَةٌ

বঙ্গভাষার ন্যায় اَلِف সংযুক্ত শব্দসমূহ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ পঠিত হয় যথা :— وَرْقَاءُ (মাদী কবুতর) ; صَحْرَاءُ (ময়দান) حُبْلَى (গর্ভিণী) ; أُولَى (প্রথমা) ইত্যাদি।

مُؤَنَّث مَعْنَوِي

কতকগুলি পুংলিঙ্গ পদ স্ত্রীলিঙ্গ পদে পরিণত হইলে রূপান্তরিত হইয়া থাকে ; তাহাদিগকে مؤنث معنوى বলে। যথা :—

مذكر	অর্থ।	مؤنث	অর্থ।	مذكر	অর্থ।	مؤنث	অর্থ।
صَبِيٌّ	বালক।	بِنْتٌ	বালিকা।	ثَوْرٌ	বলদ।	بَقَرَةٌ	গাই।
أَبٌ	পিতা।	أُمٌّ	মাতা।	حِصَانٌ	ঘোটক।	فَرَسٌ	ঘোটকী।

স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ সমূহের উদাহরণ মালা।

আরবী ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ চিনিবার অনেকগুলি চিহ্ন আছে; নিম্নে তাহাদের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। স্ত্রীলোকের নাম এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ যথা:—مريم - هند - ام - عروب (পতিপ্রাণা স্ত্রী)।

২। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা:—اذن কর্ণদ্বয়; يد হস্তদ্বয়; عين চক্ষুদ্বয়; كيف স্কন্ধদ্বয়।

৩। দেশ, নগর ও বায়ুর নাম যথা:—مصر - صنعا - مكة - مدينة - قبول পূর্ববায়ু; جنوب দক্ষিণবায়ু।

৪। যে সকল শব্দের অন্তে "ة" থাকে যথা:—جلالة গৌরব; جنة বাগান; ظلمة অন্ধকার।

৫। "ا" এবং "ى" যুক্ত পদ যথা:—حمراء লাল; ذكرى স্মরণ. اولى প্রথম طولى দীর্ঘ।

৬। এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় ৮০টী শব্দ কোন চিহ্ন ব্যতিরেকে স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা:—ارض মাটী বা পৃথিবী; خمر মদ; نار অগ্নি; سعير অগ্নিশিখা; سقر নরকাগ্নি; دار গৃহ, حرب যুদ্ধ; عصا যষ্টি; نفس আত্মা; شمس সূর্য্য ইত্যাদি।

৭। কতকগুলি "ة" সংযুক্ত পদও পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা:—خليفة

৮। কতকগুলি "ة" সংযুক্ত শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে যথা:—علامة অত্যন্ত বিদ্বান; راوية স্মরণ সম্বন্ধে; ضحكة অভ্যাসগত হাসি।

ক্লীবলিঙ্গ।

প্রায় ৪৫টী শব্দ আরবী ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া পরিচিত হয় যথা :— إِزَارٌ পরিচ্ছদ ; حَالٌ অবস্থা ; جَنَاحٌ পাখা ; سَبِيْلٌ পথ . سَكِيْنٌ ছুরী। سِلَاحٌ অস্ত্র ; طَرِيْقٌ পথ ; قَوْسٌ ধনু ; لَيْلٌ রজনী ; مِلْحٌ লবণ ইত্যাদি।

ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এক বচনকে দ্বিবচন করিতে হইলে এক বচনের শেষে কর্ত্তৃবাচ্যে "اِنِ" ও কর্ম্মবাচ্যে "يْنِ" সংযুক্ত এবং বহুবচন করিতে হইলে কর্ত্তৃবাচ্যে "وْنَ" ও কর্ম্মবাচ্যে "يْنَ" সংযুক্ত করিতে হয়। এস্থলে কয়েকটী পুংলিঙ্গ বাচক পদের উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

পুংলিঙ্গ পদের ধাতুরূপ।

جمع		تثنيه		واحد
কর্ম্মবাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য	
وَالِدِيْنَ	وَالِدُوْنَ	وَالِدَيْنِ	وَالِدَانِ	وَالِدٌ (পিতা)
نَبِيِّيْنَ	نَبِيُّوْنَ	نَبِيَّيْنِ	نَبِيَّانِ	نَبِيٌّ (পয়গম্বর)

স্ত্রীলিঙ্গ পদের ধাতুরূপ।

"ةٌ" সংযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদের রূপ করিতে হইলে পদের শেষে اتٌ বিভক্তি যোগ করিতে হয় যথা :—

وَالِدَةٌ (মাতা) وَالِدَتَانِ - وَالِدَتَيْنِ - وَالِدَاتٌ - وَالِدَاتٍ

فَرِحَةٌ (সুখী স্ত্রীলোক) فَرِحَتَانِ - فَرِحَتَيْنِ - فَرِحَاتٌ - فَرِحَاتٍ

مُسْلِمَةٌ (মুসলমান) مُسْلِمَتَانِ - مُسْلِمَتَيْنِ - مُسْلِمَاتٌ - مُسْلِمَاتٍ

كَافِرَةٌ (বিধর্মী) كَافِرَتَانِ - كَافِرَتَيْنِ - كَافِرَاتٌ - كَافِرَاتٍ

اِمْرٌ اِمْرَاتٌ

আরবী ভাষায় এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহারা কোন নিয়মের অন্তর্গত নহে, যথা :—

১।

جمع	অর্থ	واحد	
اَقْبَالٌ	পূর্ব্ব	قَبْلٌ	এস্থলে দুই "ا" বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।
اَحْكَامٌ	আদেশ	حُكْمٌ	
اَمْلَاكٌ	সম্পত্তি	مِلْكٌ	

২।

جمع	অর্থ	واحد	
قِبَالٌ	পূর্ণ	قَبْلٌ	এস্থলে একটী "ا" বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।
جِبَالٌ	পাহাড়	جَبَلٌ	
رِجَالٌ	পুরুষ	رَجُلٌ	
اَمْوَالٌ	দ্রব্য	مَالٌ	এস্থলে একটী 'ا' ও একটী 'و' বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

৩।

جمع	অর্থ	واحد	
مُلُوكٌ	বাদশা	مَلِكٌ	এস্থলে একটী "و" বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।
عُلُومٌ	বিদ্যা	عِلْمٌ	

৪।

جمع	অর্থ	واحد
حُكَمَاءُ	বৈজ্ঞানিক	حَكِيمٌ
شُعَرَاءُ	কবি	شَاعِرٌ

৫। অনেকগুলি পদ আছে যাহাদের দুইটী করিয়া বহুবচন হয় যথা :—

جمع	অর্থ	واحد
أَنْفَاسٌ বা نُفُوسٌ	আত্মা	نَفْسٌ
غِلْمَانٌ বা غِلْمَةٌ	বালকচাকর	غُلَامٌ
عِيَانٌ বা عُيُونٌ	চক্ষু	عَيْنٌ

৬।

جمع	অর্থ	واحد
كَوَاكِبُ	নক্ষত্র	كَوْكَبٌ
سَلَاطِيْنُ	বাদশা	سُلْطَانٌ

উপরোক্ত উদাহরণ সমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে আরবী বহুবচন। - و - ي বর্ণের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ ইত্যাদির প্রতি নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আরবী ভাষা পাঠে সে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।

اَلسَّبَقُ السَّابِعُ (৭ম পাঠ।)

পুরুষ।

বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পুরুষ আছে। আরবী ভাষায় পুরুষ তিন প্রকার :—
(১) غَائِبٌ (তৃতীয়পুরুষ); (২) مُخَاطِبٌ (দ্বিতীয় পুরুষ); (৩) مُتَكَلِّمٌ (প্রথম পুরুষ)।

ক্রিয়াপদের তৃতীয় পুরুষের ২টী লিঙ্গ ও ৩টী বচন আছে। দ্বিতীয় পুরুষের ২টী লিঙ্গ ও ৩টী বচন আছে। প্রথম পুরুষের ২টী লিঙ্গ ও ২টী বচন আছে। প্রথম পুরুষের এক বচনে ও বহুবচনে উভয় লিঙ্গ বুঝা যায়।

اَلسَّبَقُ الثَّامِنُ (৮ম পাঠ।)

اَلنِّسْبَةُ "সম্বন্ধ।"

সম্বন্ধ প্রকাশার্থে বর্ণ ي কোন ২ শব্দের শেষে সংযুক্ত হইয়া থাকে; এইরূপ "ي" কে يَاءُ النِّسْبَةُ বলে। উক্ত "ي" সংযুক্ত হইলে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন ঘটে।

নিয়ম।

১। تَای تانیث লোপ পায় যথা:—مَكَّةُ হইতে مَكِّيٌّ (মক্কাবাসী)।

২। ,, يَا ,, ,, যথা:—مَدِيْنَةٌ ,, مَدَنِيٌّ (মদিনাবাসী)।

৩। ,, واو ,, ,, যথা:—كُهُوْلَةٌ ,, كُهَلِيٌّ

৪। কখন ২ "يَا" "واو"র সহিত পরিবর্ত্তিত হয় যথা:—نَبِيٌّ হইতে نَبَوِيٌّ।

৫। কখন ২ "ا" "واو"র সহিত পরিবর্ত্তিত হয় যথা:—مَوْلٰى ,, مَوْلَوِيٌّ।

৬। কখন ২ "يا" লোপ পায় না যথা:—عُبَيْد হইতে عُبَيْدِيٌّ।

৭। কখন ২ "ا" লোপ পায় যথা:—مُصْطَفٰى হইতে مُصْطَفِيٌّ।

ইহা ব্যতীত আরও নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাদের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর।

اَلسَّبَقُ التَّاسِعُ (৯ম পাঠ।)

اَلتَّصْغِيرُ

বঙ্গ ভাষায় কোন বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা বুঝাইতে হইলে শব্দ "ছোট" বা "ক্ষুদ্রতর" দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায়; কিন্তু আরবীতে সেই শব্দের পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহার تَصْغِيرُ বা ক্ষুদ্রতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ত্র্যক্ষর تصغير পদ فُعَيْلٌ এর ওজনে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথাঃ—

عَبْدٌ দাস عُبَيْدٌ ছোট দাস। رَجُلٌ পুরুষ رُجَيْلٌ ছোট পুরুষ।

চতুরক্ষর تَصْغِيرُ পদ فُعَيْلِلٌ এর ওজনে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা:— جعفر হইতে جُعَيْفِرٌ

পঞ্চমবর্ণ বিশিষ্ট تَصْغِيرُ পদ فُعَيْلِلٌ এর ওজনে প্রস্তুত হয় যথাঃ—

سَفَرْجَلٌ হইতে سُفَيْرِجَلٌ ইত্যাদি।

اَلسَّبَقُ الْعَاشِرُ (১০ম পাঠ।)

حالت

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সহিত অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ তাহার নাম কারক আরবী ভাষায় তাহাকে حالت বলে।

حَالَتِ عَمَلِي "পদের (হারকাতগত) অবস্থান্তর।"

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরবী ব্যাকরণে কর্ত্তা, কর্ম্ম, বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি পদের প্রত্যেকের অন্ত্যবর্ণের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বানানগত চিহ্ন আছে। নিম্নে তাহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। فِعْل র সহিত فَاعِل - مَفْعُول ও مُضَاف ব্যবহৃত হইলে তাহাদের حركات এর যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে عَامِل বা حَالَتِ عَمَلِيْ বলে।

فَاعِل এর শেষবর্ণ সচরাচর مَضْمُوم তَنْوِيْن বা مَضْمُوم হইয়া থাকে এবং তাহাকে حَالَتِ رَفْعِيْ বলে যথা :—

ضَرَبَ زَيْدٌ - যাইদ আঘাত করিয়াছিল বা করিয়াছে।

اَكَلَ رَجُلٌ ঐ ব্যক্তি খাইয়াছিল বা খাইয়াছে।

نَامَ رَشِيْدٌ - রশিদ ঘুমাইয়াছিল বা ঘুমাইয়াছে।

قَتَلَ خَالِدٌ - খালেদ্ হত্যা করিয়াছিল বা করিয়াছে।

কিন্তু فَاعِل এর পূর্ব্বে শব্দ "اِنَّ" বা "عَامِل" বসিলে উক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং فَاعِل এর শেষবর্ণ তখন مَوْفُوع হয় যথা :—

اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ - اِنَّ اللّٰهَ خَالِقٌ

২। مَفْعُول এর শেষ বর্ণ সচরাচর مَفْتُوح تَنْوِيْن বা مَفْتُوح হইয়া থাকে এবং তাহাকে حَالَتِ نَصَبِيْ বলে যথা :—

اَللّٰهُ خَلَقَ اٰدَمَ আল্লা মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

رَاَيْتُ زَيْدًا আমি যাইদ্‌কে দেখিয়াছি।

ضَرَبَ زَيْدٌ رَشِيْدًا যাইদ্ রশিদ্‌কে মারিয়াছে।

এস্থলে اٰدَمَ - زَيْدًا - رَشِيْدًا পদ حَالَتِ نَصَبِيْ প্রাপ্ত হইয়াছে

اَلْمُضَافُ

আরবী ভাষায় যখন কোন দুই শব্দ বা পদ একত্রে মিলিত হইয়া একে অপরের সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তখন প্রথম পদটীকে مُضَافٌ ও দ্বিতীয় পদকে مضاف اليه বলে।

নিয়ম।

(১) مُضَاف এর অন্ত্যবর্ণ সচরাচর مَضْمُوْم হইয়া থাকে এবং مضاف اليه এর অন্ত্যবর্ণ মকসুর تنوين বা কেবল مكسور হইয়া থাকে। পদের مكسور অবস্থাকে حَالَتِ جَرِّیْ বলে যথা :— كِتَابُ خَالِدٍ - رَسُوْلُ اللّٰهِ - غُلَامُ زَيْدٍ

এস্থলে زَيْدٍ . اَللّٰهِ . خَالِدٍ - পদ مضاف اليه এবং حالتِ جَرِّی প্রাপ্ত হইয়াছে। আর غُلَامُ رَسُوْلُ ও كِتَابُ পদ مضاف এবং তাহাদের অন্ত্যবর্ণ ضَمَّة প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২) مُضَافٌ এর পূর্ব্বে "يَا" বসাইলে مضاف এর শেষবর্ণ مَضْمُوْم স্থলে مَفْتُوْح হয়। যথা :— يَاغُلَامَ زَيْدٍ - يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

(৩) مضاف এর পূর্ব্বে কখন "ال" বসে না বা তাহার অন্ত্যবর্ণ কখন مَضْمُوْم تَنْوِيْنْ হয় না।

اَلْاِضَافِيَّةُ

مضاف اليه ও مضاف এর মধ্যে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম اضافت বাঙ্গলা ভাষায় যদ্রূপ "র" বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, আরবী ভাষায় তদ্রূপ "ال" দ্বারা সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

اَلْمُرَكَّبَاتُ الْاِضَافِيَّةُ

كَلَامُ اللّٰهِ - حَدِيْثُ النَّبِيِّ - مَوْجُ الْبَحْرِ - اَوْرَاقُ الشَّجَرِ - بَابُ الْبَيْتِ

اَلسَّبَقُ الْحَادِي عَشَرَ (১১শ পাঠ।)

اَلضَّمَائِرُ "সর্ব্বনাম।"

কোন পদের পুনঃ ২ উল্লেখের পরিবর্ত্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাকে ضمير বলে। ضمير শব্দের বহুবচনে ضَمَائِر হয়। ضمير দুই প্রকার ; ضمير مُنْفَصِلْ ও ضمير مُتَّصِلْ

১। ضَمَائِرُ مُنْفَصِلْ

আরবী সর্ব্বনাম সমূহ যখন অন্য কোন পদের সহিত সংযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদিগকে ضَمَائِر مُنْفَصِلْ বলে। ইহারা সংখ্যায় ১৪টী মাত্র। এই কয়টীই আরবী ব্যাকরণে প্রকৃত সর্ব্বনাম। বিশেষ্য বা ক্রিয়া পদের অন্তে ব্যবহৃত হইয়া স্থান বিশেষে নানারূপ নাম ধারণ করিয়া থাকে।

ضمير مُنْفَصِلْ পুনশ্চ দ্বিবিধ ; مَرْفُوعْ مُنْفَصِلْ   مَنْصُوبْ مُنْفَصِلْ

প্রথমা বিভক্তির ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম। (কর্ত্তৃবাচ্য)।

مَرْفُوعْ مُنْفَصِلْ

স্বতন্ত্র সর্ব্বনাম।

ধাতুরূপ।

فاعل	جنس	واحد	অর্থ	تثنيه	অর্থ	جمع	অর্থ
غائب	مذكر	هُوَ	সে	هُمَا	ঐ দুই জন	هُمْ	তাহারা
	مونث	هِيَ	,,	هُمَا	,,	هُنَّ	,,
مخاطب	مذكر	اَنْتَ	তুমি	اَنْتُمَا	তোমরা দুই জন	اَنْتُمْ	তোমরা
	مؤنث	اَنْتِ	,,	اَنْتُمَا	,,	اَنْتُنَّ	,,
متكلم	مذكر و مؤنث	اَنَا	আমি	×	×	نَحْنُ	আমরা

উপরোক্ত সর্ব্বনাম পদসমূহ যখন ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে উক্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ مُنْفَصِلٌ বলে। যথা فَعَلَ এস্থলে هُوَ উক্ত আছে।

বাঙ্গলা ভাষায় সে, তিনি, তুমি, তুই, আপনি ইত্যাদি সম্ভ্রম ও অসম্ভ্রম সূচক সর্ব্বনাম পদের প্রভেদ আছে! কিন্তু আরবী ভাষায় সেইরূপ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে লিঙ্গভেদে সর্ব্বনামের রূপান্তর হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বনাম পদের রূপান্তর হয় না।

(খ) مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ

প্রথমা বিভক্তির ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম। (কর্ম্মবাচ্যে)।

مَنْصُوبْ مُنْفَصِلْ

ধাতুরূপ।

অর্থ	جمع	অর্থ	تثنيه	অর্থ	واحد	جنس	فاعل
তাহাদেরই বা তাহাদিগকেই	اِيَّاهُمْ	দুই জনেরই বা দুই জনকেই	اِيَّاهُمَا	তাহারই বা তাহাকেই	اِيَّاهُ	مذكر	غائب
,,	اِيَّاهُنَّ	,,	اِيَّاهُمَا	,,	اِيَّاهَا	مؤنث	
তোমাদেরই বা তোমাদিগকেই	اِيَّاكُمْ	,,	اِيَّاكُمَا	তোমারই বা তোমাকেই	اِيَّاكَ	مذكر	مخاطب
,,	اِيَّاكُنَّ	,,	اِيَّاكُمَا	,,	اِيَّاكِ	مؤنث	
আমাদিগরেই বা আমাদিগকেই	اِيَّانَا	+	+	আমারই বা আমাকেই	اِيَّايَ	مذكر و مؤنث	متكلم

যখন কোন ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনামের পূর্ব্বে "إِيَّا" শব্দ বসে তখন কেবল মাত্র সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় অন্য কাহাকেও বুঝায় না।

২। ضَمَائِرْ مُتَّصِلْ

যে সকল সর্ব্বনাম অন্য পদে সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে ضَمَائِر متصل বলে। ضمائر متصل ত্রিবিধ যথা :— مَرْفُوعْ - مَنْصُوبْ - مَجْرُورْ

(ক) مرفوع متصل এই সর্ব্বনাম সমূহ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বা পরে সংযুক্ত হয়। যে সকল ضمير ক্রিয়ার শেষে সংযুক্ত হয় তাহাদিগকে مرفوع بَارِزْ বলে। তাহারা সংখ্যায় ১১টী যেমন :—

تُ - تَ - تِ - نَا - تُمَا - تُمْ - تُنَّ - ا - و - ن - ي *

فَعَلْتُ - فَعَلْتَ - فَعَلْتِ - فَعَلْنَا - فَعَلْتُمَا - فَعَلْتُمْ - فَعَلْتُنَّ - فَعَلَا - فَعَلُوا

فَعَلْنَ - تَفْعَلِينَ *

আর যে সকল ضمائر ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে উহ্য থাকে তাহাদিগকে مَرْفُوعْ مستتر বলে। যথা :—

ضَرَبْتُ - ضَرَبْتَ - ضَرَبَ ইহাদিগের পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে أَنَا - أَنْتَ - هُوَ উহ্য আছে। ক্রিয়ার পূর্ব্বে ইহাদিগকে ব্যবহার করিলেও কোন দোষ হয় না। যেমন :— أَنَا ضَرَبْتُ - أَنْتَ ضَرَبْتَ - هُوَ ضَرَبَ *

(খ) مَنْصُوبْ مُتَّصِلْ এই সর্ব্বনাম সমূহও ক্রিয়া সংযুক্ত হইয়া ক্রিয়ার শেষে ব্যবহৃত হয়। منصوب منفصل ও منصوب متصل এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, منصوب متصل ক্রিয়ার পরে এবং منصوب منفصل একটী "إِيَّا" র সহিত ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ।

দ্বিতীয়ার ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম। (কর্ম্মবাচ্য)।

منصوب متصل	منصوب متصل بفعل
هُ - هُمَا - هُمْ	ضَرَبَهُ - ضَرَبَهُمَا - ضَرَبَهُمْ
هَا - هُمَا - هُنَّ	ضَرَبَهَا - ضَرَبَهُمَا - ضَرَبَهُنَّ
كَ - كُمَا - كُمْ	ضَرَبَكَ - ضَرَبَكُمَا - ضَرَبَكُمْ
كِ - كُمَا - كُنَّ	ضَرَبَكِ - ضَرَبَكُمَا - ضَرَبَكُنَّ
نِي — نَا	ضَرَبَنِي — ضَرَبَنَا

"هُ" কোন مفتوح বর্ণের পর ব্যবহৃত হইলে উক্ত "هُ" واو معروف অর্থাৎ "উ" র ন্যায় উচ্চারণ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু কোন ساكن বর্ণের পর থাকিলে واو مجهول অর্থাৎ "ও" র ন্যায় পঠিত হয় যথা :— ضَرَبَهُ ও اِضْرِبْهُ

(গ) - متصل مجرور - ضمير منصوب منفصل "اِيَّا" এর ত্যাগ করতঃ কোন বিশেষ্য পদের অন্তে তাহাদিগকে যোগ করিলে متصل مجرور প্রস্তুত হয়।

উদাহরণ।

৬ষ্ঠী বিভক্তির ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম (সম্বন্ধ কারক)।

ضمائر متصل مجرور	متصل باسم	متّصل بحرف
هُ - هُمَا - هُمْ	كِتَابُهُ - كِتَابُهُمَا - كِتَابُهُمْ	لَهُ - لَهُمَا - لَهُمْ
هَا - هُمَا - هُنَّ	كِتَابُهَا - كِتَابُهُمَا - كِتَابُهُنَّ	لَهَا - لَهُمَا - لَهُنَّ

لَكَ - لَكُمَا - لَكُمْ	كِتَابُكَ - كِتَابُكُمَا - كِتَابُكُمْ	كَ - كُمَا - كُمْ
لَكِ - لَكُمَا - لَكُنَّ	كِتَابُكِ - كِتَابُكُمَا - كِتَابُكُنَّ	كِ - كُمَا - كُنَّ
لِيْ — لَنَا	كِتَابِيْ — كِتَابُنَا	يْ — نَا

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন অব্যয়পদ (حرف جرّ) فِيْ - اِلٰى - عَلٰى ইত্যাদি তৃতীয় পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় তখন তৃতীয় পুরুষের চিহ্ন مكسور হইয়া থাকে। যথা ঃ— عَلَيْهِ (তাহার প্রতি); مِنْ رَبِّهٖ (তাহার মালিক হইতে); فِيْ دَارِهٖ (তাহার ঘরের মধ্যে) اِلٰى بَيْتِهٖ (ঘরের দিকে)।

اَلسَّبَقُ الثَّانِى عَشَرَ (১২শ পাঠ।)

اَلْاَسْمَاءُ الْاِشَارَةُ

বস্তুবাচক সর্বনাম পদকে আরবীতে اَسْمَاءِ اِشَارَةٌ বলে। নিকটস্থ বস্তু বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত বস্তুবাচক সর্বনাম সমূহ ব্যবহৃত হয়।

اشارہ قریب

جنس	واحد	تثنیه	جمع
مذكر	ذَا	ذَانِ - ذَيْنِ	اُولَاءِ - اُولٰى
مونث	تَا - تَهٖ - تِهِيْ - تِيْ ذِهٖ - ذِهِيْ - ذِيْ	تَانِ - تَيْنِ	,, ,,

উপরোক্ত সর্ব্বনাম সমূহের كَ বা لكَ সংযুক্ত করিলে দূরস্থ বস্তু বুঝায় যথা :—

اشارة بعيد

جنس	واحد	تثنيه	جمع
مذكر	ذَاكَ - ذٰلِكَ	ذَانِكَ - ذَيْنِكَ	أُولٰئِكَ - اُولَاكَ
مؤنث	تَاكَ - تِلْكَ	تَانِكَ - تَيْنِكَ	

কখন ২ اشارة قريب র পূর্ব্বে একটী "هَا" অনর্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—

جنس	واحد	تثنيه	جمع
مذكر	هٰذَا	هٰذَانِ - هٰذَيْنِ	هٰؤُلَاءِ
مؤنث	هٰذِهٖ	هَاتَانِ - هَاتَيْنِ	"

هٰذَا কখন ২ অবজ্ঞার্থে ব্যক্তিবাচক হইয়া থাকে, যথা :— يَا هٰذَا তুই বা সে।

اَلْاَسْمَاءُ الْاِشَارَةُ الْمَكَانِيَّةُ "স্থানবাচক সর্ব্বনাম।"

هُنَا - يَاهُنَا - يَاهُنَّا - هُنَاكَ - هُنَالِكَ - هٰهُنَا - ثَمَّ - ثَمَّةَ

اَلْاَسْمَاءُ الْمَوْصُولَاتُ "সম্বন্ধ সূচক সর্ব্বনাম।"

جنس	واحد	تثنيه	جمع
مذكر	اَلَّذِيْ	اَللَّذَانِ - اَللَّذَيْنِ	اَلَّذِيْنَ
	ঐ ব্যক্তি যে বা ঐ বস্তু যাহা		তাহারা যারা
مؤنث	اَلَّتِيْ	اَللَّتَانِ - اَللَّتَيْنِ	اَللَّاتِيْ - اَللَّاىْ - اَللَّائِيْ - اَللَّوَاتِيْ - اَللَّاءِ
	ঐ স্ত্রীলোক যে		

উদাহরণ।

هٰذَا الْكِتَابُ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ زَيْدٍ * ইহা সেই পুস্তক যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, যাইদের নিকট হইতে।

تِلْكَ الْمَرْءَةُ الَّتِي شَتَمَتْ زَيْدًا * এই সেই স্ত্রীলোক যে গালি দিয়াছে যাইদকে।

مَنْ و مَا

مَنْ و مَا কেও সংযুক্ত সর্ব্বনাম বলে। مَنْ অর্থে সেই ব্যক্তি যে বা সেই ব্যক্তি ; مَا অর্থে সেই বস্তু যাহা বা সেই বস্তু বুঝায়। অর্থাৎ مَنْ ব্যক্তিবাচক ও مَا বস্তুবাচক। যথা :— مَنْ قَنَعَ غَنِيَ - যে ব্যক্তি তৃপ্ত সেই ব্যক্তিই ধনী।

هَذَا مَاكَسَبَتْ يَدَاكَ - ইহা কি সেই বস্তু যাহা তুমি স্বহস্তে উপার্জ্জন করিয়াছ।

اَلْاَسْمَاءُ الْاَعْدَادُ "সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পদ।"

সংখ্যা দুই প্রকার :— اَعْدَادُ صِفَاتِيْ ও اَعْدَادُ ذَاتِيْ

اَلْاَسْمَاءُ الْاَعْدَادُ الذَّاتِيْ

	مذكر	موءنث		مذكر	موءنث
১	وَاحِدٌ	وَاحِدَةٌ	৪	اَرْبَعَةٌ	اَرْبَعٌ
	اَحَدٌ	اِحْدَى	৫	خَمْسَةٌ	خَمْسٌ
২	اِثْنَانِ	اِثْنَتَانِ - ثِنْتَانِ	৬	سِتَّةٌ	سِتٌّ
৩	ثَلٰثَةٌ	ثَلٰثٌ	৭	سَبْعَةٌ	سَبْعٌ

৮	ثَمَانِيَةٌ	ثَمَانٍ	৩০	ثَلٰثُونَ
৯	تِسْعَةٌ	تِسْعٌ		
১০	عَشَرَةٌ	عَشْرٌ	৪০	اَرْبَعُونَ
১১	اَحَدَ عَشَرَ	اِحْدٰى عَشْرَةَ	৫০	خَمْسُونَ
১২	اِثْنَا عَشَرَ	اِثْنَتَا عَشْرَةَ	৬০	سِتُّونَ
১৩	ثَلٰثَةَ عَشَرَ	ثَلٰثَ عَشْرَةَ	৭০	سَبْعُونَ
১৪	اَرْبَعَةَ عَشَرَ	اَرْبَعَ عَشْرَةَ	৮০	ثَمَانُونَ
১৫	خَمْسَةَ عَشَرَ	خَمْسَ عَشْرَةَ	৯০	تِسْعُونَ
১৬	سِتَّةَ عَشَرَ	سِتَّ عَشْرَةَ	১০০	مِائَةٌ
১৭	سَبْعَةَ عَشَرَ	سَبْعَ عَشْرَةَ	২০০	مِائَتَانِ
১৮	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	ثَمَانِيَ عَشْرَةَ	১০০০	اَلْفٌ
১৯	تِسْعَةَ عَشَرَ	تِسْعَ عَشَرَ	২০০০	اَلْفَانِ
২০	عِشْرُونَ		১০০০০	عَشَرَةُ اٰلَافٍ
			১০০০০০	مِائَةُ اَلْفٍ

الأَسْمَاءُ الأَعْدَادُ الصِّفَتِيُّ "সংখ্যা বাচক বিশেষণ পদ।"

مذكر	বাং	مؤنث	বাং	مذكر	বাং	مؤنث	বাং
أَوَّلٌ	প্রথম	أُولَى	প্রথমা	حَادِيْ عَشَرَ	একাদশ	حَادِيَةَ عَشْرَةَ	একাদশী
ثَانٍ	দ্বিতীয়	ثَانِيَةٌ	দ্বিতীয়া	,, ثَانِيْ	দ্বাদশ	,, ثَانِيَةَ	দ্বাদশী
ثَالِثٌ	তৃতীয়	ثَالِثَةٌ	তৃতীয়া	,, ثَالِثَ	ত্রয়োদশ	,, ثَالِثَةَ	ত্রয়োদশী
رَابِعٌ	চতুর্থ	رَابِعَةٌ	চতুর্থী	,, رَابِعَ	চতুর্দ্দশ	,, رَابِعَةَ	চতুর্দ্দশী
خَامِسٌ	পঞ্চম	خَامِسَةٌ	পঞ্চমী	,, خَامِسَ	পঞ্চদশ	,, خَامِسَةَ	পঞ্চদশী
سَادِسٌ	ষষ্ঠ	سَادِسَةٌ	ষষ্ঠী	,, سَادِسَ	ষোড়শ	,, سَادِسَةَ	ষোড়শী
سَابِعٌ	সপ্তম	سَابِعَةٌ	সপ্তমী	,, سَابِعَ	সপ্তদশ	,, سَابِعَةَ	সপ্তদশী
ثَامِنٌ	অষ্টম	ثَامِنَةٌ	অষ্টমী	,, ثَامِنَ	অষ্টাদশ	,, ثَامِنَةَ	অষ্টাদশী
تَاسِعٌ	নবম	تَاسِعَةٌ	নবমী	,, تَاسِعَ	ঊনবিংশ	,, تَاسِعَةَ	ঊনবিংশতি
عَاشِرٌ	দশম	عَاشِرَةٌ	দশমী	,, عِشْرُوْنَ	বিংশ	,, عِشْرُوْنَ	বিংশতি

اَلْاَعْدَادُ التَّفْصِيْلِي

আরবী ভাষায় এক এক, দুই দুই, ইত্যাদি বুঝাইতে হইলে নিম্নলিখিত রূপে فُعَالُ বা مَفْعَلُ র নিয়মে প্রকাশ করিতে হয় যথা :—

أُحَادُ বা مَوْحَدُ বা وَاحِدًا وَاحِدًا	এক এক।	مَرْبَعُ বা رُبَاعُ	চার চার।
مَثْنَى বা ثُنَاءُ	দুই দুই।	مَخْمَسُ বা خُمَاسُ	পাঁচ পাঁচ।
مَثْلَثُ বা ثُلَثُ	তিন তিন।	مَعْشَرُ বা عُشَارُ	দশ দশ।

আর যখন عَدَدُ تَفْصِيلِ এর সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে হয় তখন ثُنَائِيٌّ ثُلاَثِيٌّ - رُبَاعِيٌّ ইত্যাদিরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।

اَلْاَعْدَادُ الْكَسْرِي "ভগ্নাংশিক সংখ্যা।"

ভগ্নাংশিক সংখ্যা সমূহ فُعْلُ এর নিয়মে নিম্নোক্তরূপে লিখিত হয়।

$\frac{1}{2}$ نِصْفٌ $\frac{1}{3}$ ثُلْثٌ $\frac{1}{4}$ رُبْعٌ $\frac{1}{5}$ خُمْسٌ $\frac{1}{6}$ سُدْسٌ

$\frac{1}{7}$ سَبْعٌ $\frac{1}{8}$ ثُمْنٌ $\frac{1}{9}$ تُسْعٌ $\frac{1}{10}$ عَشْرٌ

اَلْبَابُ الثَّالِثُ (৩য় অধ্যায়।)

اَلسَّبَقُ الْاَوَّلُ (১ম পাঠ।)

اَصْلٌ ধাতু।

আরবী ব্যাকরণে মূল শব্দকে اَصْلٌ বা مَادَّةٌ বলে। আরবী ভাষায় মৌলিক শব্দ লিখিতে হইলে যে সকলবর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে اَصْلِيَّةٌ অর্থাৎ মূলবর্ণ বলে মূলবর্ণ ২১টী যথা :—

ب - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ش - ص - ض - ط -
ظ - ع - غ - ف - ق - ک - ل - ٤ *

পক্ষান্তরে যে সকল বর্ণ মূল বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া অন্যান্য শব্দোৎপন্ন করে তাহাদিগকে زَوَائِد অর্থাৎ পরিবর্দ্ধনকারী বা অমৌলিক বর্ণ বলে; তাহারা সংখ্যায় ৭টী মাত্র যথা:— ا - ت - س - م - ن - و - ي এক কথায় ইহাদিগকে يَتَسَمَّنُوا পড়া যায়। অমৌলিক বর্ণসমূহও কখন ২ মৌলিক বর্ণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু কোন মৌলিক বর্ণ কখন অমৌলিকরূপে ব্যবহৃত হয় না।

বর্ণচতুষ্টয় ب - ف - ل - ک কখন ২ কোন ২ শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া অর্থোৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে এক কথায় بِفُلْك (নৌকা) বলে।

কোন একটী আরবী শব্দ বা পদ হইতে অমৌলিক বর্ণনিচয় পরিত্যাগ করিলেই أَصْل অর্থাৎ ধাতু বা মৌলিক শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা:—
يَفْعَلُونَ পদ হইতে অমৌলিক বর্ণ ي - و - ن পরিত্যাগ করিলেই মৌলিক শব্দ বা ধাতু فَعَلَ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

صَرْف "ধাতুরূপ।"

বাঙ্গলা এবং ইংরাজী ভাষায় ক্রিয়া পদের লিঙ্গভেদে ধাতুরূপ হয় না, কিন্তু আরবী ভাষায় লিঙ্গানুযায়ী ক্রিয়া পদের রূপান্তরিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইংরেজী, পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় বচন দুই প্রকার মাত্র, এক বচন ও বহুবচন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায় বচন ত্রিবিধ— এক বচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। বঙ্গভাষায় পুরুষ তিনটী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং প্রত্যেক পুরুষের দুইটী করিয়া বচন আছে। অতএব বঙ্গভাষায় ৬টী মাত্র ধাতুরূপ।

আরবী ভাষায় লিঙ্গানুযায়ী ধাতুরূপ ৬টী এবং বচনানুসারে ধাতুরূপ ৮টী মাত্র। অতএব আরবী ভাষায় ১৪টী ধাতুরূপ হইয়া থাকে। কারণ প্রথম পুরুষে ৬টীর পরিবর্ত্তে মাত্র দুইটী ধাতুরূপ হইয়া থাকে, একবচন ও বহুবচন। প্রথম পুরুষে লিঙ্গভেদ এবং দ্বিবচন নাই।

— এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, দ্বিতীয় পুরুষের দ্বিবচনের ধাতুরূপ একই প্রকার "تُمَا" অতএব আরবী ব্যাকরণে কোন একটী ক্রিয়া পদের বা "صِيغَة" র ১৪টী ধাতুরূপ অর্থাৎ صَرْف কণ্ঠস্থ রাখিলে অন্যান্য পদের ধাতুরূপ সহজেই করিতে পারা যায়। উদাহরণে দ্রষ্টব্য।

اَلْفِعْلُ "ক্রিয়া।"

ক্রিয়ার কালকে আরবী ভাষায় زَمَانٌ বলে। زَمَانٌ তিন প্রকার; যথা:— مَاضِيْ (অতীত) مُسْتَقْبَلٌ (ভবিষ্যৎ) ও حَالٌ (বর্ত্তমান)। যে كَلِمَةٌ (পদ) স্বয়ং অর্থ প্রকাশ করে এবং যদ্দ্বারা তিন (অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান) কালের মধ্যে কোন একটী কাল বুঝা যায় তাহাকে আরবী ব্যাকরণে "فِعْلٌ" বা فِعْلٌ বলে।

আরবী ব্যাকরণানুসারে فِعْلٌ দুইটী مَاضِيْ ও مُضَارِعٌ। مَاضِيْ দ্বারা কেবল অতীত কাল বুঝা যায়, কিন্তু مُضَارِعٌ দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল বুঝা যায়।

প্রত্যেক فِعْلٌ পুনশ্চ দুই প্রকার لَازِمٌ ও مُتَعَدِّيْ। مُتَعَدِّيْ ও لَازِمٌ উভয়ের প্রত্যেকটীই আবার দুই প্রকার مُثْبَتٌ ও مَنْفِيْ। যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে مُثْبَتٌ এবং যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না তাহাকে مَنْفِيْ বলে।

আরবী ভাষায় বিশেষ্য পদের ন্যায় ক্রিয়া পদের ও তিনটী পুরুষ, তিনটী লিঙ্গ ও তিনটী বচন আছে।

اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ "অকর্ম্মক ক্রিয়া।"

যে ক্রিয়া কেবল কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে এবং যাহার কর্ম্ম পদ অর্থাৎ مَفْعُوْلٌ থাকে না তাহাকে فِعْلٌ لَازِمٌ বলে যথা:—

ذَهَبَ (সে) গিয়াছে বা গিয়াছিল; ذَهَبْتُ (আমি) গিয়াছিলাম;

جَلَسَ (সে) বসিয়াছে বা বসিয়াছিল; جَلَسْتُ (আমি) বসিয়াছিলাম;

ضَحِكَ (সে) হাসিয়াছে বা হাসিয়াছিল; ضَحِكْتُ (আমি) হাসিয়াছিলাম;

اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ "সকর্ম্মক ক্রিয়া।"

যে ক্রিয়ার এক বা ততোধিক কর্ম্মপদ অর্থাৎ مَفْعُوْل থাকে তাহাকে فِعْلُ مُتَعَدِّيْ বলে যথা :—

ضَرَبَ زَيْدًا (সে) যাইদ্‌কে মারিয়াছে।

ضَرَبْتَ زَيْدًا (তুমি) যাইদ্‌কে মারিয়াছ।

ضَرَبْتُ زَيْدًا (আমি) যাইদকে মারিয়াছি।

مَعْرُوْف وَمَجْهُوْل

ক্রিয়া পদের দুইটী بَحْثُ অর্থাৎ বাচ্য আছে, مَعْرُوْف (কর্ত্তৃবাচ্য) ও مَجْهُوْل (কর্ম্মবাচ্য)।

যে فِعْل এর فَاعِلْ উল্লিখিত হয় তাহাকে فِعْلُ مَعْرُوْف এবং যে فِعْل এর فَاعِلْ উল্লিখিত না হইয়া مَفْعُوْل পদ نَايِبِ فَاعِلْ অর্থাৎ প্রতিনিধি فَاعِلْ রূপে ব্যবহৃত হয় তাহাকে فِعْلُ مَجْهُوْل বলে।

আদেশানুযায়ী فِعْل দুই প্রকার اَمْر ও نَهْي

যে ক্রিয়াদ্বারা কোন কার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া যায় তাহাকে اَمْر অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া বলে এবং যে ক্রিয়া দ্বারা কোন কার্য্যের জন্য নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করা যায় তাহাকে نَهْي অর্থাৎ নিষেধ সূচক ক্রিয়া বলে।

ক্রমান্বয়ে তাহাদের পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয় বর্ণিত হইবে।

অতীত কালের তৃতীয় পুরুষের একবচনের পুংলিঙ্গ পদ فَعَلَ মূলবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া আরবী বৈয়াকরণগণ ধাতুরূপ কালে উক্ত পদটীকে সাধারণতঃ উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আরবী বৈয়াকরণগণ ধাতুরূপের পাঁচটী প্রধান পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন যথা :—

১। مَاضِيْ (ক) مَعْرُوفْ (খ) مَجْهُولْ (গ) مُثْبَتْ (ঘ) مَنْفِيْ

২। مُضَارِعْ (ক) مَعْرُوفْ (খ) مَجْهُولْ (গ) مُثْبَتْ (ঘ) مَنْفِيْ

৩। اَمْرْ (ক) طَلَبِيْ (খ) مُتَنَاهِيْ

৪। فَاعِلْ

৫। مَفْعُولْ

১। مَاضِيْ "অতীত।"

অতীত কালকে আরবী ভাষায় مَاضِيْ বলে। مَاضِيْ ছয় প্রকার যথাঃ—

مَاضِيْ مُطْلَقْ "অতীত কাল।"

مَاضِيْ قَرِيبْ "অদ্যাতন অতীত।"

مَاضِيْ بَعِيدْ "পরোক্ষ অতীত।"

مَاضِيْ اِسْتِمْرَارِيْ "পুরানিত্যাবৃত্ত অতীত।"

مَاضِيْ اِحْتِمَالِيْ "সন্দেহ সূচক অতীত।"

مَاضِيْ تَمَنَّائِيْ "ইচ্ছা সূচক অতীত।"

(ক) مَعْرُوف (খ) مَجْهُول (গ) مُثْبَت (ঘ) مَنْفِي

অতএব কেবল مَاضِيْ مُطْلَقْ এর ৫৬টী ধাতুরূপ হইবে।

مُلْحَقَات "বিভক্তি।"

ক্রিয়ার রূপান্তরের জন্য তাহার শেষে যে বর্ণ বা শব্দ সমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে প্রত্যয় বা বিভক্তি বলে।

ক্রিয়ার রূপ কালে প্রত্যেক পুরুষের অন্তে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; নিম্নে তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

ক্রিয়া বিভক্তি।

তৃতীয় পুরুষ।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ।
وْا	ا	َ	পুংলিঙ্গ
نَ	تَا	تْ	স্ত্রীলিঙ্গ

দ্বিতীয় পুরুষ।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ।
تُمْ	تُمَا	تَ	পুংলিঙ্গ
تُنَّ	تُمَا	تِ	স্ত্রীলিঙ্গ

প্রথম পুরুষ।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ।
نَا	+	تُ	পুংলিঙ্গ
	+		স্ত্রীলিঙ্গ

নিয়ম।

১। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ا - تْ - تَا - বিভক্তি যোগে ধাতুর শেষবর্ণ مَفْتُوح হইয়া থাকে।

২। ا ও وْ বিভক্তি যোগে ধাতুর অন্ত্য বর্ণ مَضْمُوم হইয়া থাকে।

৩। تَ - تُمَا - تُمْ - تِ - تُمَا - تُنَّ - تُ - تَا বিভক্তি যোগে ধাতুর অন্ত্য বর্ণ سَاكِنْ হইয়া থাকে।

অতীত কালের কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম উভয় বাচ্যেই উপরোক্ত বিভক্তিগুলি সংযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া পদের উদাহরণ পাঠে উপরোক্ত বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১। (ক) اثبات فعل ماضي مطلق معروف

" অতীত কালের কর্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।" *

جَمْعٌ (বহুবচন)	تَثْنِيَةٌ (দ্বিবচন)	وَاحِدٌ (একবচন)	جِنْسٌ (লিঙ্গ)	فَاعِلٌ (পুরুষ)
فَعَلُوْا তাহারা করিয়াছে।	فَعَلَا দুই ব্যক্তি করিয়াছে।	فَعَلَ সে করিয়াছে।	مذكر (পুংলিঙ্গ)	غَائِبٌ (তৃতীয় পুঃ)
فَعَلْنَ	فَعَلَتَا	فَعَلَتْ	مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ)	
فَعَلْتُمْ তোমরা করিয়াছ।	فَعَلْتُمَا তোমরা দুই জন করিয়াছ।	فَعَلْتَ তুমি করিয়াছ।	مذكر (পুংলিঙ্গ)	مُخَاطَبٌ (দ্বিতীয় পুঃ)
فَعَلْتُنَّ	فَعَلْتُمَا	فَعَلْتِ	مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ)	
فَعَلْنَا আমরা করিয়াছি।	+	فَعَلْتُ আমি করিয়াছি।	مذكر و مؤنث (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ)	مُتَكَلِّمٌ (প্রথম পুঃ)

* অতীত কালের কোন পদের পূর্ব্বে اِذَا - اِنْ প্রভৃতি শব্দ থাকিলে কখন ২ مضارع এর অর্থ প্রকাশ করে, যথাঃ—مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (হিংসাকারীর হিংসা হইতে যখন হিংসা করে)।

اثبات فعل ماضي مطلق مجهول (খ)

“অতীত কালের কর্ম্মবাচ্যে ধাতুরূপ।”

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
فُعِلُوْا	فُعِلَا	فُعِلَ	مذكر	غائب
فُعِلْنَ	فُعِلَتَا	فُعِلَتْ	مؤنث	
فُعِلْتُمْ	فُعِلْتُمَا	فُعِلْتَ	مذكر	مخاطب
فُعِلْتُنَّ	فُعِلْتُمَا	فُعِلْتِ	مؤنث	
فُعِلْنَا	+	فُعِلْتُ	مذكر و مؤنث	متكلم

بحث نفي فعل ماضي مطلق معروف (গ)

না - مَا

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
مَا فَعَلُوْا (তাহারা করে নাই)	مَافَعَلَا (দুই জন করে নাই)	مَا فَعَلَ (সে করে নাই)	مذكر	غائب
مَا فَعَلْنَ	مَا فَعَلَتَا	مَافَعَلَتْ	مونث	
مَا فَعَلْتُمْ (তোমরা কর নাই)	مَافَعَلْتُمَا (তোমরা দুই জন কর নাই)	مَافَعَلْتَ (তুমি কর নাই)	مذكر	مخاطب
مَا فَعَلْتُنَّ	مَا فَعَلْتُمَا	مَافَعَلْتِ	مؤنث	
مَا فَعَلْنَا (আমরা করি নাই)	+	مَا فَعَلْتُ (আমি করি নাই)	مذكر و مؤنث	متكلم

بحث نفي فعل ماضي مطلق مجهول (ঘ)

فاعل	جنس	واحد	تثنية	جمع
غائب	مذكر	مَا فُعِلَ	مَا فُعِلَا	مَا فُعِلُوْا
	مؤنث	مَا فُعِلَتْ	مَا فُعِلَتَا	مَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	مَا فُعِلْتَ	مَا فُعِلْتُمَا	مَا فُعِلْتُمْ
	مؤنث	مَا فُعِلْتِ	مَا فُعِلْتُمَا	مَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مؤنث	مَا فُعِلْتُ		مَا فُعِلْنَا

২। (ক) اثبات فعل ماضي قريب معروف ।

"নিকটবর্ত্তী অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।"

قد - এখনি বা নিশ্চয়।

فاعل	جنس	واحد	تثنية	جمع
غائب	مذكر	قَدْ فَعَلَ "সে করিল।"	قَدْ فَعَلَا "দুই জন করিল।"	قَدْ فَعَلُوْا "তাহারা করিল।"
	مؤنث	قَدْ فَعَلَتْ	قَدْ فَعَلَتَا	قَدْ فَعَلْنَ
مخاطب	مذكر	قَدْ فَعَلْتَ "তুমি করিলে।"	قَدْ فَعَلْتُمَا "তোমরা দুই জন করিলে।"	قَدْ فَعَلْتُمْ "তোমরা করিলে।"
	مؤنث	قَدْ فَعَلْتِ	اَيْضًا	قَدْ فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	قَدْ فَعَلْتُ "আমি করিলাম।"	+	قَدْ فَعَلْنَا "আমরা করিলাম।"

(খ) اثبات فعل ماضي قريب مجهول

"নিকটবর্ত্তী অতীত কালে কর্ম্মবাচ্যে ধাতুরূপ।"

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
قَدْ فُعِلُوا	قَدْ فُعِلَا	قَدْ فُعِلَ	مذكر	غائب
قَدْ فُعِلْنَ	قَدْ فُعِلَتَا	قَدْ فُعِلَتْ	مؤنث	
قَدْ فُعِلْتُمْ	قَدْ فُعِلْتُمَا	قَدْ فُعِلْتَ	مذكر	مخاطب
قَدْ فُعِلْتُنَّ	قَدْ فُعِلْتُمَا	قَدْ فُعِلْتِ	مؤنث	
قَدْ فُعِلْنَا		قَدْ فُعِلْتُ	مذكر و مؤنث	متكلم

(গ) بحث منفي فعل ماضي قريب معروف

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
قَدْ مَا فَعَلُوا "তাহারা করিল না।"	قَدْ مَا فَعَلَا "দুই জন করিল না।"	قَدْ مَا فَعَلَ "সে করিল না।"	مذكر	غائب
قَدْ مَا فَعَلْنَ	قَدْ مَا فَعَلَتَا	قَدْ مَا فَعَلَتْ	مؤنث	
قَدْ مَا فَعَلْتُمْ "তোমরা করিলে না।"	قَدْ مَا فَعَلْتُمَا "তোমরা দুই জন করিলে না।"	قَدْ مَا فَعَلْتَ "তুমি করিলে না।"	مذكر	مخاطب
قَدْ مَا فَعَلْتُنَّ	اَيْضًا	قَدْ مَا فَعَلْتِ	مؤنث	
قَدْ مَا فَعَلْنَا "আমরা করিলাম না।"	+	قَدْ مَا فَعَلْتُ "আমি করিলাম না।"	مذكر و مؤنث	متكلم

بحث منفي فعل ماضي قريب مجهول (ঘ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	قَدْ مَا فُعِلَ	قَدْ مَا فُعِلَا	قَدْ مَا فُعِلُوْا
	مؤنث	قَدْ مَا فُعِلَتْ	قَدْ مَا فُعِلَتَا	قَدْ مَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	قَدْ مَا فُعِلْتَ	قَدْ مَا فُعِلْتُمَا	قَدْ مَا فُعِلْتُمْ
	مونث	قَدْ مَا فُعِلْتِ	ايضًا	قَدْ مَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مؤنث	قَدْ مَا فُعِلْتُ		قَدْ مَا فُعِلْنَا

৩। (ক) اثبات فعل ماضي بعيد معروف

"দূরবর্ত্তী অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।"

"কান=অর্থে দূরের অতীত বুঝায়"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	كَانَ فَعَلَ "সে করিয়াছিল।"	كَانَا فَعَلَا "দুই জন করিয়াছিল।"	كَانُوا فَعَلُوا "তাহারা করিয়াছিল।"
	مؤنث	كَانَتْ فَعَلَتْ	كَانَتَا فَعَلَتَا	كُنَّ فَعَلْنَ
مخاطب	مذكر	كُنْتَ فَعَلْتَ "তুমি করিয়াছিলে।"	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا "তোমরা দুই জন করিয়াছিলে।"	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ "তোমরা করিয়াছিলে।"
	مونث	كُنْتِ فَعَلْتِ	ايضًا	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر ومؤنث	كُنْتُ فَعَلْتُ "আমি করিয়াছিলাম।"	+	كُنَّا فَعَلْنَا "আমরা করিয়াছিলাম।"

(খ) اثبات فعل ماضي بعيد مجهول

"দূরবর্ত্তী অতীত কালে কর্ম্মবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	كَانَ فُعِلَ	كَانَا فُعِلَا	كَانُوا فُعِلُوا
	مؤنث	كَانَتْ فُعِلَتْ	كَانَتَا فُعِلَتَا	كُنَّ فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	كُنْتَ فُعِلْتَ	كُنْتُمَا فُعِلْتُمَا	كُنْتُم فُعِلْتُم
	مؤنث	كُنْتِ فُعِلْتِ	اَيْضًا	كُنْتُنَّ فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	كُنْتُ فُعِلْتُ	+	كُنَّا فُعِلْنَا

(গ) بحث منفي فعل ماضي بعيد معروف

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	مَا كَانَ فَعَلَ "সে করিয়াছিল না।"	مَا كَانَا فَعَلَا "দুই জন করিয়াছিল না।"	مَا كَانُوا فَعَلُوا "তাহারা করিয়াছিল না।"
	مؤنث	مَاكَانَتْ فَعَلَتْ	ما كَانَتَا فَعَلَتَا	مَاكُنَّ فَعَلْنَ
مخاطب	مذكر	مَاكُنْتَ فَعَلْتَ "তুমি করিয়াছিলে না।"	مَا كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا "তোমরা দুই জন করিয়াছিলে না।"	مَا كُنْتُم فَعَلْتُم "তোমরা করিয়াছিলে না।"
	مؤنث	مَاكُنْتِ فَعَلْتِ	اَيْضًا	مَاكُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	مَاكُنْتُ فَعَلْتُ "আমি করিয়াছিলাম না।"	+	مَا كُنَّا فَعَلْنَا "আমরা করিয়াছিলাম না।"

بحث منفي فعل ماضي بعيد مجهول (ঘ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	مَا كَانَ فُعِلَ	مَا كَانَا فُعِلَا	مَا كَانُوْا فُعِلُوْا
	مونث	مَا كَانَتْ فُعِلَتْ	مَا كَانَتَا فُعِلَتَا	مَا كُنَّ فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	مَا كُنْتَ فُعِلْتَ	مَا كُنْتُمَا فُعِلْتُمَا	مَا كُنْتُمْ فُعِلْتُمْ
	مونث	مَا كُنْتِ فُعِلْتِ	ايضًا	مَا كُنْتُنَّ فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر	مَا كُنْتُ فُعِلْتُ		مَا كُنَّا فُعِلْنَا

৪। (ক) اثبات فعل ماضي استمراري معروف

"পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غايب	مذكر	كَانَ يَفْعَلُ	كَانَا يَفْعَلَانِ	كَانُوا يَفْعَلُوْنَ
		"সে করিতেছিল।"	"দুই জন করিতেছিল।"	"তাহারা করিতেছিল।"
	مؤنث	كَانَتْ تَفْعَلُ	كَانَتَا تَفْعَلَانِ	كُنَّ يَفْعَلْنَ
مخاطب	مذكر	كُنْتَ تَفْعَلُ	كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ	كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ
		"তুমি করিতেছিলে।"	"দুই জন করিতেছিলে।"	"তোমরা করিতেছিলে।"
	مونث	كُنْتِ تَفْعَلِيْنَ	ايضًا	كُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر و مؤنث	كُنْتُ اَفْعَلُ	+	كُنَّا نَفْعَلُ
		"আমি করিতেছিলাম।"	+	"আমরা করিতেছিলাম।"

اثبات فعل ماضي استمراري مجهول (খ)

"পুরানিত্যবৃত্ত অতীতকালে কর্ম্মবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	كَانَ يُفْعَلُ	كَانَا يُفْعَلَانِ	كَانُوا يُفْعَلُونَ
	مؤنث	كَانَتْ تُفْعَلُ	كَانَتَا تُفْعَلَانِ	كُنَّ يُفْعَلْنَ
مخاطب	مذكر	كُنْتَ تُفْعَلُ	كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ	كُنْتُمْ تُفْعَلُونَ
	مؤنث	كُنْتِ تُفْعَلِينَ	ايضاً	كُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ
متكلم	مذكر و مونث	كُنْتُ أُفْعَلُ		كُنَّا نُفْعَلُ

بحث منفي ماضي استمراري معروف (গ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	مَا كَانَ يَفْعَلُ "সে করিতে ছিল না।"	مَا كَانَا يَفْعَلَانِ "দুই জন করিতে-ছিল না।"	مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ "তাহারা করিতে-ছিল না।"
	مؤنث	مَا كَانَتْ تَفْعَلُ	مَا كَانَتَا تَفْعَلَانِ	مَا كُنَّ يَفْعَلْنَ
مخاطب	مذكر	مَا كُنْتَ تَفْعَلُ "তুমি করিতে-ছিলে না।"	مَا كُنْتُمَا تَفْعَلَانِ "তোমরা দুই জন করিতে ছিলে না।"	مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ "তোমরা করিতে ছিলে না।"
	مؤنث	مَا كُنْتِ تَفْعَلِينَ	اَيْضاً	مَا كُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر و مؤنث	مَا كُنْتُ أَفْعَلُ "আমি করিতে-	+	مَا كُنَّا نَفْعَلُ "আমরা করিতে-

بحث منفي ماضي استمراري مجهول (ঘ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	مَا كَانَ يُفْعَلُ	مَا كَانَا يُفْعَلَانِ	مَا كَانُوا يُفْعَلُونَ
	موٴنث	مَا كَانَتْ تُفْعَلُ	مَا كَانَتَا تُفْعَلَانِ	مَا كُنَّ يُفْعَلْنَ
مخاطب	مذكر	مَاكُنْتَ تُفْعَلُ	مَا كُنْتُمَا تُفْعَلَانِ	مَا كُنْتُمْ تُفْعَلُونَ
	موٴنث	مَا كُنْتِ تُفْعَلِينَ	ايضًا	مَا كُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ
متكلم	مذكرموٴنث	مَا كُنْتُ أُفْعَلُ	+	مَا كُنَّا نُفْعَلُ

৫। (ক) اثبات فعل ماضي احتمالي معروف

"সম্ভবসূচক অতীতকালে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَعَلَّمَا فَعَلَ "সম্ভব সে করিতে-করিয়াছে।"	لَعَلَّمَا فَعَلَا "সম্ভব দুই জন করিয়াছে।"	لَعَلَّمَا فَعَلُوا "সম্ভব তাহারা করিয়াছে।"
	موٴنث	لَعَلَّمَا فَعَلَتْ	لَعَلَّمَا فَعَلَتَا	لَعَلَّمَا فَعَلْنَ
مخاطب	مذكر	لَعَلَّمَا فَعَلْتَ "সম্ভব তুমি করিয়াছ।"	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا "সম্ভব তোমরা দুই জন করিয়াছ।"	لَعَلَّمَا فَعَلْتُمْ "সম্ভব তোমরা করিয়াছ।"
	موٴنث	لَعَلَّمَا فَعَلْتِ	ايضًا	لَعَلَّمَا فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر و موٴنث	لَعَلَّمَا فَعَلْتُ "সম্ভব আমি	+	لَعَلَّمَا فَعَلْنَا "সম্ভব আমরা

اثبات فعل ماضي احتمالي مجهول (খ)

"সম্ভবসূচক অতীতকালে কর্ম্মবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَعَلَّمَا فُعِلَ	لَعَلَّمَا فُعِلَا	لَعَلَّمَا فُعِلُوا
	مؤنث	لَعَلَّمَا فُعِلَتْ	لَعَلَّمَا فُعِلَتَا	لَعَلَّمَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	لَعَلَّمَا فُعِلْتَ	لَعَلَّمَا فُعِلْتُمَا	لَعَلَّمَا فُعِلْتُمْ
	مؤنث	لَعَلَّمَا فُعِلْتِ	اَيْضاً	لَعَلَّمَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مؤنث	لَعَلَّمَا فُعِلْتُ	+	لَعَلَّمَا فُعِلْنَا

بحث منفي ماضي احتمالي معروف (গ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غايب	مذكر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَ সম্ভব সে করে নাই।	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَا সম্ভব দুই জন করে নাই।	لَعَلَّمَا مَا فَعَلُوا সম্ভব তাহারা করে নাই।
	مؤنث	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتْ	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتَا	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَ
مخاطب	مذكر	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتَ সম্ভব তুমি কর নাই।	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمَا সম্ভব তোমরা দুই জন কর নাই।	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمْ সম্ভব তোমরা কর নাই।
	مؤنث	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتِ	اَيْضاً	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُنَّ

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
متكلم	مذكر ومؤنث	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُ সম্ভব আমি করি নাই।	+	لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَا সম্ভব আমরা করি নাই।

بحث منفي ماضي احتمالي مجهول (ঘ)

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَ	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَا	لَعَلَّمَا مَا فُعِلُوْا
	مؤنث	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتْ	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتَا	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتَ	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمَا	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمْ
	مؤنث	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتِ	ايضاً	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر ومؤنث	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُ	+	لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَا

৬। (ক) بحث اثبات فعل ماضي تمنائي معروف

"ইচ্ছাসূচক অতীতকাল, কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَيْتَمَا فَعَلَ সে করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।	لَيْتَمَا فَعَلَا দুই জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।	لَيْتَمَا فَعَلُوْا তাহারা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।
	مؤنث	لَيْتَمَا فَعَلَتْ	لَيْتَمَا فَعَلَتَا	لَيْتَمَا فَعَلْنَ

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
مخاطب	مذكر	لَيْتَمَا فَعَلْتَ তুমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে।	لَيْتَمَا فَعَلْتُمَا তোমরা দুই জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে।	لَيْتَمَا فَعَلْتُمْ তোমরা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে।
	مؤنث	لَيْتَمَا فَعَلْتِ	ايضاً	لَيْتَمَا فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مؤنث	لَيْتَمَا فَعَلْتُ আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।	+	لَيْتَمَا فَعَلْنَا আমরা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

(খ) بحث اثبات فعل ماضي تمنائي مجهول

"ইচ্ছাসূচক অতীতকাল, কর্ম্মবাচ্য ধাতুরূপ।"

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَيْتَمَا فُعِلَ	لَيْتَمَا فُعِلَا	لَيْتَمَا فُعِلُوا
	مؤنث	لَيْتَمَا فُعِلَتْ	لَيْتَمَا فُعِلَتَا	لَيْتَمَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	لَيْتَمَا فُعِلْتَ	لَيْتَمَا فُعِلْتُمَا	لَيْتَمَا فُعِلْتُمْ
	مؤنث	لَيْتَمَا فُعِلْتِ	ايضاً	لَيْتَمَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	لَيْتَمَا فُعِلْتُ	+	لَيْتَمَا فُعِلْنَا

(গ) بحث منفي فعل ماضي تمنائي معروف

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَيْتَمَا مَا فَعَلَ সে করিতে ইচ্ছা করে নাই।	لَيْتَمَا مَا فَعَلَا দুই জন করিতে ইচ্ছা করে নাই।	لَيْتَمَا مَا فَعَلُوا তাহারা করিতে ইচ্ছা করে নাই।
	مؤنث	لَيْتَمَا مَا فَعَلَتْ	لَيْتَمَا مَا فَعَلَتَا	لَيْتَمَا مَا فَعَلْنَ

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
مخاطب	مذكر	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتَ তুমি করিতে ইচ্ছা কর নাই।	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُمَا তোমরা দুই জন করিতে ইচ্ছা কর নাই।	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُمْ তোমরা করিতে ইচ্ছা কর নাই।
	مؤنث	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتِ	اَيْضاً	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	لَيْتَمَا مَا فَعَلْتُ আমি করিতে ইচ্ছা করি নাই।	+	لَيْتَمَا مَا فَعَلْنَا আমরা করিতে ইচ্ছা করি নাই।

(ঘ) بحث منفي فعل ماضي تمنائي مجهول

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَيْتَمَا مَا فُعِلَ	لَيْتَمَا مَا فُعِلَا	لَيْتَمَا مَا فُعِلُوْا
	مؤنث	لَيْتَمَا مَا فُعِلَتْ	لَيْتَمَا مَا فُعِلَتَا	لَيْتَمَا مَا فُعِلْنَ
مخاطب	مذكر	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتَ	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُمَا	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُمْ
	مونث	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتِ	اَيْضاً	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر و مونث	لَيْتَمَا مَا فُعِلْتُ	+	لَيْتَمَا مَا فُعِلْنَا

উপরোক্ত উদাহরণমালা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ত্তাপদ সমূহ উহ্য রহিয়াছে।

পাঠকগণ পুংলিঙ্গ পদ সমূহ উত্তমরূপে স্মরণ রাখিলে স্ত্রীলিঙ্গগুলি সহজে বোধগম্য হইবে।

ক্রিয়া বিভাগ।

আরবী ভাষায় ধাতু সমূহ তিন, চার বা পাঁচ মূলবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তদপেক্ষা অল্প। পঞ্চ বর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর সংখ্যা অতি বিরল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অতীতকালের তৃতীয় পুরুষের এক বচনের পুংলিঙ্গ পদটী সচরাচর তিন বর্ণ বিশিষ্ট হয় বলিয়া আরবী বৈয়াকরণগণ তিন বর্ণ বিশিষ্ট فَعَلَ ক্রিয়াপদটীকে প্রধান উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং فَعَلَ পদের প্রথম অক্ষর "ف" কে فَا কলেমা, দ্বিতীয় অক্ষর "ع" কে عَيْن কলেমা এবং তৃতীয় অক্ষর "ل" কে لَامْ কলেমা বলিয়া থাকেন। যথা ضَرَبَ পদের "ض" কে "فَا" কলেমা, ر কে "عَيْن" কলেমা এবং "ب" কে لَام কলেমারূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। فَعْلَلَ চারি বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া, এস্থলে فَعْ কে فَا কলেমা, প্রথম لَام কে عَيْن কলেমা এবং দ্বিতীয় লামকে لَام কলেমা বলিতে হইবে।

حروف اصلي অর্থাৎ মূলবর্ণের সংখ্যানুসারে ক্রিয়া চারি প্রকার :—

(১) ثُلَاثِي مُجَرَّد - যাহাতে কেবলমাত্র তিনটী মূলবর্ণ থাকে ; যেমন فَعَلَ - ضَرَبَ

(২) ثُلَاثِي مَزِيد فِيهِ - যাহাতে তিন মৌলিক বর্ণের অতিরিক্ত অমৌলিক বর্ণও থাকে ; যেমন :—اِجْتَنَبَ (ক্ষান্ত রহিয়াছিল)।

(৩) رُبَاعِي مُجَرَّد - যাহাতে কেবলমাত্র চারিটী মূলবর্ণ থাকে ; যেমন دَحْرَجَ (গড়াইয়াছিল)।

(৪) رُبَاعِي مَزِيد فِيهِ - যাহাতে চারিটী মূলবর্ণ ব্যতীত অমৌলিক বর্ণও থাকে ; যেমন تَدَحْرَجَ

فِعْل صَحِيح - মূলবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াকে فِعْل صَحِيح বা মৌলিক ক্রিয়া বলে ; যেমন نَصَرَ - فَعَلَ - ضَرَبَ

পরিবর্ত্তনশীল (ا - و - ي) বিশিষ্ট ক্রিয়াকে অমৌলিক ক্রিয়া বলে, যেমন سَارَ (সে গিয়াছিল) ; قَالَ (সে বলিয়াছিল) ; وَعَدَ (সে অঙ্গীকার

فعل مهموز - যে সকল ত্র্যক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার মধ্যে স্বরবর্ণ "।" থাকে তাহাদিগকে مهموز বলে। ف কলেমা স্থলে "।" থাকিলে তাহাকে مهموزالفا বলে, যেমন يامر - امر "ع" কলেমা স্থলে "।" থাকিলে তাহাকে مهموز العين বলে, যেমন يسئل - سال "ل" কলেমাস্থলে "।" থাকিলে তাহাকে مهموز الام বলে, যেমন يقرأ - قرأ।

فعل معتل - ক্রিয়াতে কোন একটী স্বরবর্ণ থাকিলে তাহাকে فعل معتل বলে। কখন ২ একটী ক্রিয়াতে একাধিক স্বরবর্ণও দৃষ্ট হয়; যেমন ولي - يرمي - رامى - يلي

فعل مضاعف - যে ক্রিয়াপদে একই মূলবর্ণ দুই বার দৃষ্ট হয়, তাহাকে فعل مضاعف বলে; যেমন مدد - يمد زلزله - يزلزل

তিন মূলবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ একই বর্ণ হইলে তাহারা দ্বিত্ব বা تنوين পঠিত হয়, যথাঃ—قرر = قرّ সে নিস্তব্ধ ছিল; مدد = مدّ সে বাড়াইয়াছিল; فرر = فرّ সে পলাইয়াছিল; ইত্যাদি। ইহারা সকলেই সম্পূর্ণ ক্রিয়া পদ।

শিক্ষার্থিগণ تعليل ও اجوف পাঠকালে অমৌলিক ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন।

প্রত্যেক ক্রিয়ার নয়টী করিয়া باب বা ওজন আছে।

ত্র্যক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াপদের ماضى معروف এর তৃতীয় পুরুষ একবচনের عين কলেমা কখন مفتوح কখন مكسور কখন مضموم হইয়া থাকে; অর্থাৎ তিনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়ার মধ্যবর্ণ কখন "আকার" কখন 'একার' আর কখন বা 'ওকার' প্রাপ্ত হয়। অতএব عين কলেমার বানানের পরিবর্ত্তন অনুসারে অতীত কালের ওজন বা পরিমাণ তিন প্রকার, যেমন (১) فعَل -

কিন্তু উপরোক্ত ওজনগুলির ماضي مجهول একই প্রকার, যথা:—فُعِلَ অর্থাৎ প্রথম অক্ষরে ضمه দ্বিতীয় অক্ষরে كسره ও তৃতীয় অক্ষরে فتح হয়।

উদাহরণ।

معروف	—	ضَرَبَ -	سَمِعَ -	كَرُمَ
مجهول	—	ضُرِبَ -	سُمِعَ -	كُرِمَ

নিয়ম।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্রিয়াপদের দুইটী বাচ্য আছে معروف ও مجهول

(১) তিন বা চারিবর্ণ বিশিষ্ট ماضي معروف কে ماضي مجهول করিতে হইলে ماضي معروف এর তৃতীয় পুরুষের একবচনের প্রথমবর্ণে ضمّه ও দ্বিতীয়বর্ণে كسره প্রয়োগ করিতে হয়; অর্থাৎ فا কলেমাকে مضموم ও عين কলেমাকে مكسور করিতে হয়। لام কলেমা পূর্ব্ববৎ থাকে।

(২) পঞ্চবর্ণ বিশিষ্ট ماضي معروف কে ماضي مجهول করিতে হইলে ماضي معروف এর দ্বিতীয় ও পঞ্চম বর্ণ পূর্ব্ববৎ থাকে; প্রথম ও তৃতীয়বর্ণ مضموم এবং চতুর্থবর্ণ مكسور হইয়া যায়।

উদাহরণ।

	ماضي معروف		ماضي مجهول	
তিনবর্ণ বিশিষ্ট	فَعَلَ	করিয়াছে বা করিয়াছিল।	فُعِلَ	কৃত হইয়াছে বা হইয়াছিল।
	ضَرَبَ	মারিয়াছে বা মারিয়াছিল।	ضُرِبَ	আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইয়াছিল।

	মাজী মা'রূফ	মাজী মাজহূল
চারিবর্ণ বিশিষ্ট	أَكْرَمَ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইয়াছিল।	أُكْرِمَ সম্মানিত হইয়াছে বা হইয়াছিল।
	دَحْرَجَ গড়াইয়াছে বা গড়াইয়াছিল।	دُحْرِجَ গড়ান গিয়াছে বা গিয়াছিল।
পঞ্চবর্ণ বিশিষ্ট	اِجْتَنَبَ ক্ষান্ত রহিয়াছে বা রহিয়াছিল।	اُجْتُنِبَ ক্ষান্ত করা গিয়াছে বা গিয়াছিল।
	اِنْفَطَرَ ফাটিয়াছে বা ফাটিয়াছিল।	اُنْفُطِرَ ফাটান গিয়াছে বা গিয়াছিল।

২। مضارع

مضارع দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল বুঝা যায়। আরবী ব্যাকরণে ماضي এবং مضارع এর ধাতুরূপ করিলে তিন কাল (অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

مضارع معروف

নিয়ম।

ماضي হইতে مضارع প্রস্তুত হইয়া থাকে। ماضي معروف হইতে مضارع معروف প্রস্তুত করিতে হইলে ا - ت - ي - ن বর্ণ চতুষ্টয়কে ماضي معروف এর পদসমূহে অতিরিক্ত ভাবে সংযুক্ত করিতে হয়। ইহারা কখন আদি, কখন অন্তবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহাদিগকে এক কথায় اَتَيْنَ বলে। مضارع معروف র আদি চিহ্ন ا - ت - ي - ن

ব্যবহার।

১। اَ - প্রথম পুরুষের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পদের একবচনে;

২। تَ এই বর্ণ আটটী পদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দ্বিতীয় পুরুষের ছয় বচনে এবং তৃতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গের একবচন ও দ্বিবচনে;

৩। نَ - কেবলমাত্র প্রথম পুরুষের বহুবচনে;

৪। يَ - চারিপদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তৃতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গের তিন বচনে এবং স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে। مضارع পদের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

مضارع معروف এর অন্তিম চিহ্ন ـُ اِنِ - وْنَ - يْنَ - نَ

ব্যবহার।

১। ـُ (ক) তৃতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের একবচনে;
(খ) দ্বিতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গের একবচনে;
(গ) প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে;

২। انِ - তৃতীয় ও দ্বিতীয় পুরুষের উভয়লিঙ্গের দ্বিবচনে;

৩। وْنَ -(ক) তৃতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গের বহুবচনে;
(খ) দ্বিতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গের বহুবচনে;

৪। يْنَ - দ্বিতীয় পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে;

৫। نَ - (ক) তৃতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে;
(খ) দ্বিতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে;

☞ এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনবর্ণ বিশিষ্ট مضارع এর উভয় বাচ্যেই فا কলেমা সর্ব্বত্রই ساكن এবং عين সর্ব্বত্রই مفتوح হইয়া থাকে।

তবে مضارع এর معروف ও مجهول পদে প্রভেদ এইমাত্র যে معروف এর প্রথমবর্ণ مَفْتُوح এবং مجهول এর প্রথমবর্ণ مضموم হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।

مضارع এর প্রথমবর্ণ '۱' অর্থাৎ "ء" হইলে উক্ত '۱' 'ي' র সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথাঃ—اکرم হইতে يكرم ; استنصر হইতে يستنصر ইত্যাদি।

চারিবর্ণ বিশিষ্ট ماضي معروف হইতে مضارع معروف করিতে হইলে مضارع এর প্রথমবর্ণ যাহা مضارع র চিহ্ন তাহাও চতুর্থবর্ণ সততই مضموم এবং তৃতীয়বর্ণ مكسور হইয়া থাকে, যথাঃ—دحرج হইতে يدحرج এবং صرف হইতে يصرف

পঞ্চ ও ষষ্ঠবর্ণ বিশিষ্ট পদ সমূহের প্রথমবর্ণ مفتوح হইয়া থাকে, যথা تدحرج হইতে يتدحرج - تقابل হইতে يتقابل

পঞ্চবর্ণ বিশিষ্ট পদের প্রথমবর্ণ যদি "ت" হয়, তাহা হইলে প্রথমবর্ণ ও তৃতীয়বর্ণ مفتوح হইয়া থাকে। যথাঃ—تدحرج হইতে يتدحرج

صرف مضارع معروف

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
يفعلون	يفعلان	يفعل	مذكر	غائب
তাহারা করিতেছে বা করিবে।	সে দুই জন করিতেছে বা করিবে।	সে করিতেছে বা করিবে।		
يفعلن	تفعلان	تفعل	مونث	

مخاطب	مذكر	تَفْعَلُ তুমি করিতেছ বা করিবে।	تَفْعَلَانِ তোমরা দুই জন করিতেছ বা করিবে।	تَفْعَلُونَ তোমরা করিতেছ বা করিবে।
	مونث	تَفْعَلِينَ	تَفْعَلَانِ	تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر و مونث	اَفْعَلُ আমি করিতেছি বা করিব।	+	نَفْعَلُ আমরা করিতেছি বা করিব।

عين কলেমার حركات অনুসারে مضارع ও তিন প্রকার, যথাঃ—

(১) يَفْعَلُ - يَفْعِلُ - يَفْعُلُ (২) يَسْمَعُ - يَضْرِبُ - يَقْتُلُ

ক। فَعَلَ - يَفْعَلُ - يَفْعَلُ - يَفْعَلُ

(১) ক্রিয়া	অর্থ - ماضى -	مضارع	(২) ক্রিয়া	অর্থ -	ماضى - مضارع
فَعْلٌ -	করা - فَعَلَ -	يَفْعَلُ	فِعْلٌ -	করা -	فَعَلَ - يَفْعَلُ
ذَهْبٌ -	যাওয়া - ذَهَبَ -	يَذْهَبُ	غَسْلٌ -	ধৌত করা -	غَسَلَ - يَغْسِلُ
فَتْحٌ -	খোলা - فَتَحَ -	يَفْتَحُ	ضَرْبٌ -	মারা -	ضَرَبَ - يَضْرِبُ
صَبْغٌ -	রং করা - صَبَغَ -	يَصْبَغُ	غَلْبٌ	আক্রমণ করা-	غَلَبَ - يَغْلِبُ
مَنْعٌ -	মানা করা - مَنَعَ -	يَمْنَعُ	فَصْلٌ -	পৃথক করা -	فَصَلَ - يَفْصِلُ
صَنْعٌ -	সৃজন করা - صَنَعَ -	يَصْنَعُ	ظُلْمٌ	অত্যাচার করা	ظَلَمَ - يَظْلِمُ
رَهْنٌ -	বন্ধক রাখা - رَهَنَ -	يَرْهَنُ	حَمْلٌ -	সহ্য করা -	حَمَلَ - يَحْمِلُ

(৩)

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
فِعْلٌ	করা	فَعَلَ	يَفْعُلُ
دُخُولٌ	প্রবেশ করা	دَخَلَ	يَدْخُلُ
نَصْرٌ	সাহায্য ক	نَصَرَ	يَنْصُرُ

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
طَلَبٌ	তল্লাস করা	طَلَبَ	يَطْلُبُ
قَتْلٌ	হত্যা করা	قَتَلَ	يَقْتُلُ

খ। يَفْعُلُ - يَفْعِلُ - يَفْعَلُ - فَعِلَ

(১)

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
فِعْلٌ		فَعِلَ	يَفْعَلُ
عِلْمٌ	জানা	عَلِمَ	يَعْلَمُ
حَمْدٌ	প্রশংসা করা	حَمِدَ	يَحْمَدُ
حِفْظٌ	রক্ষা করা	حَفِظَ	يَحْفَظُ
سَمْعٌ	শ্রবণ করা	سَمِعَ	يَسْمَعُ
فَهْمٌ	বুঝা	فَهِمَ	يَفْهَمُ

(২)

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
فِعْلٌ	করা	فَعِلَ	يَفْعِلُ
حِسْبٌ	অনুমান করা	حَسِبَ	يَحْسِبُ
نِعْمٌ	সুখে থাকা	نَعِمَ	يَنْعِمُ

—০—

(৩)

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
فَعْلٌ	করা	فَعِلَ	يَفْعُلُ
فَضْلٌ	অতিক্রম করা	فَضِلَ	يَفْضُلُ

গ। يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - فَعُلَ

(১)

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى	مضارع
فِعْلٌ	করা	فَعُلَ	يَفْعُلُ
كَرَمٌ	শ্রেষ্ঠ হওয়া	كَرُمَ	يَكْرُمُ
لُطْفٌ	পবিত্র হওয়া	لَطُفَ	يَلْطُفُ
قُرْبٌ	নিকটস্থ হওয়া	قَرُبَ	يَقْرُبُ

ক্রিয়া	অর্থ	ماضى -	مضارع -
بُعْد -	দূর হওয়া -	بَعُدَ -	يَبْعُدُ
كُثْر -	বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া -	كَثُرَ -	يَكْثُرُ
(২) فِعْل -	করা	فَعَلَ -	يَفْعَلُ
كَوْد -	প্রার্থনা করা -	كَوِدَ -	يَكْوَدُ

উপরোক্ত উদাহরণমালা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, আরবী ভাষায় তিনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়ার ماضى র ৮টী ও مضارع এর ৮টী আকার আছে। অতএব কোন একটী আরবী ক্রিয়া উপরোক্ত ৮টী আকারের মধ্যে কোন এক আকার প্রাপ্ত হইবে। তবে ইহাদের মধ্যে কোন কোনটীর প্রচলন অধিক ও কোন কোনটীর প্রচলন অত্যল্প ইহাদের পূর্ব্বে لا ও ما বসাইলে نفى প্রস্তুত হয়।

নিয়ম।

যখন কোন مضارع এর পূর্ব্বে س বা سَوْفَ যুক্ত হয়, তখন مضارع দ্ব্যর্থ (مستقبل ও حال) বোধক না হইয়া কেবল ভবিষ্যৎ অর্থবোধক হইয়া থাকে এবং "س" দ্বারা ক্রিয়ার নৈকট্য (قريب) ও سَوْفَ দ্বারা ক্রিয়ার দূরত্ব (بعيد) বুঝায়। যথা سَيَفْعَلُ (সে এখনি করিবে) ও سَوْفَ يَفْعَلُ (সে বিলম্বে করিবে)।

مضارع مجهول

নিয়ম।

مضارع مجهول প্রস্তুত করিতে হইলে مضارع معروف এর প্রথমবর্ণ "ي" কে مضموم এবং শেষবর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে مفتوح করিতে হয়, শেষ ও দ্বিতীয় বর্ণ পূর্ব্ববৎ থাকে। যথাঃ— يَضْرِبُ হইতে يُضْرَبُ এবং يَجْتَنِبُ হইতে يُجْتَنَبُ

صرف مضارع مجهول

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
يُفْعَلُونَ	يُفْعَلَانِ	يُفْعَلُ	مذكر	غائب
يُفْعَلْنَ	تُفْعَلَانِ	تُفْعَلُ	مونث	غائب
تُفْعَلُونَ	تُفْعَلَانِ	تُفْعَلُ	مذكر	مخاطب
تُفْعَلْنَ	تُفْعَلَانِ	تُفْعَلِينَ	مونث	مخاطب
نُفْعَلُ	+	اُفْعَلُ	مذكر و مونث	متكلم

فِعْلُ نَفْيٍ "নিষেধসূচক ক্রিয়া।"

আরবী ব্যাকরণে مَا ও لَا সাধারণতঃ نفى র চিহ্ন এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও দুইটী চিহ্ন দ্বারা نفى (না) অর্থাৎ নিষেধ আজ্ঞা প্রকাশ করা যায় যথাঃ— لَنْ ও لَمْ

لَمْ অর্থাৎ جحد بلم অনিশ্চয়ার্থে এবং لَنْ অর্থাৎ تاكيد بلن নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ما সচরাচর ماضى র এবং لا مضارع র পূর্ব্বে বসিয়া থাকে; যথাঃ— ما فعلتُ আমি করি নাই; لا افعلُ আমি করিব না। কখন ২ ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে, যথাঃ— مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আল্লা অনভিজ্ঞ নহে। এইরূপ ব্যবহার পবিত্র কোরাণ পাঠ কালে প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

نفي فعل مضارع معروف

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَا يَفْعَلُ	لَا يَفْعَلَانِ	لَا يَفْعَلُونَ
		সে করিতেছে না বা করিবে না।	দুই জন করিতেছে না বা করিবে না।	তাহারা করিতেছে না বা করিবে না।
	مونث	لَا تَفْعَلُ	لَا تَفْعَلَانِ	لَا يَفْعَلْنَ
مخاطب	مذكر	لَا تَفْعَلُ	لَا تَفْعَلَانِ	لَا تَفْعَلُونَ
		তুমি করিতেছ না বা করিবে না।	তোমরা দুই জন করিতেছ না বা করিবে না।	তোমরা করিতেছ না বা করিবে না।
	مونث	لَا تَفْعَلِينَ	لَا تَفْعَلَانِ	لَا تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر - مونث	لَا أَفْعَلُ		لَا نَفْعَلُ
		আমি করিতেছি না বা করিব না।		আমরা করিতেছি না বা করিব না।

نفي فعل مضارع مجهول

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَا يُفْعَلُ	لَا يُفْعَلَانِ	لَا يُفْعَلُونَ

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
مخاطب	مذكر	لَا تَفْعَلْ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلُوا
	مونث	لَا تَفْعَلِيْ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر - مونث	لَا أَفْعَلْ	+	لَا نَفْعَلْ

لَمْ (না)

নিয়ম।

১। مضارع পদের পূর্ব্বে لَمْ বসাইলে مضارع পদ সমূহের অন্ত্যবর্ণের যে যে স্থলে ضَمَّة আছে তাহা سَاكِنْ হইয়া যায় অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পদের একবচন, দ্বিতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গ পদের একবচন ও প্রথম পুরুষের উভয় লিঙ্গের একবচন ও বহুবচনের ل কলেমা سَاكِنْ হইয়া যায়।

২। তৃতীয় পুরুষের ও দ্বিতীয় পুরুষের উভয় লিঙ্গের দ্বিবচন হইতে, দ্বিতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গের একবচন হইতে এবং তৃতীয় পুরুষের ও দ্বিতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গ পদের বহুবচন হইতে অন্ত্যবর্ণ ن লোপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৃতীয় ও দ্বিতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ পদের বহুবচনের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

৩। لَمْ মোযারের পূর্ব্বে বসিলে অতীতকালে কার্য্য নিশ্চয় হয় নাই অর্থ বুঝা যায়।

صرف نفي مضارع معروف بِلَمْ

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَمْ يَفْعَلْ সে করে নাই বা করিবে না।	لَمْ يَفْعَلَا তাহারা দুই জন করে নাই বা করিবে না।	لَمْ يَفْعَلُوا তাহারা করে নাই বা করিবে না।

فاعل	جنس	واحد	تثنیه	جمع
مخاطب	مذکر	لَمْ تَفْعَلْ	لَمْ تَفْعَلَا	لَمْ تَفْعَلُوا
		তুমি কর নাই বা করিবে না	তুই জন কর নাই বা করিবে না।	তোমরা কর নাই বা করিবে না।
	مونث	لَمْ تَفْعَلِي	لَمْ تَفْعَلَا	لَمْ تَفْعَلْنَ
متکلم	مذکر و مونث	لَمْ أَفْعَلْ	+	لَمْ نَفْعَلْ
		আমি করি নাই বা করিব না।		আমরা করি নাই বা করিব নাই।

উপরোক্ত مضارع এর অন্ত্যবর্ণ যদি স্বরবর্ণ ا - و - ی হয়, তবে সে স্বরবর্ণ লোপ প্রাপ্ত হয় কিন্তু তৎসংলগ্ন حرکت (বানান) থাকিয়া যায়; যথাঃ—يَدْعُو হইতে لَمْ يَدْعُ ; يَرْمِي হইতে لَمْ يَرْمِ يَخْشَى হইতে لَمْ يَخْشَ

صرف نفي مضارع مجهول بلم

لَمْ يُفْعَلْ - لَمْ يُفْعَلَا - لَمْ يُفْعَلُوا
ইত্যাদি।

لَنْ (কখনই না)

যখন কোন ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে لَنْ ব্যবহৃত হয়, তখন সে ক্রিয়ার কার্য্য ভবিষ্যতে কখনই হইবে না বুঝা যায়।

নিয়ম।

১। مضارع পদের পূর্ব্বে لَنْ বসিলে لام কলেমা, তৃতীয় পুরুষে উভয় লিঙ্গের একবচনে, দ্বিতীয় পুরুষে পুং লিঙ্গের একবচনে এবং প্রথম পুরুষে

উভয় লিঙ্গের একবচনে ও বহুবচনে مفتوح হইয়া যায়। অর্থাৎ ৫ স্থানে لام কলেমা ضمه স্থলে فتحه প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২। তৃতীয় ও দ্বিতীয় পুরুষের উভয় লিঙ্গের দ্বিবচনের, তৃতীয় পুরুষের পুংলিঙ্গের বহুবচনের, দ্বিতীয় পুরুষে পুংলিঙ্গের বহুবচনের এবং দ্বিতীয় পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গের একবচনের অন্ত্যবর্ণ ن লোপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ৭ স্থানে ن বর্ণ লোপ হয়।

৩। তৃতীয় পুরুষে স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে এবং দ্বিতীয় পুরুষে স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ দুই স্থানে অন্ত্যবর্ণ ن থাকিয়া যায়।

৪। عين কলেমার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না।

صرف نفي مضارع معروف بلَنْ

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
لَنْ يَفْعَلُوا তাহারা কখনই করিবে না।	لَنْ يَفْعَلَا	لَنْ يَفْعَلَ সে কখনই করিবে না।	مذكر	غائب
لَنْ يَفْعَلْنَ	لَنْ تَفْعَلَا	لَنْ تَفْعَلَ	مونث	
لَنْ تَفْعَلُوا তোমরা কখনই করিবে না।	لَنْ تَفْعَلَا	لَنْ تَفْعَلَ তুমি কখনই করিবে না।	مذكر	مخاطب
لَنْ تَفْعَلْنَ	لَنْ تَفْعَلَا	لَنْ تَفْعَلِي	مونث	
لَنْ نَفْعَلَ	+	لَنْ أَفْعَلَ	مذكر مونث	متكلم

نون ثقيله و نون خفيفه

যে نون দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় তাহাকে نُون ثَقِيلَه বা نُون مُشَدَّد বলা যায়, এবং যে نون সাকেনরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাকে نُون خَفِيفَه বলা যায়। এই نون দ্বয় কখন কখন تَاكِيدْ بَلَّمْ এর সহিত পদ সমূহের শেষ বর্ণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত نون দ্বয় প্রযুক্ত পদ দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎকাল প্রকাশ পায়; نُون ثَقِيلَه সকল শব্দের সহিত প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু نُون خَفِيفَه কেবল মাত্র আটটী শব্দের সহিত সংযুক্ত হয়; অর্থাৎ যে نُون ثَقِيلَه পূর্ব্বে الف থাকে, সেখানে نُون خَفِيفَه লোপ প্রাপ্ত হয়।

مضارع معروف بانون ثَقِيلَه

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
لَيَفْعَلُنَّ	لَيَفْعَلَانِّ	لَيَفْعَلَنَّ	مذكر	غائب
তাহারা নিশ্চয় করিবে।		সে নিশ্চয় করিবে।		
لَيَفْعَلْنَانِّ	لَتَفْعَلَانِّ	لَتَفْعَلَنَّ	مونث	
لَتَفْعَلُنَّ	لَتَفْعَلَانِّ	لَتَفْعَلَنَّ	مذكر	مخاطب
তোমরা নিশ্চয় করিবে।		তুমি নিশ্চয় করিবে।		

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
متكلم	مذكر - مونث	لَأَفْعَلَنَّ আমি নিশ্চয় করিব।	+	لَنَفْعَلَنَّ আমরা নিশ্চয় করিব।

مضارع معروف با نون خفيفه

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
غائب	مذكر	لَيَفْعَلَنْ সে নিশ্চয় করিবে।	+	لَيَفْعَلُنْ তাহারা নিশ্চয় করিবে।
	مونث	لَتَفْعَلَنْ	+	+
مخاطب	مذكر	لَتَفْعَلَنْ তুমি নিশ্চয় করিবে।		لَتَفْعَلُنْ তোমরা নিশ্চয় করিবে।
	مونث	لَتَفْعَلِنْ	+	
متكلم	مذكر - مونث	لَأَفْعَلَنْ আমি নিশ্চয় করিব।	+	لَنَفْعَلَنْ আমরা নিশ্চয় করিব।

উপরোক্ত উদাহরণদ্বয়ে একটী لَ পদ সমূহের পূর্ব্ববর্ণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ لَ কোন ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসাইলে সেই ক্রিয়ার কার্য্য

لِ

উক্ত لَ কখন কখন لِ রূপে مضارع পদের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়া থাকে। لِ বর্ণও নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র অনুজ্ঞা সূচক (صيغه امر) পদের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই হেতু ইহাকে আরবী ভাষায় لَامُ الْاَمْرِ বলা যায়।

مضارع এর পূর্ব্বে لِ বসাইলে এবং مضارع এর শেষবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে, সেই ব্যঞ্জনবর্ণ سَاكِنْ হইয়া যায় এবং শেষবর্ণ স্বরবর্ণ হইলে তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। যথাঃ—

مضارع معروف

لِيَفْعَلْ	لِيَفْعَلَانِ	لِيَفْعَلُوْنَ
(সে নিশ্চয় করুক)	(দুই জন নিশ্চয় করুক)	(তাহারা নিশ্চয় করুক)

ইত্যাদি।

مضارع مجهول

لِيُفْعَلْ - لِيُفْعَلَانِ - لِيُفْعَلُوْنَ

ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদাহরণমালার প্রতি দ্বিত্ব نون বা হসন্ত نون বসান যাইতে পারে। তখন ক্রিয়ার অন্তবর্ণ ساكن থাকিলে তাহা متحرك হইয়া যায়।

৩। اَمْرٌ অনুজ্ঞা।

কাহাকেও কোন আদেশ প্রদান করাকে امر বা অনুজ্ঞা বলে। আদেশ

যে বাক্য দ্বারা কাহাকেও কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার আদেশ প্রদান করা যায় তাহাকে অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াপদ অর্থাৎ اَمْرِ طَلَبِى বলে ; আর যে বাক্য দ্বারা কাহাকেও কোন কার্য্যের জন্য নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করা যায় তাহাকে নিষেধসূচক ক্রিয়াপদ অর্থাৎ اَمْرِ اِمْتِنَاعِى বলা যায়।

اَمْرْ কেবল দ্বিতীয় পুরুষের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

امر طلبی

নিয়ম।

১। امر طلبی مضارع مخاطب معروف হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

مضارع হইতে প্রথমতঃ مضارع এর ت বর্ণ ত্যাগ করিতে হয়, এবং ت বর্ণ পরিত্যাগ করার পর যদি কোন হসন্ত বর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে হসন্ত বর্ণের পূর্ব্বে একটী الف বর্ণ সংযোগ করিতে হয়। আর مضارع এর শেষবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ যদি مضموم হয়, তবে সংযুক্ত الف বর্ণকে مضموم করিতে হয় এবং শেষ বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ যদি مفتوح বা مكسور হয়, তবে সংযুক্ত الف কে مكسور করিতে হয়। امر طلبی এর শেষবর্ণ সর্ব্বত্রই ساكن হইয়া থাকে। যথাঃ—

	فعل	مضارع	امر
(ক) —	نَصَرَ	تَنْصُرُ	اُنْصُرْ
(খ) —	ذَهَبَ	تَذْهَبُ	اِذْهَبْ
(গ) —	ضَرَبَ	تَضْرِبُ	اِضْرِبْ

এস্থলে প্রথমতঃ مضارع এর চিহ্ন ت কে লোপ করতঃ الف বর্ণ আনয়ন

(খ) ও (গ) উদাহরণে যেহেতু ع কলেমা যথাক্রমে مفتوح ও مكسور রহিয়াছে সেই জন্য الف বর্ণ مكسور হইয়াছে।

২। مضارع এর প্রথম বর্ণ লোপ করিলে যদি কোন বানান প্রাপ্ত বর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে مضارع এর অন্ত্যবর্ণকে ساكن করিলেই امر طلبى প্রস্তুত হয়, যথা:—تُدَحْرِجُ হইতে دَحْرِجْ ইত্যাদি।

৩। امر طلبى এর অন্ত্যবর্ণ স্বরবর্ণ হইলে তাহা লোপ প্রাপ্ত হয় যথা:—تَدْعُوْ হইতে اُدْعُ ; تَرْمِىْ হইতে اِرْمِ ; تَخْشَى হইতে اِخْشَ

লিঙ্গ ও বচনানুযায়ী اَمْرِ طَلَبِىْ র ছয়টী পদ হয়। যথা:—

صرف امر طلبى

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
اِفْعَلُوْا	اِفْعَلَا	اِفْعَلْ	مذكر	مخاطب
তোমরা কর।	দুই জন কর।	তুমি কর।		
اِفْعَلْنَ	اِفْعَلَا	اِفْعَلِىْ	مونث	

নিশ্চয়ার্থে نون ثقيله এবং نون خفيفه, উপরোক্ত উদাহরণ প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা:—

نون ثقيله

جمع	تثنيه	واحد	جنس	فاعل
اِفْعَلُنَّ	اِفْعَلَانِّ	اِفْعَلَنَّ	مذكر	مخاطب
তোমরা নিশ্চয় কর।		তুমি নিশ্চয় কর।		
اِفْعَلْنَانِّ	اِفْعَلَانِّ	اِفْعَلِنَّ	مونث	

نون خفيفه

اِفْعَلَنْ - اِفْعَلُنْ - اِفْعَلِنْ

اَمْرِ اِمْتِنَاعِيْ 'নিষেধ আজ্ঞা'।

ইহাকে امر نهى ও বলা যায়। مضارع مخاطب এর পূর্ব্বে নিষেধ চিহ্ন لا বসাইয়া অন্ত্যবর্ণকে ساكن করিলেই امر نهى প্রস্তুত হয়। লিঙ্গ ও বচনানুসারে ইহারও ছয়টী পদ হয়। যথাঃ—

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
مخاطب	مذكر	لاَ تَفْعَلْ তুমি করিও না।	لاَ تَفْعَلاَ তোমরা দুই জন করিও না।	لاَ تَفْعَلُوا তোমরা করিও না।
	مونث	لاَ تَفْعَلِي	لاَ تَفْعَلاَ	لاَ تَفْعَلْنَ

امر نهى র পূর্ব্বে ও نون ثقيله এবং نون خفيفه সংযুক্ত হইতে পারে। যথাঃ—

نون ثقيله

فاعل	جنس	واحد	تثنيه	جمع
مخاطب	مذكر	لاَ تَفْعَلَنَّ	لاَ تَفْعَلاَنِّ	لاَ تَفْعَلُنَّ
	مونث	لاَ تَفْعَلِنَّ	لاَ تَفْعَلاَنِّ	لاَ تَفْعَلْنَانِّ

نون خفيفه

لاَ تَفْعَلَنْ - لاَ تَفْعَلُنْ - لاَ تَفْعَلِنْ

تَعْلِيْل و اَجْوَف

বর্ণ ا - و - ى এর পরিবর্ত্তনের তত্ত্বাবধারণকে আরবীতে تَعْلِيْل বলে এবং

নির্দ্ধারণকে أَجْوَف বলে। বর্ত্তমান পুস্তকে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

فِعْلِ حَالِيَّهْ (অসমাপিকা ক্রিয়া।)

বাঙ্গলা ভাষায় অসম্পূর্ণ ক্রিয়াকে "অসমাপিকা ক্রিয়া" বলে। আরবী ব্যাকরণে তাহাকে فِعْلِ حَالِيَّهْ বলে। এইরূপ ক্রিয়া, কর্ত্তা বা কর্ম্মের অবস্থা বর্ণন করে। যথাঃ—

جَاءَ زَيْدٌ بَاكِيًا যাইদ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল।

ذَهَبَ الْغَمَامُ مَاطِرًا মেঘ বৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ذَهَبَ زَيْدٌ سَامِعًا যাইদ শুনিতে শুনিতে চলিয়া গেল।

نَصَرَ زَيْدٌ قَاتِلًا عَمْرًا যাইদ আমরকে মারিতে মারিতে অনুগ্রহ করিল।

এস্থলে بَاكِيًا - مَاطِرًا - سَامِعًا - قَاتِلًا ইত্যাদিকে فِعْلِ حَالِيَّهْ বলা যায়।

৪। اسم فاعل

جمع	تثنيه	واحد	বাচ্য	লিঙ্গ
فَاعِلُونَ	فَاعِلَانِ	فَاعِلٌ	معروف	مذكر
কর্ত্তাগণ	কর্ত্তাদ্বয়	কর্ত্তা		
فَاعِلِينَ	فَاعِلَيْنِ	فَاعِلٍ	مجهول	
فَاعِلَاتٌ	فَاعِلَتَانِ	فَاعِلَةٌ	معروف	مونث
কর্ত্রীগণ	কর্ত্রীদ্বয়	কর্ত্রী		
فَاعِلَاتٍ	فَاعِلَتَيْنِ	فَاعِلَةٍ	مجهول	

আরবী ভাষায় অনেক ক্রিয়া এরূপ আছে যাহাদের فاعل প্রস্তুত হয় না।

৫। اسم مفعول

جمع	تثنية	واحد	বাচ্য	লিঙ্গ
مَفْعُولُونَ	مَفْعُولَانِ	مَفْعُولٌ	معروف	مذکر
مَفْعُولِيْنَ	مَفْعُولَيْنِ	مَفْعُولٍ	مجهول	
مَفْعُولَاتٌ	مَفْعُولَتَانِ	مَفْعُولَةٌ	معروف	مونث
مَفْعُولَاتٍ	مَفْعُولَتَيْنِ	مَفْعُولَةٍ	مجهول	

اَلْبَابُ الرَّابِعُ (৪র্থ অধ্যায়।)

اَلْحُرُوْفُ "অব্যয় পদ"।

অব্যয় পদকে আরবী ভাষায় حَرْفٌ বলে। حرف দুই প্রকার :— حرف عاملہ ও حرف غيرعاملہ

১। اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ

যে সকল অব্যয় পদ অন্যান্য পদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সম্বন্ধ প্রকাশ এবং তাহাদের حركات (ضمه - كسره - فتح) এর পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহাদিগকে حَرْفٌ عاملہ বলে। তাহারা সংখ্যায় এক শত হয়।

(ক) যে সকল অব্যয় কোন বিশেষ্য পদের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার শেষবর্ণে كسره প্রদান করে, তাহাদিগকে حرف جر বা حروف جارّ বলে। তাহারা সংখ্যায় ১৭টী মাত্র।

اَلْحُرُوفُ الْجَرّ

بِ	প্রতি, সহিত, কে, দিকে,	اِلٰى	প্রতি, দিকে,	مُنْذُ	হইতে,
حَتّٰى	পর্য্যন্ত,	رُبَّ	প্রায়,	مِنْ	হইতে,
فِىْ	মধ্যে,	مُذْ	হইতে,	حَاشَا	ব্যতীত,
عَدَا	ব্যতীত,	عَنْ	হইতে,	كَ	যেমন, মত,
لِ	জন্য, নিশ্চয়,	خَلَا	ব্যতীত, বাহিরে,	وَ	প্রতিজ্ঞাসূচক,
تَا	প্রতিজ্ঞাসূচক,	عَلٰى	প্রতি।		

সপ্তদশবর্ণ জার্রা আরবী ভাষায়।
কণ্ঠস্থ তাদেরে তুমি রাখিবে সদায়॥
বে, তে, ওয়াও, লাম, মিন, আন্, ফি, আলা।
কাফ্, মুনয, মুয্, এলা, রোব্বা, ও খালা॥
হাশা, হাত্তা, আর আদা, অবশিষ্ট জার।
অন্যথা করিতে পারে নাহি সাধ্য কার॥

بَا و تَا و كَاف و لَام و وَاو و مُنْذُ و مُذْ خَلَا
رُبَّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِىْ عَنْ اِلٰى حَتّٰى عَلٰى

উদাহরণমালা।

(১) ب - بِاللّٰهِ কসম আল্লার। مَرَرْتُ بِخَالِدٍ খালেদের নিকট দিয়া গিয়াছিলাম।

مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আল্লা অসতর্ক নন। اَتٰى بِالْكُتُبِ - পুস্তকের সহিত আসিয়াছিল। كَتَبْتُ بِقَلَمٍ - কলম দ্বারা লিখিয়াছিলাম।

نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ - বদরে আল্লা তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।

(২) فِيْ - فِى الدَّارِ خَالِدٌ - খালেদ ঘরে। زَيْدٌ فِي الْمَسْجِدِ - যাইদ্ মস্-জিদে। اَلْمَالُ فِى الْكِيْسِ - মাল থ'লের মধ্যে।

(৩) كَ - كَرَجُلٍ - মানুষের মত। كَالْاَسَدِ - বাঘের মত। كَاَنَا - আমার মত। كَهُوَ তাহার মত। كَمَا - সেই মত।

(৪) لِ - لِيْ - আমার জন্য। لِلّٰهِ مَا فِى الْاَرْضِ - যাহা কিছু পৃথিবীতে সব আল্লার জন্য। لَنَا - আমাদের। لَكَ - তোমার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - সমস্ত প্রশংসা আল্লার। لَ لِ - এই দুই অব্যয় পদের অর্থ স্থলবিশেষে প্রতি, জন্য, নিশ্চয়, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

(৫) تَ - تَاللّٰهِ - আল্লার কসম।

(৬) وَ - وَاللّٰهِ - আল্লার কসম। "وَ" অর্থে 'সহিত' 'এবং'ও হইয়া থাকে। جَلَسْتُ وَرَشِيْدًا - আমি রশিদের সহিত বসিয়াছিলাম। جَاءَ الْخَالِدُ وَزَيْدًا - খালেদ যাইদের সহিত আসিয়াছিল।

(৭) اِلٰى - جَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ - সে মসজিদের দিকে গিয়াছিল। اِلٰى - অর্থে কখন ২ তে, দিকে, প্রতি, নিকট, পর্য্যন্ত ইত্যাদি বুঝায়। ذَهَبْتُ اِلٰى اَحْمَدَ - আমি আহ্মদের নিকট গিয়াছিলাম। اِلَى الْاٰنِ - এ পর্য্যন্ত।

(৮) عَلٰى - عَلَيْهِ - তাহার প্রতি خَالِدٌ عَلَى السَّطْحِ খালেদ ছাদের উপর।

(৯) عَنْ - اِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - নিশ্চয়ই আল্লাতালা উভয় জগৎ হইতে (মধ্যে) স্বাধীন।

(১০) مِنْ - خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ - আমি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম।

(১১) مُنْذُ
(১২) مُذْ } مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -আমি জুমা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখি নাই।

(১৩) حَتَّى - أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا - আমি মাছের মাথা পর্য্যন্ত খাইয়াছিলাম।

(১৪) حَاشَا - جَاءَ الْقَوْمُ حَاشَا خَالِدٍ - দলের সকলে আসিয়াছিল খালেদ ব্যতীত।

(১৫) خَلَا - رَأَيْتُ الْقَوْمَ خَلَا خَالِدٍ - আমি দলের সকলকে দেখিয়াছিলাম খালেদ ব্যতীত।

(১৬) عَدَا - مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ عَدَا خَالِدٍ - আমি দলের সকলের নিকট গিয়াছিলাম খালেদ ব্যতীত।

(১৭) رُبَّ - رُبَّ رَجُلٍ لَقِيتُهُ - আমি এক জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

عَمَّا = عَنْ + مَا ; مِمَّا = مِنْ + مَا

নিম্নলিখিত আরবী অব্যয়গুলির অর্থ স্মরণ রাখা উচিত।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
أَمَامَ	সম্মুখে	تَحْتَ	নীচে	دُونَ	নীচে
عَبْرَ	অপর পার	بَعْدَ	পরে	حَوْلَ	চতুর্দ্দিকে
سِوَى - سَوَا	ব্যতীত	عِنْدَ	নিকট	بَيْنَ	দুইয়ের মধ্যে
خَلْفَ	পিছে	شَطْرَ	দিকে	عِوَضَ	পরিবর্ত্তে
غَيْرَ	ব্যতীত	قَبْلَ	পূর্ব্বে	مَعَ	সহিত
وَسَطَ	মধ্যে	فَوْقَ	উপরে	قُدَّامَ	পূর্ব্বে
وَرَا	পরে	مِنْ بَعْدُ -	পরে		

ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়।

خَلَا ও عَدَا শব্দের পূর্ব্বে যখন مَا শব্দটী বসে তখন তাহাদের পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদের শেষবর্ণ مَفْتُوح হয় যথাঃ— مَا عَدَا خَالِدًا খালেদ ব্যতীত। مَا خَلَا عَمْرًا - আমির ব্যতীত।

اَلْحُرُوفُ النِّدَاءِ "সম্বোধন সূচক অব্যয়"।

যে সকল শব্দ দ্বারা কাহাকে সম্বোধন করা যায় তাহাদিগকে حروف ندا বলে। আর যে ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বোধন করা যায় তাহাকে منادى বলে।

আরবী ব্যাকরণে সম্বোধন পদ পাঁচটী يَا - اَيَا - اَيْ - اَ - هَيَا বা اَيُّهَا ; يَا নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী পদের জন্য, اَيَا ও هَيَا কেবল দূরবর্ত্তী পদের জন্য এবং اَيْ ও اَ কেবল নিকটবর্ত্তী পদের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা যখন কোন একমাত্র পদের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন সেই পদের শেষবর্ণ مضموم হয় কিন্তু সেই পদ অন্য কোন পদের مضاف হইলে مضاف পদের শেষবর্ণ مفتوح হইয়া থাকে যথাঃ— يَا زَيْدُ হে যাইদ, يَا عُبَيْدُ - হে দাস, يَا رَسُوْلَ اللهِ হে খোদার প্রেরিত পুরুষ! يَا اَللهُ 'হে আল্লাহ্! اَيَا غُلَامَ زَيْدٍ 'হে যাইদের দাস ; اَىْ عَبْدَاللهِ হে আল্লার দাস! هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ ' হে জাতির নেতা! اَىْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ হে জাতি শ্রেষ্ঠ! اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ - কি তুমি দেখ নাই কেমন করিয়াছিল। উপরোক্ত উদাহরণ নিচয়ে زَيْدُ ও عُبَيْدُ পদদ্বয়কে منادى বলে এবং منادى একমাত্র হওয়াই তাহারা مضموم হইয়াছে। কিন্তু غُلَامَ - عَبْدَ - شَرِيْفَ - اَفْضَلَ ইত্যাদি অন্য পদের مضاف হওয়াতে তাহাদের শেষবর্ণ مفتوح হইয়াছে।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে منادي র শেষবর্ণ ى - و - হইলে তাহাদের حركات যেমন তেমনই থাকে যথাঃ— يا ابي زيد - يا ابو زيد - يا ابا زيد

اَلْحُرُوْفُ الشَّرْطِ

ইহারা সংখ্যায় ৪টী মাত্র :— اِنْ (যদি), — لَوْ (যদি) - لَوْلَا (যদি) - اَمَّا (কিন্তু)।

(১) اِنْ - اِنْ جَاءَكَ خَالِدٌ اَكْرِمْهُ = যদি খালেদ তোমার নিকট আসে তবে তাহার সম্মান করিবে। اِنْ تَكْتُبْ اَكْتُبْ যদি তুমি লিখ আমি লিখিব।

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ মৃত্যুকে স্মরণ কর যদি মোমিন হও।

(২) لَوْ - لَوْ جَاءَنِيْ خَالِدٌ لَاَكْرَمْتُهُ যদি খালেদ আমার নিকট আসিত আমি নিশ্চয়ই তাহার সম্মান করিতাম।

(৩) لَوْلَا - لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ যদি আলি না থাকিত ওমর নিশ্চয় বিপদে পড়িত।

(৪) اَمَّا - زَيْدٌ وَعَمْرٌو جَاءَ اِلَى اَمَّا زَيْدٌ اَكْرَمْتُهُ যাইদ ও আমর আসিয়াছিল কিন্তু আমি যাইদের সম্মান করিয়াছিলাম।

اَلْحُرُوْفُ النَّوَاصِبُ الْمُضَارِعْ

যে সকল حرف কোন مضارع র পূর্ব্বে বসিয়া مضارع র শেষবর্ণকে نصب অর্থাৎ فتح প্রদান করে তাহাদিগকে حروف نواصب বলে।

ইহারা ৬টী মাত্র :— اَنْ (যে) لَنْ - (নিশ্চয় না),— كَيْ (যেন) - اِذَنْ (তবে) ل (জন্ম) حَتّٰى (পর্য্যন্ত) ইহারা مضارع র সহিত সংযুক্ত

হইয়া مضارع র শেষবর্ণকে مفتوح করে এবং শেষবর্ণ "ن" থাকিলে তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু يفعلن ও تفعلن র "ن" লোপ পায় না।

(১) ان - امرت زيدا ان اكتب আদেশ করিয়াছিলাম যাইদকে যে 'লিখ'।

سمعت ان تخرج শুনিয়াছিলাম যে তুমি বাহিরে গিয়াছ।

(২) لن - لن يضرب زيد যাইদ কখনই মারিবে না।

لن تفعل তুমি কখনই বা নিশ্চয়ই করিবে না।

(৩) كي - اسلمت كي ادخل الجنة আমি ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি যেন আমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারি।

(৪) اذن - اذن تدخل الجنة তবে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করিবে।

(৫) ل - سكت ليسمع كلامي কথা শুনিবার জন্য সে চুপ করিয়াছিল।

(৬) اضربه حتى يموت মার তাহাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে না মরে।

الحروف الجوازم المضارع

ইহারা সংখ্যায় ৫টী মাত্র :— لم - (না) - لما (কখন না) - لام الامر (আদেশ সূচক) لاء النهي (নিষেধ সূচক) ان شرطية (যদি)।

এই অব্যয়গুলি যে সকল مضارع পদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় তাহাদের শেষ বর্ণ جزم (হসন্ত) প্রাপ্ত হয়।

(১) لم يضرب خالد খালেদ মারিবে না। لم ار - দেখি নাই।

(২) لما يضرب خالد খালেদ কখনই মারিবে না। لما ار خالدا কখনই

(৩) لَيَضْرِبْ خَالِدٌ খালেদ নিশ্চয়ই মারিবে।

(৪) لَا تَضْرِبْ خَالِدًا খালেদকে মারিও না।

(৫) اِنْ تَضْرِبْ خَالِدًا - اَضْرِبْكَ যদি তুমি খালেদকে মার আমি তোমাকে মারিব।

২। حَرْفُ غَيْرِ عَامِلَةٍ

যে সকল অব্যয়পদ কোন পদের সহিত সংযুক্ত না হইয়া এক বাক্যের সহিত অপর বাক্যের সম্বন্ধ প্রকাশ করে তাহাদিগকে حَرْفُ غَيْرِ عَامِلَةٍ বলে।

حرف غير عاملة দশ প্রকার :—

وَ - فَ - ثُمَّ - حَتَّى - بَلْ - اَوْ - اَمْ - اِمَّا - لٰكِنْ - لَا

এবং - অতএব - আরও - পর্য্যন্ত - বরং - অথবা - অথবা - অথবা - কিন্তু - না

اَلْحُرُوْفُ الْعَطْفِ (১)

وَ - فَ - ثُمَّ - حَتّٰى - بَلْ কে সংযোজক অব্যয় বলা যাইতে পারে এবং অবশিষ্ট অব্যয় - اَوْ - اَمْ - اِمَّا - لٰكِنْ - لَا কে বিয়োজক অব্যয়রূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে।

উদাহরণ।

جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو যাইদ্ এবং আঁমর আসিয়াছিল।

قَامَ رَشِيْدٌ فَمَامُوْنٌ প্রথমে রশিদ দাঁড়াইল পরে মামুন্।

اَتٰى بَكْرٌ - ثُمَّ - اَخُوْهُ প্রথমে বাকর্ আসিল পরে তাহার ভ্রাতা।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ নিশ্চয় খোদা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে।

هٰذَا إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ ইহা হয় গাছ অথবা প্রস্তর।

هٰذَا إِنْسَانٌ أَمْ حَيَوَانٌ এটী মানুষ অথবা পশু।

قَدِمَ زَيْدٌ بَلْ بَكْرٌ যাইদ প্রথমে আছে, না বরং বকির প্রথমে আছে।

مَا قَامَ زَيْدٌ لٰكِنْ خَالِدٌ যাইদ দাঁড়াইয়া ছিল না কিন্তু খালেদ দাঁড়াইয়া ছিল। لٰكِنْ কখন ২ لٰكِنَّ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

(২) اَلْحُرُوفُ التَّنْبِيهِ

যে সকল শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি রাগ বা ভয় প্রদর্শন করা হয় তাহাদিগকে حرف تنبيه বলে। তাহারা ৩টী মাত্র যথা—أَلَا - أَمَا - هَا সাবধান - কি - কি।

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ সাবধান! নিশ্চয় তাহারা কলহপ্রিয়।

أَمَا لَا تَفْعَلُ কি! করিবে না? هَا زَيْدٌ قَائِمٌ কি যাইদ্ দাঁড়াইয়া আছে?

(৩) اَلْحُرُوفُ الْإِيجَابِ

যে সকল শব্দ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ পায় তাহাদিগকে حَرْفُ الْإِيجَابِ বলে। তাহারা পাঁচটী যথাঃ— نَعَمْ - إِيْ - بَلٰى - أَجَلْ - جَيْرِ

أَجَاءَ زَيْدٌ কি যাইদ্ আসিয়াছিল? نَعَمْ - হাঁ।

أَمَا كَفَاكَ هٰذَا الدِّرْهَمُ কি এই দেরহাম তোমার যথেষ্ট হইবে? بَلٰى - হাঁ।

إِيْ كَفَانِيْ হাঁ যথেষ্ট হইবে।

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ কি আমি তোমার প্রতিপালক নহি?

بَلٰى أَنْتَ رَبُّنَا হাঁ আপনি আমার প্রতিপালক।

اَجَاءَ زَيْدٌ কি যাইদ্ আসিয়াছিল? اِيْ وَ اللّٰهِ হাঁ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি

☞ "اِيْ" প্রতিজ্ঞাসূচক পদের সহিতই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

اَلْحُرُوفُ التَّفْسِيْرِ (৪)

যে অব্যয় কোন বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বুঝায় তাহাকে حَرْفُ تَفْسِيْرِ বলে। حرف تفسير দুইটী اَيْ যে ও اَنْ যে।

هُوَ مَكِّيٌّ اَيْ مَنْسُوبٌ اِلَى مَكَّةَ সেই ব্যক্তি মক্কাবাসী যে মক্কার সহিত সম্বন্ধ রাখে বা মক্কায় থাকে

نَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ আমরা তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'হে ইব্রাহিম'।

اَلْحُرُوفُ الرَّدْعِ (৫)

كَلَّا ضَرَبْتُ زَيْدًا - كَلَّا আমি কখনই যাইদকে মারি নাই।

اِلَّا - অর্থে ব্যতীত বুঝায় ইহাকেও حرف বলা যাইতে পারে, যথা:—

جَاءَ فِي الْقَوْمِ اِلَّا زَيْدًا সে আসিয়াছিল দলে যাইদ ব্যতীত।

☞ যে শব্দের পূর্ব্বে اِلَّا বসে সে শব্দ مَفْتُوحٌ تَنْوِينٌ বা مَفْتُوحٌ হয়।

اَلْحُرُوفُ الْاِسْتِفْهَامِ (৬)

حرف استفهام দুইটী যথা:— اَ - هَلْ ইহাদের দ্বারা কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা বুঝায়।

اَجَاءَكَ زَيْدٌ যাইদ তোমার নিকট আসিয়াছিল কি? اَمَاتَ সে কি মরিয়াছে? هَلْ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ —তোমার নিকট দেরাম আছে কি?

أَيْنَ - أَنّٰى - أَيَّانَ - مَتٰى - أَيُّ - مَاذَا - مَا - مَنْ ইত্যাদি পদ দ্বারাও কখন ২ জিজ্ঞাসা বুঝায়।

উদাহরণ।

مَنْ فِى الدَّارِ؟ ঘরে কে আছে? مَا تَفْعَلُ؟ তুমি কি করিবে না?

مَاذَا يَقُولُ هٰذَا الرَّجُلُ؟ এ লোকটা কি বলিতেছে?

أَيُّ الْبِلَادِ أَحْسَنُ؟ কোন দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট? مَتٰى تَذْهَبُ؟ কখন যাইবে?

أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ؟ কখন কেয়ামত্ হইবে? أَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ ইহা কোথায় পাইলে?

أَيْنَ تَمْشِى؟ কোথায় যাইবে?

উক্ত উদাহরণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, أَيَّانَ و مَتٰى সময়বোধক এবং أَنّٰى - أَيْنَ স্থানবোধক শব্দ।

اَلْحُرُوفُ التَّحْضِيضِ وَالتَّوْبِيخِ (৭)

ইহারা সংখ্যায় ৩টী মাত্র যথাঃ— هَلَّا যদি বা যেহেতু لَوْمَا - لَوْلَا যদি না।

যখন ইহারা অতীতকালের সহিত ব্যবহৃত হয় তখন তিরস্কার বুঝায় যথাঃ—

هَلَّا أَكْرَمْتَ زَيْدًا وَ قَدْ كَانَ ضَيْفَكَ যাইদের সম্মান করা উচিত ছিল যেহেতু তোমার অতিথি ছিল।

যখন কোন ভবিষ্যৎ বাচক ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন প্ররোচনা বা উত্তেজনা সূচক ভাব প্রকাশ করে যথাঃ—

هَلَّا تَقْرَأُ لِتَكُونَ عَالِمًا তুমি যদি পড় অবশ্যই বিদ্বান হইতে পার।

اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرُ (٨)

اَنْ ও مَا কে حرف المصدر বলে যথাঃ— اَعْجَبَنِي اَنْ تَضْرِبَ زَيْدًا - اَىْ ضَرْبُكَ
তুমি যাইদকে মারার জন্য আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি

اَلْحَرْفُ التَّوَقُّعِ (٩)

قَدْ অতীত ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইলে নিশ্চয়ার্থ এবং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইলে সন্নার্থ প্রকাশ করে যথাঃ—

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ নিশ্চয় নামাজ আরম্ভ হইয়াছে।

غَنِيٌّ قَدْ يَفْتَقِرُ ধনী ব্যক্তিও কখন ২ দরিদ্র হয়।

اَلْحُرُوْفُ التَّاكِيْدِ (١٠)

ইহারা দুইটী মাত্র ঃ— لَ এবং نُوْنَ خَفِيْفَهْ বা نُوْنْ ثَقِيْلَهْ

نُوْن خَفِيْفَه এবং نُوْن ثَقِيْلَه কেবল مضارع এর শেষে এবং لَ বিশেষ্য এবং ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়া تاكيد অর্থাৎ অনতিবিলম্বে কার্য্যের সম্পূর্ণতা প্রার্থনা করে যথাঃ—

لَيَضْرِبَنَّ - لَيَضْرِبَنْ শীঘ্র মার। زَيْدٌ لَقَائِمٌ যাইদ নিশ্চয়ই দাঁড়াইয়া আছে।

نُوْن خَفِيْفَه - نُوْن ثَقِيْلَه র বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

اَلْحُرُوْفُ النَّفِيِّ

আরবীতে কেবল না বুঝাইবার জন্য لَا ও مَا দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নদ্বয় যখন কোন বাক্যের বা পদের সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন কর্ত্তাপদ ব্যতীত পরবর্ত্তী অন্যান্য পদ সমূহ مَفْتُوْح تَنْوِيْن হইয়া থাকে, যথা ঃ—

مَازَيْدٌ قَائِمًا যাইদ দাঁড়াইয়া নাই। لَا زَيْدٌ نَائِمًا যাইদ ঘুমাইয়া নাই।

لَا رَجُلٌ أَفْضَلُ مِنْكَ =কোন ব্যক্তি তোমা চেয়ে গুণবান্ নাই।

কিন্তু "لا" যখন কোন نكرة مفرد অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট বিশেষ্য পদের সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন উক্ত পদকে فَتْح প্রদান করে যথাঃ— لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ — কোন ব্যক্তি ঘরে নাই।

নিম্নলিখিত নয়টী পদ যে ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয় তাহার শেষবর্ণকে হসন্ত করে।

اِنْ - اِذْمَا - مَتَى - مَنْ - اَىْ - اَنَّى - حَيْثُمَا

حرف جازم - مَا - مَهْمَا - اَيْنَمَا

হইলে প্রযুক্ত উক্ত নয়টী অব্যয়।

হসন্ত গ্রহণ করে ক্রিয়া পদচয়॥

اَلْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ "ক্রিয়ার বিশেষণ।"

ইহারাও সংখ্যায় ৬টী মাত্র যথাঃ— اِنَّ (নিশ্চয়); اَنَّ (যে); كَاَنَّ (যেন); لٰكِنَّ (কিন্তু); لَيْتَ (ইচ্ছা করি বা যদি); لَعَلَّ (সম্ভব)।

اِنَّ পদ বা বাক্যের প্রথমে এবং اَنَّ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এই অব্যয় সমূহ যে সকল বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসে তাহাদের শেষবর্ণকে مفتوح বা تنوين مفتوح এবং দ্বিতীয় বিশেষ্য পদের শেষবর্ণকে مضموم বা تنوين مضموم করিয়া থাকে যথাঃ—

(১) اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ =নিশ্চয় আল্লা মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

إِنَّ خَالِدًا قَائِمٌ —নিশ্চয় খালেদ দাঁড়াইয়া আছে।

(২) سَمِعْتُ أَنَّ خَالِدًا ذَاهِبٌ =শুনিয়াছি যে খালেদ একজন যাত্রী।

(৩) كَأَنَّ خَالِدًا أَسَدٌ =খালেদ যেন একটী ব্যাঘ্র।

(৪) قَامَ خَالِدٌ لَكِنَّ زَيْدًا جَالِسٌ =খালেদ দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু যাইদ বসিয়াছিল।

(৫) لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ =ইচ্ছা করি (বা যদি) যৌবন ফিরিয়া আসে।

لَيْتَ خَالِدًا حَاضِرٌ =সম্ভব খালেদ উপস্থিত আছে।

(৬) لَعَلَّ خَالِدًا خَارِجٌ =সম্ভব খালেদ বাহিরে আছে।

لَعَلَّ زَيْدًا قَائِمٌ = সম্ভব যাইদ দাঁড়াইয়া আছে।

আরবী ভাষায় অব্যয় এবং ক্রিয়ার বিশেষণের মধ্যে পার্থক্যাবধারণ দুষ্কর। নিম্নলিখিত শব্দগুলি مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব ইহাদিগকে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ক্রিয়ার বিশেষণ।

دَاخِلًا	মধ্যে	طَوْعًا	ইচ্ছার সহিত	رُبَّمَا	কখন ২
خَارِجًا	বাহিরে	كَرْهًا	অনিচ্ছার সহিত	قَدْ - فَقَدْ	নিশ্চয়
كَثِيرًا	অধিক	أَبَدًا	চিরকাল	قَطُّ	কোন সময়
قَلِيلًا	অল্প	إِنْ	যদি	كَأَنَّ كَمَا	যেন, মত, ন্যায়
مَعًا	সহিত	إِنَّ	নিশ্চয়	كَلَّا	কথনই না

يَوْمًا	একদিন	اِنَّمَا	যদি না ; কেবল মাত্র, নাই কি ?	كَمْ	কতটী
لَيْلًا	রাত্রে	اِيَّانَ	যখন	كَيْفَ	কেমন, কি প্রকার
نَهَارًا	দিনে	اِيْدِ	সাবাস	لَا	না
اِتِّفَاقًا	হঠাৎ	بَعْدُ	পরে	لُوْ	না
يَمِيْنًا	ডাহিনে	حَسِّ	এখানে এস	لَنْ	কখনই না
شِمَالًا	বামে	حَاشَا	হ'তে পারে, ব্যতীত	لَوْ	যদি
سَرِيْعًا	শীঘ্র	حَيْثُ	কোথায়, কেন ?	لِمَ	কেন
رَغْبَةً	ইচ্ছার সহিত	رُبَّ	অধিক	لَوْلَا	যদি না
لَيْتَ	আমি ইচ্ছা করি	اِيْ	হাঁ	اَلَا	নিশ্চয়, সাবধান
مَا	না	أَجَلْ	হাঁ	اَمْ	অথবা
مَتٰى	কখন	نَعَمْ	হাঁ	اَمَا	কি নয় ?
أَ	কি	بَلٰى	হাঁ	وَا	সাবাস
هَا	ধর, দেখ	هَلْ	যদি, সাবধান	هُنَا - هَنَا	এখানে
يَا اَيُّهَا	হে !	هَيَّا - هَيْتُ, هَيْتِ - هَيْتَ	এখানে এস	كُلَّمَا	যখন
				لَيْسَ	কখন না।

ক্রিয়ার ৯টী রূপ।

حال	تفضيل	آله	ظرف	مفعول	فاعل	امر	مضارع	ماضی	অর্থ
ضَرْبًا	اَضْرَبُ	مِضْرَبٌ	مَضْرِبٌ	مَضْرُوْبٌ	ضَارِبٌ	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	সে মারিয়াছিল।
نَصْرًا	اَنْصَرُ	مِنْصَرٌ	مَنْصَرٌ	مَنْصُوْرٌ	نَاصِرٌ	اُنْصُرْ	يَنْصُرُ	نَصَرَ	সে সাহায্য করিয়াছিল।
فَتْحًا	اَفْتَحُ	مِفْتَحٌ	مَفْتَحٌ	مَفْتُوْحٌ	فَاتِحٌ	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	فَتَحَ	সে খুলিয়াছিল।
عِلْمًا	اَعْلَمُ	مِعْلَمٌ	مَعْلَمٌ	مَعْلُوْمٌ	عَالِمٌ	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	সে জানিয়াছিল।
حِسْبًا	اَحْسَبُ	مِحْسَبٌ	مَحْسَبٌ	مَحْسُوْبٌ	حَاسِبٌ	اِحْسِبْ	يَحْسِبُ	حَسِبَ	সে গণনা করিয়াছিল।
كَرَمًا	اَكْرَمُ	مِكْرَمٌ	مَكْرَمٌ	مَكْرُوْمٌ	كَارِمٌ	اُكْرُمْ	يَكْرُمُ	كَرُمَ	সে সম্মান করিয়াছিল।
سَمَاعًا	اَسْمَعُ	مِسْمَعٌ	مَسْمَعٌ	مَسْمُوْعٌ	سَامِعٌ	اِسْمَعْ	يَسْمَعُ	سَمِعَ	সে শুনিয়াছিল।
فَاضِلًا	اَفْضَلُ	مِفْضَلٌ	مَفْضَلٌ	مَفْضُوْلٌ	فَاضِلٌ	اُفْضُلْ	يَفْضُلُ	فَضَلَ	সে অনুগ্রহ করিয়াছিল।

فَتْحٌ كَسْرٍ - فَتْحٌ ضَمٍّ - فَتْحَتَانِ   كَسْرَةٌ فَتْحٍ - كَسْرَةٌ كَسْرٍ ضَمَّتَانِ

Bengali-Arabic Grammar

IN NEW STYLE

SECOND PART

BY

ABDUL GHANI

বাঙ্গালা-আরবী ব্যাকরণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

আব্দুল গণি প্রণীত।

First Edition

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, 41, LOWER CIRCULAR ROAD, FOR THE AUTHOR.

1912.

March. Price, As. 12.
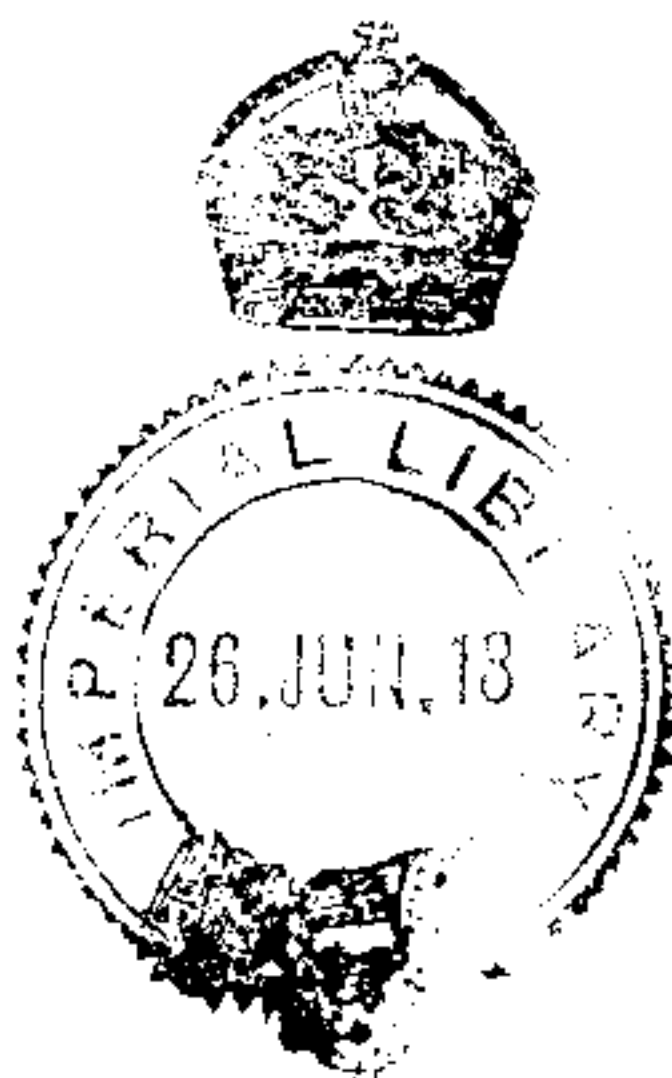
বাঙ্গালা-আরবী ব্যাকরণ।

ভূমিকা।

الله الله انت لي نعم الوكيل
انت حسبي انت ربي يا جليل

হে সর্ব্বশক্তিমান্ করুণা-নিদান রব্বিল আলমিন, তোমার কৃপাবলে ও সাহায্য-মূলে আমি বাঙ্গালা-আরবী ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত ও প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইলাম বলিয়া তোমার অসীম কৃপা ও অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছি।

ইসলাম ধর্ম্ম, তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্য দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ গূঢ় তত্ত্বাবগত হইবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মানব-হৃদয়ে আরবী শিক্ষালাভের এক বিশ্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষা প্রবল-বেগে জাগিয়া উঠে। পক্ষান্তরে আরবী একটী প্রাচীন ও পরিপুষ্ট ভাষা। এক শব্দের শত শত প্রতিশব্দ যেরূপ আরবী ভাষায় পরিলক্ষিত হয়, অন্যান্য সমুন্নত ভাষাতেও সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। আরবী ভাষায় তরবারির অনুমান ৩০০০, উষ্ট্রের ১০০০, মদ্যের ১০০০, ব্যাঘ্রের ৫০০, অজাগরের ২০০ ও নগরের ৮০টী নাম আছে। তদ্ব্যতীত একটী আরবী পদ হইতে তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা শতাধিক পদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব আরবী যে কেবল কোরাণ ও হাদিসের ভাষা বলিয়া মুসলমান মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা নহে, বরং ইহা একটী সর্ব্বাঙ্গীণপরিপুষ্ট ও চিত্তাকর্ষক সুললিত ভাষা বলিয়া বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই গৌরবান্বিত ভাষা যাহাতে বিভিন্ন দেশবাসী ও

বিভিন্ন ভাষাভাষী কর্ত্তৃক বিশুদ্ধরূপে লিখিত, পঠিত ও ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য আরববাসী কর্ত্তৃক আরবী ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কথিত আছে যে হজরত আলী আরবী বৈয়াকরণ-গণের আদি গুরু। তিনি সর্ব্বপ্রথম দোয়েল-নিবাসী আবুল আসওদ নামক এক ব্যক্তিকে আরবী ব্যাকরণের অন্তর্গত কয়েকটী মৌলিক নিয়মের বিষয় শিক্ষাদান করেন ; যথা ঃ—

اَلْكَلَامُ كُلُّهٗ ثَلٰثٌ اِسْمٌ - فِعْلٌ و حَرْفٌ - كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ - كُلُّ

مَفْعُوْلٍ مَنْصُوْبٌ و كُلُّ مُضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ *

পরে হজরত উমরের আদেশমতে উক্ত আবুল আসওদ আরবী ব্যাকরণের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নিয়মগুলি সংগ্রহ করেন এবং কালক্রমে উক্ত নিয়মসমূহ উন্নত, পরিবর্দ্ধিত ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

কোন একটী আরবী পদের অর্থ তাহার حركات এর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জের, জাবার ও পেশের প্রভেদ হইলেই অর্থের আকাশ পাতাল প্রভেদ জন্মে। যেমন مَاشَانَكَ বলিলে, তোমাতে কি দোষ আছে, বুঝায় ; আর مَاشَانُكَ বলিলে, তোমার অবস্থা কিরূপ, বুঝায় ; সেইরূপ خَتَنَكَ বলিলে, কে তোমার খাৎনা দিয়াছে, বুঝায় ; আর خَتَنُكَ বলিলে, কে তোমার জামাতা হয়, বুঝায়। এইহেতু আরবী পাঠকালে حركات এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। আর ইহা অতি সহজ, কারণ কয়েকটী মূল নিয়ম স্মরণ রাখিলেই اعراب সম্বন্ধে ভূল করিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

স্বধর্ম্মানুরাগী মুসলমান মাত্রেরই হৃদয়ে আরবী শিক্ষার অল্পাধিক আকাঙ্ক্ষা বিরাজিত থাকে ; কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কেহ বা সময়াভাবে, কেহ বা অর্থাভাবে, আর কেহ বা আলস্য প্রযুক্ত তাহাদের

মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। অধুনা আল্লাতালার অনুগ্রহে আরবী শিক্ষার প্রবল বাসনা ভারতীয় মোসলেম সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং প্রজাবৎসল সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রজার বাসনানুযায়ী সরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মকতবসমূহে আরবী শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আরবী ব্যাকরণের অন্তর্গত علم صرف সম্বন্ধে কয়েকটী পুস্তক বঙ্গভাষায় ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু علم نحو সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এই অভাব দূরীকরণ ও বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজে আরবী শিক্ষার প্রচলন করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকে علم نحو এর অন্তর্গত প্রধান প্রধান নিয়মগুলি অতি সরল ভাষায় বর্ণিত ও আধুনিক প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণের অনুরূপ সজ্জিত এবং সম্ভবপর উদাহরণসমূহ পবিত্র কোরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরও শিক্ষার্থিগণের সুবিধার্থে যতদূর সম্ভব আরবী শব্দ, পদ ও বাক্যনিচয়ের বাঙ্গালা অর্থ ও حركات এবং প্রশ্নাবলী প্রদত্ত হইয়াছে।

نحو مير - شرح جامي - شرح عبد الرسول প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থাবলী ও অমৃতসরী মৌলবী হাফেজ আবদুর্‌রহমান সাহেবের كتاب النحو হইতে বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মালদহের প্রসিদ্ধবক্তা, ও স্বনামখ্যাত মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল, মালদহ জেলা স্কুলের প্রথম মৌলবী মহম্মদ ফায়েজ, দ্বিতীয় মৌলবী মহম্মদ ফায়েজুরহমান, তৃতীয় মৌলবী মহম্মদ সুলতান আহামদ সাহেবগণ ইহার ভুল সংশোধন, প্রুফ-দর্শন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বর্ত্তমান গ্রন্থ দ্বারা আরবী শিক্ষার্থীদিগের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলে আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহুকষ্টোপার্জ্জিত অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। ভুল ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

* এই ব্যাকরণের প্রথম ভাগ প্রকাশ কার্য্যে মালদহ জেলার উদার-চেতা, প্রজাবৎসল মাননীয় জমিদার রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, "কাইসরে হিন্দ" বাহাদুর ও মালদহ বাইশ হাজারী ষ্টেটের বিদ্যোৎসাহী মোতাআল্লী মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ আবদুল্লা উলমুসভি সাহেব বি, এ, আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, এবং স্বধর্ম্মানুরাগী মাননীয় নবাব আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সি, আই, ই, প্রাচীন সাহিত্যসেবী খান বাহাদুর মাননীয় মৌলবী তস্‌লিম উদ্দিন আহমদ সাহেব বি, এল, স্কুল-ইনেস্পেক্টার সুবিখ্যাত বিদ্যোৎ-সাহী মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বি, এ, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিদ্যানুরাগী শামসুল ওলামা মৌলবী কামা-লুদ্দিন আহমদ সাহেব এম, এ, ও কুচবেহার কলেজের সুযোগ্য আরবী ও পারসী অধ্যাপক সমাজহিতৈষী, সাহিত্যসেবী মৌলবী মহম্মদ আবদুল হালিম সাহেবগণ সহানুভূতিসূচক সমালোচনা ও যথোপযুক্ত মন্তব্য প্রকাশে ও উপদেশদানে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। শীঘ্রই প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার বাসনা আছে বলিয়া বর্ত্তমান পুস্তকে تعليل এর বিষয় বর্ণিত হইল না।

قُمْ بِعِلْمٍ وَلَاتَبْغِى لَهُ بَدَلًا
فَالنَّاسُ مَوْتَى وَ اَهْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاءُ

মালদহ,
মার্চ্চ ১৯১২।

আবদুল গণি।

সূচীপত্র।

الباب الاول

الباب الثانى

الباب الثالث

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	১৭	نَعْمِ	نِعْمَ
,,	১৮	তোমার	তোমাদের
৬৪	৪	আসিয়াছিল	আসিয়াছে
৬৫	১৩	সর্ব্বজ্ঞ	সর্ব্বশক্তিমান
৬৬	৬	تَحْصِلُ	تُحْصَلُ
৬৭	৩	সম্ভব	আশা করি
৬৯	১৩	নিষেধ	হইবার নহে
৭৪	২	আসিয়াছিল	আসিয়াছে
৭৫	১৭	করিলাম	করিয়াছি
৭৬	২	مصورية	مصدرية
,,	৮	শাস্তি	শান্তি
৯৩		আশ্চর্য্যন্বিত	আশ্চর্য্যান্বিত
৯৯	১৫	لَنْ يَغْفَرُ	لَنْ يَغْفِرَ
১১৫	১	سَيَضْرِبُ	سَيَضْرِبُ
,,	১৮	تَدْعُو	تَدْعُو

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	৬	يومئذٍ كان كفا	يومئذ
,,	১৩	যদি	যখন
,,	১৪	যাও	যাইবে
,,	,,	তবে	তখন
১২৮	১০	নিকট	সঙ্গে
,,	১৮	بمائةٍ	بمائةِ
১২৯	১	دينارِ	دينارٍ
১৩৪	,,	ব্যক্তি	সে ব্যক্তি
১৩৫	১৯	اَلْبَصْرَةُ	اَلْبَصَرَةَ
১৩৮	২	করিয়াছিলে	আছে
১৩৯	৬	বিচ্ছিন্ন	বিচ্ছেদ
১৪৪	৯	بشَوا	بشَرٌ

প্রার্থনা যে, কার্য্যের গুরুত্বের বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক পাঠকবর্গ অন্যান্য ভুল ভ্রান্তি পাইলে অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাঙ্গালা-আরবী ব্যাকরণ।

اَلْجُزْءُ الثَّانِيْ

اَلْعِلْمُ النَّحْوُ

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ

اَلسَّبَقُ الْاَوَّلُ

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে اِسْمٌ - فِعْلٌ ও حَرْفٌ এর পরস্পরের সম্বন্ধ, তাহাদের সংযোগ বিয়োগাদির নিয়মাবলী এবং অন্ত্যবর্ণের اِعْرَابٌ এর পরিবর্ত্তনের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে আরবী ভাষায় عِلْمُ النَّحْوِ বলে।

আরবী শিক্ষাভিলাষিগণ প্রথমতঃ نحو এর নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী হৃদয়ঙ্গম করিয়া আরবী শিক্ষা আরম্ভ করিলে আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়। نحو পাঠ করিলে আরবদিগের পারিবারিক ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী জানিতে এবং আরবী ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, এবং ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

لَفْظٌ

যে কথা বা শব্দ মানুষের মুখ হইতে বাহির হয়, আরবীতে তাহাকে لَفْظٌ বলে। لفظ দুই প্রকার مَوْضُوعٌ ও مُهْمَلٌ। অর্থবোধক لفظ কে موضوع এবং অর্থবিহীন لفظ কে مهمل বলে। لفظ موضوع দুই প্রকার :— مُفْرَدٌ ও مُرَكَّبٌ। একটী মাত্র অর্থবোধক শব্দকে لفظ مفرد বা كَلِمَة বলে ; যথা :— ضَرْبٌ - مَاءٌ - نَارٌ - نُورٌ - فِيْ - مِنْ - عَنْ - فِعْلٌ ضَحْكٌ ইত্যাদি।

كَلِمَة পুনশ্চ তিন প্রকার :— اِسْمٌ - فِعْلٌ ও حَرْفٌ ইহাদের বিষয় প্রথম ভাগে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

اسم সাধারণতঃ দুই প্রকার :— مَعْرِفَة ও نَكِرَة

১। যে اسم কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম علم বুঝায় তাহাকে اسم معرفة বলে ; যথা :— زَيْدٌ ও مَكَّةُ। اَنَا - اَنْتَ - هُوَ ইত্যাদি اَسْمَاء ضَمَائِرْ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। اَلْ تَعْرِيْفِي প্রযুক্ত পদনিচয়ও معرفة মধ্যে পরিগণিত।

২। যে اسم এর দ্বারা কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝা যায় তাহাকে اسم نكرة বলে ; যথা :— اِنْسَانٌ ও حَيْوَانٌ।

দুই বা ততোধিক كلمة মিলিয়া যে পদ প্রস্তুত হয় তাহাকে مُرَكَّبٌ বলে। مركب দুই প্রকার مركب مفيد ও مركب غير مفيد।

اَلْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ

যে مركب দ্বারা বক্তার মনের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ পায় এবং শ্রোতা কোন ঘটনা, কার্য্য, আদেশ বা প্রার্থনার বিষয় অবগত হয় এবং তাহার আর কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন থাকে না, তাহাকে مركب مفيد বলে।

مركب مفيد কে كلام এবং تام - جملة বলে। যথা:— جَاءَ زَيْدٌ যাইদ আসিয়াছে। جِئْ بِالْمَاءِ পানি আন। ضَرَبَ زَيْدٌ خَالِدًا যাইদ খালেদকে মারিয়াছে। خَالِدٌ فَاضِلٌ খালেদ জ্ঞানী। زَيْدٌ عَالِمٌ যাইদ পণ্ডিত ইত্যাদি।

কোন جملة র অন্তর্গত কোন দুই পদের মধ্যে যে পদ অপরটীর গুণ বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাকে مُسْنَدٌ, আর যে পদের গুণ বা সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাকে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ বলে। যথা:— نَامَ خَالِدٌ খালেদ ঘুমাইয়াছে। خَالِدٌ كَاتِبٌ খালেদ লেখক। এস্থলে خَالِدٌ পদ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ আর نَامَ ও كَاتِبٌ পদদ্বয় مسند।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, যে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ সর্ব্বদা اسم এবং مسند কখন اسم কখন বা فعل হইয়া থাকে। حرف পদ কখন مسند বা مسند اليه হইতে পারে না।

جملة র বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

اَلْمُرَكَّبُ غَيْرُ الْمُفِيْدِ

যে مركب দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না এবং শ্রোতার কোন বিষয় জানিবার বাসনা থাকিয়া যায়, তাহাকে مركب غير مفيد বলে ; যথা ঃ—غُلَامُ زَيْدٍ যাইদের গোলাম।

مركب غير مفيد চারি প্রকার ঃ—

(১) مركب اِضَافِيْ ইহার প্রথম পদ مضاف ও দ্বিতীয় পদ مضاف اليه হয় ; যথা ঃ— غُلَامُ زَيْدٍ এস্থলে غلام পদ مضاف আর زيد পদ مضاف اليه। তদ্রূপ عَهْدُ اللهِ - كِتَابُ اللهِ - كَلْبُ خَالِدٍ - ثَوْبُ رَشِيْدٍ - حِصَانُ حَامِدٍ

(২) مركب تَوْصِيْفِيْ ইহার প্রথম পদ موصوف ও দ্বিতীয় পদ صفت হয় ; যথা ঃ— رَجُلٌ عَالِمٌ বিদ্বান ব্যক্তি, এস্থলে প্রথম পদ رجل - موصوف আর দ্বিতীয় পদ عالم - صفت। তদ্রূপ رَجُلٌ شَرِيْفٌ ভদ্রলোক। زَاهِدٌ صَالِحٌ যাহেদ ধার্ম্মিক। كِتَابٌ جَدِيْدٌ নূতন পুস্তক। حَبِيْبٌ غَنِيٌّ হবিব ধনী। فَرِيْدٌ كَرِيْمٌ ফরিদ সদয়।

(৩) مركب بِنَائِيْ যথা ঃ— أَحَدَ عَشَرَ - تِسْعَةَ عَشَرَ প্রকৃতপক্ষে ইহারা أَحَدٌ وَ عَشَرٌ এবং تِسْعَةٌ وَ عَشَرٌ ছিল, واو কে লোপ করিয়া দুইটী

পদকে একত্রিত করা হইয়াছে, কিন্তু اِثْنَاعَشَرَ নিয়ম বহির্ভুত। عِنْدِيْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا আমার নিকট ১১টী দেরহাম আছে।

(৪) مركب غير منصرف যথা:— بَعْلَبَكَّ ও حَضْرَمَوْتَ ইহারাও প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক পদ ছিল, কিন্তু মিলিত হইয়া এক শব্দরূপে পঠিত ও একই অর্থবোধক হয়। ইহারা স্থান বিশেষের নাম বুঝায়। جَآءَ بَعْلَبَكَّ সে বালবাক্কা গিয়াছে। مركب غير مفيد কে مركب ناقص ও বলে। مركب ناقص প্রকৃতপক্ষে جملہ র একটী অংশমাত্র।

অন্ততঃ পক্ষে দুইটি كلمہ না থাকিলে কোন جملہ হইতে পারে না। কখন ২ একটী كلمہ দ্বারাও جملہ র ন্যায় অর্থ প্রকাশিত হয়; যথা:— اِضْرِبْ মার, اِجْلِسْ বস। কিন্তু এস্থলেও একটী اَنْتَ পদ উহ্য আছে। আর দুই অপেক্ষা অধিক كلمہ বিশিষ্ট جملہ র কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তিন বা ততোধিক كلمہ বিশিষ্ট جملہ র مسند ও مسند اليه চিনিবার জন্য তাহার অন্তর্গত اسم - فعل ও حرف এর সম্বন্ধ অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উদাহরণমালা।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ — কেমন করিয়া আল্লাকে অস্বীকার করিতে পার। لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ — সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করিও না। مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ — আল্লাহ অজ্ঞাত নহেন (তদ্বিষয়ে) যাহা তোমরা করিতেছ। وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ — সেজদাকারীদিগের

সহিত সেজদা কর। اَللهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ — যাহা তোমরা করিতেছ, তাহা আল্লাহ দেখিতেছেন। لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ — আমরা যাহা করিতেছি, তাহা আমাদিগের জন্য ও তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তোমাদিগের জন্য। اَللهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ الرَّحِيْمُ — আল্লাহ মনুষ্যদিগের প্রতি নিশ্চয় সদয় ও অনুগ্রহকারী। اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র জগতের অধিপতির অনুগত হইলাম।

اسم এর বিশেষ পরিচয়।

(১) اسم এর প্রতি ال এবং حرف প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা ঃ— اَلْحَمْدُ - اَلرَّجُلُ - اَلْقَمَرُ - بِزَيْدٍ - فِى الدَّارِ

(২) اسم - تَنْوِيْنٌ হয় ; যথাঃ— زَيْدٌ - زَيْدًا - زَيْدٍ

(৩) اسم - مُضَافٌ হয় ; যথা ঃ— غُلَامُ زَيْدٍ - غُلَامُ পদ مضاف

(৪) اسم - مُسْنَدٌ اِلَيْهِ হয় ; যথা ঃ— زَيْدٌ قَائِمٌ - زَيْدٌ পদ مسند اليه

(৫) اسم - مَوْصُوفٌ হয় ; যথা ঃ— رَجُلٌ فَاضِلٌ - رَجُلٌ পদ موصوف

(৬) اسم - مُثَنّٰى হয় ; যথাঃ— رَجُلَانِ দুই ব্যক্তি।

(৭) اسم - جَمْعٌ হয় ; যথাঃ— رِجَالٌ লোকসমূহ।

(৮) اسم - مَنْسُوبٌ হয় ; যথা ঃ— بَغْدَادِىٌّ বাগদাদবাসী।

(৯) اسم - مُصَغَّر হয় ; যথা ঃ— قُرَيْش কোরেশবাসী।

(১০) اسم এর শেষে تاء متحرك ও تاء تانيث সংযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা ঃ— ضَارِبَةٌ - مُسْلِمَةٌ

فعل এর বিশেষ পরিচয়।

(১) فعل এর পূর্ব্বে سَوْفَ - سَ - قَدْ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা ঃ— سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - سَوْفَ يَضْرِبُ - سَيَضْرِبُ - قَدْضَرَبَ নিশ্চয় জানিবে। سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ শীঘ্রই শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

(২) فعل এর শেষে جزم হয় ; যথা ঃ— لَمْ يَضْرِبْ - اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ তোমার রবের দিকে মনোযোগ দাও।

(৩) فعل - مسند হয় ; যথা ঃ— قَامَ زَيْدٌ যাইদ দাঁড়াইয়া আছে। ضَرَبَ خَالِدٌ খালেদ মারিয়াছে। خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ذَهَبَ غَنِيٌّ গণি গিয়াছে।

(৪) فعل এর অন্তে ضمير مرفوع متصل সংযুক্ত হয় ; যথা ঃ— ضَرَبْتُ ضَرَبْتِ ضَرَبْتَ

(৫) فعل এর অন্তে, - تانيث - ت ساكن রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা ঃ— ضَرَبَتْ - فَعَلَتْ - دَخَلَتْ

(৬) فعل - امر হয় ; যথা ঃ— اِضْرِبْ

حرف এর বিশেষ পরিচয়।

(১) حرف এ اسم বা فعل এর কোন চিহ্ন থাকে না।

(২) حرف দুইটী اسم অথবা একটী اسم ও একটী فعل এর মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে ; যথাঃ—زَيْدٌ فِى الدَّارِ — যাইদ ঘরের মধ্যে আছে। كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ — আমি কলম দ্বারা লিখিয়াছি।

(৩) حرف - مَبْنِيٌّ হয় ; যথা ঃ— مِنْ - عَنْ - اِلٰى - عَلٰى ইত্যাদি। অর্থাৎ حرف এর অন্ত্যবর্ণের حركات এর কখন পরিবর্ত্তন হয় না।

(৪) حرف - غير منصرف হইয়া থাকে। অর্থাৎ حرف এর শেষে কখনও کسرہ এবং تنوين যুক্ত হয় না।

প্রশ্নাবলী।

(১) نحو এর উপকারিতা বর্ণনা কব।

(২) لفظ কাহাকে বলে ও কয় প্রকার ?

(৩) لفظ - كلام - كلمه - جمله - مركب ও مفرد এর প্রভেদ বর্ণনা কর।

(৪) مسند ও مسند اليه কাহাকে বলে, উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও ?

(৫) مركب غير مفيد কয় প্রকার, উদাকরণ সহ বর্ণনা কর।

(৬) اسم - فعل ও حرف এর পরিচয় প্রদান কর।

(৭) নিম্নলিখিত جمله গুলির পরিচয় প্রদান করঃ—

قَامَ زَيْدٌ - كِتَابٌ جَدِيْدٌ নূতন বই - كَلَامُ خَالِدٍ খালেদের বাক্য

اَلسَّبَقُ الثَّانِيْ

معرب و مبني

كلمات এর অন্ত্যবর্ণের حركات এর سكونات (স্থায়িত্ব, অস্থায়িত্ব) অনুযায়ী كلمات দ্বিবিধ ঃ— مُعْرَبٌ ও مَبْنِيٌّ

যে كلمه র শেষ বর্ণের حركت পরিবর্ত্তনশীল এবং امر - حاضر বা حرف এর সহিত যাহার কোন প্রকার সাদৃশ্য না থাকে, তাহাকে مُعْرَبٌ বলে; যথা ঃ— جَاءَ زَيْدٌ যাইদ আসিয়াছে। رَأَيْتُ زَيْدًا যাইদকে দেখিয়াছি। ذَهَبْتُ اِلَى زَيْدٍ যাইদের নিকটে গিয়াছিলাম। এস্থলে زيد পদ معرب, যেহেতু তাহার শেষ বর্ণের حركت এর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

যে كلمه র শেষ বর্ণের حركت এর পরিবর্ত্তন ঘটে না, তাহাকে مَبْنِى বলে। مبني দুই প্রকার ঃ—(১) مبني اصل যথা ঃ— حرف - ماضي ও امر ; (২) مبني فَرْعِيٌّ যথা ঃ— ضمائر - اسم اشارہ - اسم موصول - مبنى اصل র সহিত রূপে ও অর্থে সাদৃশ্য রাখে বলিয়া ইহাদিগকে مبنى فرعى বলে।

অতএব দ্রষ্টব্য যে, কয়েকটী اسم এবং فعل مضارع পদসমূহ معرب হইয়া থাকে, আর حرف - ماضى - امرحاضر এবং ইহাদের রূপপ্রাপ্ত اسم اشارہ - اسم موصول - ضمائر ইত্যাদি اسم সমূহ مبنى হয়।

مبني آن باشد که ماند برقرار　　معرب آن باشد که گردد بار بار

এরাব নির্দ্দিষ্ট হয় مبنى পদের। এরাব নির্দ্দিষ্ট নহে অন্তে معرب এর ॥

اَلسَّبَقُ الثَّالِثُ

اَلْاِعْرَابُ

যে সকল চিহ্ন দ্বারা معرب اسم এর অন্ত্য বর্ণের حركت গত (আকার, একার ও ওকার প্রভৃতির) পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাদিগকে اعراب বলে। যে পদ কর্ত্তৃক اعراب এর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই পদকে عَامِلٌ বলে।

اعراب সংখ্যায় চারিটীমাত্র; যথাঃ— رَفْعٌ - نَصْبٌ - جَرٌّ ও جَزْمٌ তন্মধ্যে رفع ও نصب কেবল اسماء ও افعال এর প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং جر কেবল اسماء এর প্রতি ও جزم কেবল افعال এর প্রতি প্রযুক্ত হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেবলমাত্র তিন اعراب (رفع - نصب - جر) - اسم এর প্রতি প্রযুক্ত হয়; جزم কখন اسم এর প্রতি প্রযুক্ত হয় না।

اعراب নিচয় যখন কোন معرب এর অন্তে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদিগকে رفع - نصب - جر ও جزم বলা যায়, আর তাহারা যখন مبنى পদের অন্তে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদিগকে ضمه - فتح - كسره ও سكون বলে।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন আরবী পদের অন্ত্যবর্ণ مرفوع - منصوب - বা مجرور ইত্যাদি হইলে, আরবী বৈয়াকরণগণ সেই পদটীকেই مرفوع - منصوب বা مجرور বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

اعراب দুই প্রকার — اَلْاِعْرَابُ بِالْحَرَكَةِ, ও اَلْاِعْرَابُ بِالْحَرْفِ

اَلْاِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ

رفع - نصب - جر কে اعراب بالحركات বলে। اعراب بالحركت নিম্নলিখিত ৮টী اسم এর প্রতি প্রযুক্ত হয়ঃ—

(১) مفرد منصرف صحيح অর্থাৎ যে اسم এর অন্তে صحيح حرف থাকে, যথাঃ— زَيْدٌ - خَالِدٌ

(২) جاري مجراي صحيح অর্থাৎ যে اسم এর অন্ত্যবর্ণ و বা ي হয় এবং তাহার পূর্ব্বে حرف - صحيح ساكن - থাকে, যথাঃ— دَلْوٌ ডোল ظَبْيٌ হরিণ।

(৩) جمع مكسر منصرف যথাঃ— رِجَالٌ লোক قُلُوْبٌ মন।

উপরোক্ত তিনটী উদাহরণের পরিবর্ত্তন নিম্নোক্তরূপে হয়, যথাঃ—

(ক) حالت رفعي যথা, هٰذَا زَيْدٌ - دَلْوٌ - ظَبْيٌ - رِجَالٌ

(খ) حالت نصبي যথা, رَأَيْتُ زَيْدًا - دَلْوًا - ظَبْيًا - رِجَالًا

(গ) حالت جري যথা مَرَرْتُ بِزَيْدٍ - دَلْوٍ - ظَبْيٍ - رِجَالٍ

(৪) جمع مؤنث سالم ইহাদের رفع স্থলে ضمة এবং نصب ও جر এর স্থলে كسرة হয়। যথাঃ— هُنَّ مُسْلِمَاتٌ - رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ - ذَهَبْتُ بِمُسْلِمَاتٍ

এস্থলে رفع স্থলে ضمّة এবং نصب ও جر এর স্থলে কেবল كسرة প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৫) غير منصرف যথা; —جاءني عمرٌ - رأيتُ عمرَ - ذهبتُ بعمرَ
প্রথম স্থলে رفع এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে نصب হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, তৃতীয় স্থানে جر এর স্থলে نصب ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৬) اسم مقصور অর্থাৎ যে পদের শেষে الف مقصورة থাকে; যথা:— موسى - عيسى

(৭) جمع مذكر سالم ব্যতীত যে اسم - ياى متكلم এর দিকে مضاف হয়; যথা:— غلامي

দ্রষ্টব্য:—প্রকৃত পক্ষে موسى ও غلامي র অন্তে يا র প্রতি কোন প্রকার اعراب প্রযুক্ত হয় নাই; এরূপ يا কে تقديري يا বলিলেই চলে।
ذهبت بموسى و غلامي - رأيت موسى و غلامي - جاء موسى و غلامي
এস্থলে رفع - نصب ও جر কে تقديري বলা যায়।

(৮) اسم منقوص অর্থাৎ যে اسم এর অন্তে ي ও তাহার পূর্ব্বে كسرة থাকে; যথা:— جاء القاضي - رأيت القاضيَ - مررت بالقاضي

الاعراب بالحروف

الف - واو - ياى ও نون কে اعراب بالحرف বলে। ইহারা اسم এর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(১) أَسْمَاءُ مُكَبَّرَةٌ ইহারা সংখ্যায় ছয়টী মাত্র ; যথা ঃ— أَبٌ (পিতা) ; أَخٌ (ভ্রাতা) ; حَمٌ (দেবর) ; هَنٌ (স্ত্রীলোকের বা পুরুষ-লোকের গুপ্ত স্থান) ; فَمٌ (মুখ) ; ذُو (কর্ত্তা)।

ইহাদিগের رفع - واو হইতে, نصب - الف হইতে এবং جر - ي হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন جَاءَنِيْ أَبُوهُ - رَأَيْتُ أَبَاهُ - مَرَرْتُ بِأَبِيْهِ কিন্তু ইহারা যখন কোন ياي متكلم এর দিকে مضاف হয়, তখন ইহাদের اعراب পদ غلامي র يا র ন্যায় تقديري হইয়া থাকে।

(২) مُثَنًّى অর্থে দুই। যথা ঃ— رَجُلَانِ ইহা اِثْنَانِ বা اِثْنَتَانِ এর অনুরূপ ; আর যখন ضمير এর দিকে مضاف হয়, তখন অর্থগত مُثَنًّى হয় ; যথা ;— كِلَاهُمَا ইহাদের رفع الف হইতে এবং جر ও نصب يا (যাহার পূর্ব্বে فتح থাকে) হইতে উৎপন্ন হয় ; যথা ঃ—

جَاءَ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا - رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا - مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا

(৩) جمع مذكر سالم যথা ঃ— مُسْلِمُوْنَ অথবা তাহার অনুরূপ যথা ঃ— عشرون হইতে تسعون পর্য্যন্ত অথবা অর্থগত جمع যথা ঃ— اُولُو ইহাদের رفع - واو (যাহার পূর্ব্বে ضمه থাকে) হইতে, جر ও نصب يا (যাহার পূর্ব্বে كسره থাকে) হইতে উৎপন্ন হয় ; যথা ঃ— جَاءَ مُسْلِمُوْنَ

رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ - ذَهَبْتُ بِمُسْلِمِيْنَ

প্রশ্নাবলী।

(ক) اعراب কয় প্রকার ?

(খ) কোন্ কোন্ اعراب কোন্ কোন্ اسم বা فعل এর সহিত স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয় ?

(গ) কোন اسم এর প্রতি اعراب প্রযুক্ত হয় না ?

(ঘ) غُلَامِيْ - قَاضِيْ - مُوسٰى পদের اعراب এর বিশেষত্ব কি ?

(ঙ) নিম্নলিখিত পদগুলির اعراب শুদ্ধ কর।

رَأَيْتُ غُلَامِيْ - مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ - هُنَّ مُسْلِمَاتِ

اَلسَّبَقُ الرَّابِعُ

اَلْاَسْمَاءُ الْمُنْصَرِفَةُ وَالْغَيْرُ الْمُنْصَرِفَةِ

যে সকল اسماء এর অন্তে তিন প্রকার حركات অর্থাৎ ضمه - فتح - كسره এবং تنوين ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে اسماء منصرف বলা যায় ; যথা:—زَيْدٌ - زَيْدًا - زَيْدٍ

আর যে সকল اسماء এর অন্তে كسره ও تنوين ব্যবহৃত হয় না এবং رفع স্থলে ضمه ও نصب আর جر স্থলে فتح হয়, তাহাদিগকে اسماء غير منصرف বলে। এই সকল পদে جر এর স্থলে نصب ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা:—جَاءَ عُمَرُ - رَأَيْتُ عُمَرَ - ذَهَبْتُ اِلٰى عُمَرَ

اسماء غير منصرف চিনিবার নয়টী উপায় আছে। কোন এক اسم এ উক্ত নয়টী কারণের মধ্যে যে কোন দুইটী বা দুইটীর

স্থলাভিষিক্ত একটী কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই সে اسم কে غير منصرف গণ্য করা যায়। غير منصرف কে مَوَانِعُ الصَّرْفِ ও বলা যায়।

নিম্নলিখিত পদ্যটী কণ্ঠস্থ থাকিলে غير منصرف এর কারণ নয়টী সহজে স্মরণ রাখা যাইতে পারে:—

مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ فَكُلَّمَا اجْتَمَعَتْ
ثِنْتَانِ مِنْهَا فَمَا الصَّرْفُ تَصْوِيْبُ
عَدْلٌ وَ وَصْفٌ وَتَانِيْثٌ مَعْرِفَةٌ
وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ
وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ
وَ وَزْنُ الْفِعْلِ وهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبُ

مَوَانِعُ الصَّرْفِ নয়টীর নাম, যথা:— عَدْلٌ - وَصْفٌ - تَانِيْثٌ -
مَعْرِفَةٌ - عُجْمَةٌ - جَمْعٌ - تَرْكِيْبٌ - وَزْنُ الْفِعْلِ - الف نون زائدتان

عَدْلٌ

যে اسم মূল صيغة হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং ব্যাকরণের কোন নিয়ম অনুসারে বহির্গত হয় নাই বা হয় না, তাহাকে عدل বলে। এরূপ اسم কখন কখন সংখ্যাবাচক পদ হইতে বহির্গত হয়; যথা; ثُلَثُ - مُثَلَّثُ ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ তিন তিন।

ইহারা ثَلٰثَةٌ - ثَلٰثَةٌ ছিল এবং অর্থ কেবল তিন ছিল, কারণ অর্থ শব্দের প্রতি নির্ভর করে। এরূপ عدل কে عدل تحقيقى বলে। পুনশ্চ ثُلٰثُ و مُثَلَّثُ পদ صفت এর মধ্যে পরিগণিত হয়। আর এরূপ اسم কখন কখন নাম (عَلَمٌ) হইতে বহির্গত হয়। زُفَرُ و عُمَرُ এই দুইটী নামকে আরবগণ غير منصرف রূপে ব্যবহার করেন। عَلَمٌ ব্যতীত ইহার عدل (অবস্থান্তর) হইবার আর কোন কারণ নাই। এইহেতু অনুমিত হয় যে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে زَافِرٌ و عَامِرٌ ছিল। ইহারা عدل تقديري নামে কথিত হয়।

صِفَتٌ

যে اسم গুণবাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে اسم অন্য কোন اسم এর গুণ প্রকাশ করে, তাহাকে صفت বলে; যথা; احمر (লাল), اَسْوَدُ (কাল), اَخْضَرُ (সবুজ), اَبْيَضُ (সাদা), صَالِحٌ (ধার্ম্মিক), غَنِىٌّ (ধনী), قَوِىٌّ (বলবান)। ইহাতে দ্বিতীয় কারণ وزن فعل বর্ত্তমান আছে।

تَانِيْثٌ

নিম্নলিখিত পদগুলি تانيث পরিগণিত হয়ঃ—

(১) যে নামের অন্তে বর্ণগত ت - تانيث থাকে; যথাঃ— طَلْحَةُ (স্ত্রীলিঙ্গবাচক) مَكَّةُ (নগরের নাম) اِمْرَاَةٌ (স্ত্রীলোক)।

(২) যে পদ تانيث معنوى (অর্থগত স্ত্রীলিঙ্গ) বা তিন অপেক্ষা অধিক বর্ণ বিশিষ্ট অথবা متحرك الاوسط (মধ্যবর্ণ حركت যুক্ত) হয়; যথাঃ— زَيْنَبُ (স্ত্রীলোকের নাম) سَقَرُ (নরকের নাম)।

(৩) যে স্ত্রীলিঙ্গ পদ الف مقصورة র সহিত ব্যবহৃত হয়; যথাঃ— حُبْلٰى (গর্ভবতী স্ত্রীলোক)।

(৪) যে স্ত্রীলিঙ্গ পদে الف ممدودة থাকে; যথাঃ— صَحْرَاءُ (বন) حَمْرَاءُ (লাল স্ত্রীলোক) এস্থলে الف এর সহিত تانيث আছে বলিয়া দুইটা কারণ বর্ত্তিয়াছে।

مَعْرِفَةٌ

যে اسم দ্বারা কেবল নাম মাত্র বুঝা যায়; যথাঃ— زَيْنَبُ এস্থলে প্রথম কারণ علم (নাম), আর দ্বিতীয় কারণ تانيث বর্ত্তমান আছে।

عُجْمَةٌ

যে اسم আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় নাম বুঝায় এবং সেই নাম যদি তিন অপেক্ষা অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকে عجمه বলে; যথাঃ— اِبْرَاهِيْم আর তিন বর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহার মধ্যবর্ণ متحرك হওয়া প্রয়োজন; যথাঃ— شَتَرُ (দুর্গের নাম)।

যদি কোন তিন বর্ণ বিশিষ্ট আরবী পদের মধ্যবর্ণ ساكن হয়, তবে তাহাকে منصرف ও غير منصرف পড়া ইচ্ছাধীন; যথাঃ— هِنْدٌ ও هِنْدُ (স্ত্রীলোকের নাম)। আর যদি এরূপ পদ ...

তবে নিশ্চয় غير منصرف হইবে ; যথাঃ— ماه ও جور (আজম দেশস্থ দুইটী গ্রামের নাম)। عجمة পদটী সম্ভবতঃ عجم হইতে বহির্গত হইয়াছে ; কারণ আরববাসিগণ আরব ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দেশকে عجم বলিয়া থাকে।

جمع

যে সকল পদ مُنْتَهى الْجُمُوعْ অর্থাৎ যাহাদের جمع (বহুবচন) আর বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে جَمْع বলে ; যথাঃ— رِجَالٌ - اُسُدٌ - قُفُلٌ - فُلُكٌ - مَصَابِيحُ - مَسَاجِدُ

تَرْكِيبٌ

যে পদ ব্যাকরণের কোন নিয়ম ব্যতীত দুইটী শব্দের সংযোগে গঠিত হইয়া এক অর্থ প্রদান করে, তাহাকে تركيب বলে ; যথাঃ— حَضَرَمَوْتُ - بَعَلَبَكُّ (স্থান বিশেষের নাম) প্রকৃতপক্ষে بَعَلْ و بَكٌّ হইতে بَعَلَبَكٌّ এবং حَضَرْ و مَوْت হইতে حَضَرَمَوْتُ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ عَلَمِيَّتْ (নাম) বর্ত্তমান আছে।

الف نون

(১) الف نون যখন কোন নামের অন্তে থাকে ; যথাঃ— عِمْرَانُ - عُثْمَانُ

(২) الف نون যদি কোন فَعْلَانُ ওজনের صفت এর অন্তে আসে এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ة বর্ণ না হয়, যথা:— سَكْرَانُ (মাতাল)।

(৩) الف نون যদি এমন কোন পদের অন্তে থাকে, যাহার مؤنث হয় না; যথা:— رحمان তখন সেই পদসমূহ غير منصرف হয়।

وَزْنُ الْفِعْلِ

(১) যে সকল পদ فعل এর ওজনে হয়; যথা:— دُئِلُ সম্প্রদায়ের নাম; شَمَّرُ ঘোড়ার নাম।

(২) যে সকল পদের পূর্ব্বে مضارع এর চিহ্ন। - ت - ن - ى র মধ্যে কোন বর্ণ থাকে; যথা:— اَحْمَدُ (নাম) تَغْلِبُ (সম্প্রদায়ের নাম) তাহাদিগকে وَزْنُ الْفِعْلِ বলে। দ্বিতীয় কারণ عَلَمِيَّتْ বর্ত্তমান আছে।

تَنْبِيْهُ (ব্যাখ্যা)।

غير منصرف এর নয়টী কারণের মধ্যে পাঁচটী কারণ اسم نكره র মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা:—(১) وَزْنُ الْفِعْلِ (২) عدل تَحْقِيْقِيْ (৩) بِالْاَلِفِ تَانِيْثْ (৪) مُنْتَهِى الْجُمُوْعُ (৫) فَعْلَانُ صِفَاتِيْ যাহার مونث - فَعْلَانَةٌ হয় না। আর غير منصرف এর ছয়টী কারণ

معرفه র মধ্যে পাওয়া যায় ; যথা ঃ—(১) عدل تقديرى (২) فَعلَانُ (৬) وزن الفعل (৫) تركيب (৪) عجمه (৩) تانيث بالتّا যখন علم হয়।

এই ছয়টীর মধ্যে যখন কোনটীকে نكره করা যায়, তখন সেটা منصرف হয় ; যথা ঃ— جَاءَنِيْ طَلْحَةٌ

যখন কোন غير منصرف اسم এর প্রতি ال প্রযুক্ত হয়, অথবা অন্য কোন اسم এর দিকে مضاف হয়, তখন তাহার শেষ বর্ণের প্রতি كسره প্রয়োগ করা যায় ; যথা ঃ— اِلٰى مَسَاجِدِكُمْ ও ذَهَبْتُ اِلَى الْمَسَاجِدِ মসজিদ সমূহের দিকে গিয়াছিলাম।

প্রশ্নাবলী।

১। معرب - مبني - منصرف ও غير منصرف কাহাকে বলে ?

২। اسم غير منصرف এর চিহ্ন কয়টীর নাম কর।

৩। رفع ও ضمه র মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না ?

৪। اَحْمَرُ ও اَحْمَدُ র غير منصرف এর মধ্যে কি কি চিহ্ন আছে ?

৫। নিম্নলিখিত বাক্য নিয়মের অন্তর্গত পদসমূহের পরিচয় প্রদান কর ঃ— اِنَّ نَصْرُ اللهِ قَرِيْبٌ - هُوَ ذَهَبَ اِلٰى بَيْتِهٖ

- لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوْسٰى - مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ - جَاءَ هٰؤُلَاءِ - ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا

اَلسَّبَقُ الْخَامِسُ

اَنْوَاعُ الْجُمْلَةِ

جملہ ছয় প্রকার যথা :— جملہ اسمیہ - جملہ فعلیہ - جملہ ظرفیہ - جملہ انشائیہ - جملہ خبریہ - جملہ شرطیہ

১। اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ

দুই বা ততোধিক کلمہ মিলিয়া একটী جملہ হয়। যখন দুইটী کلمہ দ্বারা একটী جملہ গঠিত হয়, তখন দুই کلمہ - اسم হইতে পারে, অথবা একটী اسم ও অপরটী فعل হইতে পারে।

যে جملہ র দুইটী পদই اسم হয়, তাহাকে جملہ اسمیہ বলে; যথা :— زَيْدٌ رَاكِبٌ — যাইদ অশ্বারোহী। خَالِدٌ عَالِمٌ — খালেদ বিদ্বান। এস্থলে সমস্ত পদগুলিই اسم। প্রথম পদদ্বয় زَيْدٌ ও خَالِدٌ কে مبتدا আর দ্বিতীয় পদ رَاكِبٌ ও عَالِمٌ কে خبر বলে। مبتدا ও خبر - جملہ র দুইটী প্রধান অংশ। ইহা ব্যতীত অন্যান্য جملہ র অন্তর্গত অন্যান্য পদসমূহকে متعلقات جملہ বলে।

অতএব যে পদ عامل পদ হইতে মুক্ত এবং যাহা مسند الیہ তাহাকে مبتدا বলে। আর যে পদ عامل পদ হইতে মুক্ত এবং যাহা مسند তাহাকে خبر বলে। مسند الیہ ও مسند উভয় পদের শেষ বর্ণ مرفوع হয় এবং عامل لفظي থাকে বলিয়া ইহাদের عامل কে عامل معنوي বলে। যথা :—

عَاقِلٌ خَالِدٌ এর ل এর عاقل مسند এবং د এর خالد - مسند اليه
مرفوع হইয়াছে, কিন্তু কোন عامل এস্থলে বর্ত্তমান নাই।

مبتدا ও خبر এর বিশেষ বিবরণ।

* مضارع بتاويل مصدر বা নকরহ مخصوصه অথবা معرفه مبتدا সর্ব্বদা হইয়া থাকে, কিন্তু نكره কখন مبتدا হইতে পারে না। خبر সর্ব্বদাই نكره হইয়া থাকে। কখন কখন معرفه পদ خبر হইয়া থাকে।

১। নিম্নোক্ত উদাহরণে معرفه পদ مبتدا হইয়াছে ঃ—

زَيْدٌ كَاتِبٌ - اَلدِّيْنُ الْاِسْلَامُ এস্থলে زَيْدٌ ও اَلدِّيْنُ পদ معرفه ও مبتدا হইয়াছে।

২। নিম্নোক্ত উদাহরণে نكره مخصوصه পদ مبتدا হইয়াছে ঃ—

(১) لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ — নিশ্চয় মোমেন গোলাম কাফের অপেক্ষা ভাল। এস্থলে نكره পদ عبد তাহার বিশেষণ مؤمن দ্বারা مخصوصه অর্থাৎ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া مبتدا হইয়াছে।

(২) أَرَجُلٌ فِى الدَّارِ اَمْ اِمْرَأَةٌ — ঐ ঘরের মধ্যে পুরুষ আছে কি স্ত্রীলোক? এস্থলে نكره পদ أ ও ام দ্বারা বিশেষত্ব পাইয়াছে।

(৩) سَلَامٌ عَلَيْكَ তোমার প্রতি আমার সালাম, এই পদ প্রকৃতপক্ষে سَلَامِيْ عَلَيْكَ ছিল, কিন্তু سلامي র ى متكلم এর

---

* যে مضارع পদ مصدر রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে مضارع بتاويل مصدر বলে।

দিকে مضاف হইয়াছে বলিয়া ي লোপ প্রাপ্ত হইয়া سلام শব্দকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে।

(৪) مَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ (কেহই তোমা অপেক্ষা উত্তম নহে) এস্থলে ما দ্বারা احد বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত উদাহরণে مضارع بتاويل مصدر পদ مبتدا হইয়াছে ; যথা :— اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ (রোজা রাখা তোমার পক্ষে উত্তম) এস্থলে تصوموا পদ مضارع কিন্তু ان আসিয়াছে বলিয়া تصوموا পদ مصدر এর স্থানীয় হইয়া مبتدا হইয়াছে।

৪। خبر সর্ব্বদা مفرد হয়, তবে কখন ২ একটী جملة পদ خبر রূপ ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে একটী ضمير بارز বা مستتر পদ مبتدا কে নির্দ্দেশ করে। যেমন زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ (যাইদের পিতা দাঁড়াইয়া আছে) এখানে زيد পদ مبتدا এবং قائم পদ ابوه র সহিত মিলিত হইয়া خبر হইয়াছে। ابوه পদের ه (ضمير بارز) زيد পদকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

زَيْدٌ يَضْرِبُ (যাইদ মারিতেছে) এস্থলে خبر পদ يضرب এর পূর্ব্বে একটি ضمير مستتر هوا উহ্য আছে এবং উক্ত هوا زيد কে নির্দ্দেশ করিতেছে।

৫। নিম্নোক্ত কারণে مبتدا পদ خبر এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়।

(১) مبتدا সম্বোধন সূচক বিশেষ্য পদ হইলে, যথা :— مَنْ اَبُوْكَ (কে তোমার পিতা হয়) مَنْ اَنْتَ তুমি কে ?

(২) مبتدا এবং خبر উভয় পদই معرفة হইলে, যথা:— زَيْدٌ اَخُوْكَ (যাইদ তোমার ভ্রাতা হয়)।

(৩) مبتدا এবং خبر উভয় পদ একই অর্থ প্রকাশ করিলে ; যথা :— اَفْضَلُ مِنِّى اَفْضَلُ مِنْكَ (যে আমার অপেক্ষা ভাল সে তোমার অপেক্ষাও ভাল)।

(৪) مبتدا র خبر - فعل হইলে, যথা :— زَيْدٌ قَائِمٌ (যাইদ দাঁড়াইয়াছে)।

৬। নিম্নোক্ত কারণে خبر পদ مبتدا র পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় :—

(১) خبر সম্বোধন বা জিজ্ঞাসা সূচক ক্রিয়াপদ হইলে, যথা :— اَيْنَ زَيْدٌ (যাইদ কোথায় ?) لِمَ جَاءَنِيْ زَيْدٌ (যাইদ আমার নিকট কেন আসিয়াছে ?) لِمَ دَخَلْتَ فِى الدَّارِ (কেন ঘরের মধ্যে গিয়াছিলে ?) اَيْنَ اَنْتَ (তুমি কোথায় আছ ?) كَيْفَ اَنْتُمْ (তোমরা কেমন আছ ?)

(২) خبر পদ ظرف এবং مبتدا পদ نكرة হইলে, যথা :— فِى الدَّارِ رَجُلٌ (লোক ঘরে আছে), فِى السَّمَاءِ مَلَكٌ আকাশে ফেরেস্তা আছে।

(৩) خبر এর متعلق এবং ضمير পদ مبتدا হইলে, যথা :— عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا ফলে অত্যন্ত মাখন থাকে।

৭। একটী مبتدا র একাধিক خبر হইতে পারে ; যথা :— زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ এস্থলে عَالِمٌ ও عَاقِلٌ পদদ্বয় زيد এর خبر হইয়াছে। সেইরূপ اَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اَللّٰهُ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ - اَللّٰهُ رَحِيْمٌ حَكِيْمٌ

৮। مبتدا যখন شرط অর্থ প্রকাশ করে, তখন خبر এর প্রতি একটী ف প্রযুক্ত হয়, যথাঃ— مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ (যে সৎকার্য্য করে, সে নিশ্চয় নিজের জন্য করে مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ যে ব্যক্তি একবার লাএলাহা বলিয়াছে, সে জান্নাতি হইবে)

৯। যখন ضمير পদ ظرف হয়, অথবা جار مجرور হয়, তখন তাহার পূর্ব্বে একটী فعل বা مشبه بفعل আনীত হয়, যথাঃ— عِنْدِىْ مَالٌ اَىْ مَوْجُوْدٌ (আমার সহিত মাল আছে অর্থাৎ প্রস্তুত আছে)। زَيْدٌ فِى الدَّارِ اَىْ اِسْتَقَرَّ فِيْهَا (যাইদ ঘরের মধ্যে আছে কি) প্রকৃত ছিল زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِى الدَّارِ

১০। প্রতিজ্ঞা সূচক পদের পূর্ব্বে مبتدا উহ্য থাকিতে পারে; যথাঃ— اَلْحَلَالُ وَاللّٰهِ (আল্লার কসম ইহা হেলাল)। এস্থলে هذا পদ (مبتدا) উহ্য আছে। এইরূপে কখন কখন خبر ও উহ্য থাকে, যথাঃ— خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ এস্থলে واقف, ক্রিয়া উহ্য আছে, যেমন خرجت فاذا السبع واقف (বাহির হইবামাত্র দেখিলাম, যেন একটী ব্যাঘ্র দাঁড়াইয়া আছে)।

প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নোল্লিখিত পদগুলির مبتدا ও خبر নির্ণয় কর ঃ—

(ক) اَللّٰهُ غَنِىٌّ (খ) شَمْسٌ طَالِعَةٌ (গ) ثَوْبٌ جَدِيْدٌ

(ঘ) خَالِدٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ (চ) زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ (ঙ) اَيْنَ بَيْتُ مَحْمُوْدٍ

২। নিম্নোল্লিখিত পদগুলির خبر সংশোধন কর ঃ—

(ক) نَحْنُ عَالِمِيْنَ - هُوَالْمُومِنُوْنَ - هُمْ ظَالِمٌ - طَلْحَةُ قَائِمَةٌ - زَيْنَبُ صَالِحٌ

৩। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পদসমূহের مبتدا ও خبر নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আরবী অনুবাদ কর ঃ—

(ক) মিষ্ট ভাষা (খ) নূতন পুস্তক (গ) দুষ্ট বালক (ঘ) যাইদ মরিয়াছে (ঙ) খালেদ দাঁড়াইয়া আছে।

২। اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ

যে جملہ (বাক্য) فعل ও فاعل এর সংযোগে প্রস্তুত হয়, সেই جملہ কে جملۂ فعليہ বলে ; এবং فعل কে مسند ও فاعل কে مسند اليہ বলে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই পদ দ্বারাই جملہ সংগঠিত হয় ; যথা ঃ—ذَهَبَ اَحْمَدُ আহামদ গিয়াছে। اَكَلَ رَشِيْدٌ রশিদ খাইয়াছে। এস্থানে احمد ও رشيد - فاعل আর ذَهَبَ ও اَكَلَ পদ-দ্বয় فعل - جملہর অন্তর্গত অন্যান্য পদনিচয়কে مُتَعَلِّقَاتِ جُمْلَہ বলে। যে اسم এর পূর্ব্বে فعل পদ اسناد রূপে ব্যবহৃত হয় এবং فعل এর সহিত যে اسم এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, সেই اسم কে فاعل বলে। فعل এর স্থানে কখন কখন مشبہ بفعل - اسم فاعل - اسم مصدر - اسم تفضيل - صفت مشبہ পদ ব্যবহৃত হয়।

فاعل সর্ব্বদা مرفوع হইয়া থাকে।

فعل বা مشبہ بفعل তাহার فاعل এর প্রতি رفع প্রয়োগ করে ;

আর مَنْصُوب আর زَيْدٌ ও خَالِدٌ পদদ্বয় فاعل এবং مرفوع হইয়াছে।

نَامَ ও قَامَ পদদ্বয়কে مسند এবং زيد ও خالد পদদ্বয়কে مسند اليه বলে।

زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوهُ যাইদের পিতা দাঁড়াইয়া আছে। এস্থলে اَبُوهُ পদ فاعل আর قائم পদ مشبه بفعل।

فاعل পদ সচরাচর فعل এর পরে থাকে, কারণ فاعل পদ فعل বা مشبه بفعل এর একটি অংশমাত্র। সাধারণতঃ فعل এর লিঙ্গ ও বচন فاعل এর লিঙ্গ ও বচনের সহিত সামঞ্জস্য রাখে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে সাধারণ নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

১। যখন فاعل পদ اسم ظاهر হয়, তখন فعل সর্ব্বদা واحد হয়, কিন্তু فاعل পদ واحد - تثنيه বা جمع হইতে পারে ; যথা :—
قَامَ الرَّجُلُ - قَامَ الرَّجُلَانِ - قَامَ الرِّجَالُ ; فعل পদ مذكر ও مؤنث সম্বন্ধে فاعلর সহিত সামঞ্জস্য রাখে ; যথা :— قَامَتْ هِنْدٌ - قَامَتْ هِنْدَانِ - قَامَتْ هِنْدَاتٌ

২। فاعل পদ اسم ضمير (সর্ব্বনাম) হইলে فعل পদের واحد - تثنيه - جمع - مذكر - مؤنث ইত্যাদি فاعل এর অনুরূপ হয় এবং اسم ضمير পদ فعل এর পরে উহ্য থাকে, যথা :— اَلرَّجُلُ قَامَ - الرَّجُلَانِ قَامَا - الرِّجَالُ قَامُوا এস্থলে الرجل পদ مبتدا এবং قَامَ - فعل আর ضَمِيرٌ هُوَ - فعل এর পরে উহ্য থাকিয়া قَامَ র فاعل হইয়াছে। সেইরূপ هُمَا ও هُمْ উহ্য আছে।

৩। فاعل পদ مؤنث حقيقي হইলে فعل সর্ব্বদা مؤنث হয়; যথাঃ—قَالَتْ اِمْرَاةُ عِمْرَانَ (ইহা ইমরাণের স্ত্রী বলিয়াছে) কিন্তু فاعل ও فعل এর মধ্যে ব্যবধান থাকিলে فعل - مذكر বা مؤنث উভয় প্রকারে লিখিত হয়; যথাঃ—فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ অতএব যখন রবের পক্ষ হইতে তাহার নিকট উপদেশ পোঁছে; অথবা اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ যখন তাহার প্রতি বিপদ পড়ে। এখানে ه ও هم দ্বারা فاعل ও فعل এর মধ্যে ব্যবধান পড়িয়াছে।

৪। فاعل পদ مؤنث غير حقيقي হইলে, فعل নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

(ক) فعل যদি فاعل এর পূর্ব্বে থাকে, তবে فعل কে ইচ্ছানুযায়ী مذكر বা مؤنث করিতে পারা যায়; যথাঃ—طَلَعَتِ الشَّمْسُ বা طَلَعَ الشَّمْسُ সূর্য্য উঠিল। আমরা কোরাণে পড়িয়া থাকি جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ

(খ) فعل যদি فاعل এর পরে থাকে, তবে فعل নিশ্চয় مؤنث হইবে; যথাঃ—اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ

৫। فاعل পদ جمع مكسر হইলে, مؤنث غير حقيقي র ন্যায় فعل পদ مذكر বা مؤنث হইতে পারে। جمع مكسر সজীব বা নির্জীব হইতে পারে; যথাঃ—ذَهَبَتِ الْاَيَّامُ - قَامَ الرِّجَالُ - قَامَتِ الرِّجَالُ বা ذَهَبَ الْاَيَّامُ উভয় প্রকারই হয়।

সাধারণতঃ فاعل পদ مفعول এর পূর্ব্বে থাকে; কিন্তু নিম্নোক্ত

(১) فاعل ও مفعول উভয় পদই اسم مقصور হইলে, এবং فاعل ও مفعول চিনিবার বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ; যথা :— ضَرَبَ مُوسىٰ عِيسىٰ মুসা ইসাকে মারিয়াছে। এস্থলে فاعل - مُوسىٰ

আর مفعول عِيسىٰ

(২) فاعل পদ ضمير متصل হইলে ; যথা :— ضَرَبْتُ زَيْدًا আমি যাইদকে মারিয়াছি। এস্থলে ضمير متصل - ت সংযুক্ত পদ ضَرَبْتُ - فاعل রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) مفعول এর পূর্বে اِلَّا থাকিলে ; যথা :— مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا যাইদ আমর ব্যতীত কাহাকেও মারে নাই।

স্থান বিশেষে فاعل ও فعل উহ্য থাকে।

১। প্রশ্নের উত্তরদানের সময় فعل উহ্য থাকে ; যথা :— مَنْ ضَرَبَ (কে মারিয়াছে ?) زَيْدٌ (যাইদ মারিয়াছে) এস্থলে ضَرَبَ ক্রিয়া উহ্য আছে।

২। সুবিধার্থে কখন কখন فعل উহ্য থাকে ; যথা :— اِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ যদি কোন কাফের তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহাকে আশ্রয় দান কর। এস্থলে اَحَدٌ পদের পুর্ব্বে اِسْتَجَارَكَ - فعل উহ্য আছে।

৩। প্রশ্নের উত্তর نَعَمْ বা بَلٰى হইলে, فاعل ও فعل উভয়ই উহ্য থাকে ; যথা :— اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ কি আমি তোমার প্রতিপালক নই ?

উত্তর نَعَمْ বা بَلٰى (হাঁ) হইবে। এখানে أَنْتَ رَبُّنَا পদদ্বয় উহ্য আছে।

نَائِبُ الْفَاعِلِ

فعل مجهول এর فاعل কে نائب فاعل বলে। نائب فاعل পদ فعل مجهول এর সহিত فاعل রূপে ব্যবহৃত হয় এবং فعل مجهول এর সম্বন্ধ প্রকাশ করে। نائب فاعل কে مفعول ও বলা যায়। فعل مجهول আপন نائب فاعل কে رفع প্রদান করে ; যথা :— ضُرِبَ زَيْدٌ যাইদ মারা গিয়াছে। এখানে ضُرِبَ পদ فعل مجهول এবং زيد পদ نائب فاعل রূপে فاعل এর স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাকে مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ বলা যায়।

৩। اَلْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ

যে جملة র প্রথম অংশ ظرف এবং দ্বিতীয় অংশ اسم مرفوع হয়, তাহাকে جملة ظرفية বলে ; যথা :— عِنْدِيْ مَالٌ আমার নিকট মাল আছে। فِى الدَّارِ زَيْدٌ ঘরের মধ্যে যাইদ আছে। عِنْدِيْ زَيْدٌ যাইদ আমার নিকট আছে। এস্থলে عندي ও فى الدار মুবতাদার পূর্ব্বে বসিয়াছে।

৪। اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ

যে جملة র প্রথম অংশ حرف شرط হয় এবং যাহা দুইটি جملة র

اِنْ تُكْرِمْنِيْ اُكْرِمْكَ—ঃ যথা ; বলে جزا কে جملہ দ্বিতীয় এবং شرطيه
যদি তুমি আমার সম্মান কর, আমি তোমার সম্মান করিব।
অথবা একটি فعليه جملہ অপরটি اسمية جملہ হয় ; যথা ঃ—
اِنْ تَضْرِبْنِيْ اَضْرِبْكَ যদি তুমি আমাকে মার, আমি তোমাকে মারিব।

৫। اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ

যে جملہ দ্বারা সত্য বা মিথ্যা কোন خبر (সম্বাদ) পাওয়া যায়, সেই جملہ কে جملہ خبرية বলে ; যথা ঃ—جَاءَ اَحْمَدُ আহমদ আসিল। ইহাও একটি সম্পূর্ণ جملہ فعليه। ইহা দ্বারা কোন একটি সম্বাদ পাওয়া যায় বলিয়াই ইহাকে একটী স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতীয়মান হইতেছে যে, جملہ خبريه কেবল جملہ فعليه র নামান্তর মাত্র। কারণ যে جملہ র প্রথম অংশ অর্থাৎ مسند পদ فعل হয়, তাহাকে جملہ خبريه বলে, আর فعل ও فاعل এ যে পদ গঠিত হয়, তাহাকে جملہ فعليه ও বলে।

৬। اَلْجُمْلَةُ الْاِنْشَائِيَّةُ

যে جملہ দ্বারা কোন প্রকার ইচ্ছা বা অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয়, তাহাকে جملہ انشائيه বলে ; যথা ঃ—اِضْرِبْ মার। جملہ انشائيه তে নিম্নোক্ত দশটী পদের মধ্যে কোন একটী পদ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

اَمْرٌ - نَهْيٌ - اِسْتِفْهَامٌ - تَمَنِّى - تَرَجِّيْ - عُقُوْدٌ - نِدَا - عَرْضٌ -
تَعَجُّبٌ - قَسَمٌ

ইহাদের কোন একটী ব্যতীত جملہ انشائیہ হইতে পারে না; যথা:—اِضْرِبْ - মার। لَا تَضْرِبْ মারিও না, هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ কি যাইদ মারিয়াছে? لَعَلَّ زَيْدًا غَائِبٌ লَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ যদি যাইদ উপস্থিত থাকিত। সম্ভব যাইদ অনুপস্থিত আছে। بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ বিক্রয় ও ক্রয় করিয়াছিলাম। يَا اللّٰهُ হে খোদা! اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا কেন তুমি আমার নিকট আস নাই, তাহা হইলে উপকার পাইতে। بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا শপথ করিয়া বলিতেছি, এই মতই করিব। مَا اَحْسَنَهُ وَ اَحْسِنْ بِهٖ কি আশ্চর্য্য (খোদা) তাহাকে সুন্দরতা দিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে جملہ দুই প্রকার اسمیہ جملۂ و فعلیہ جملۂ ظرفیہ جملۂ এক প্রকার اسمیہ جملۂ মাত্র। আর شرطیہ جملۂ দুইটী فعلیہ جملہ অথবা একটী فعلیہ ও একটী اسمیہ جملہ র সংযোগে গঠিত হয়। خبریہ جملہ ও انشائیہ جملۂ কেবল اسمیہ جملۂ ও فعلیہ جملۂ র নামান্তর মাত্র। ইহারা শ্রোতার বুঝিবার ক্ষমতার প্রতি নির্ভর করে।

اَلسَّبَقُ السَّادِسُ

مُتَعَلِّقَاتُ الْجُمْلَةِ

فاعل ও فعل ব্যতীত جملہ র অন্তর্গত অন্যান্য পদ সমূহকে متعلقات جملہ বলে। متعلقات جملہ অষ্ট প্রকার; যথা:—مفعول بہٖ -

- حال - مفعول مَعَهٗ - مفعول لَهٗ - مفعول فِيْهِ - مفعول مطلق ও تميز جار مجرور সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল প্রকার مفعول পদই منصوب হয়।

১। اَلْمَفْعُوْلُ بِهٖ

فاعل এর فعل যাহার প্রতি কার্য্য করে, তাহাকে مفعول به বলে ; যথা :—ضَرَبْتُ زَيْدًا আমি যাইদকে মারিয়াছি, قَتَلَ خَالِدٌ زَيْدًا খালেদ যাইদকে মারিয়াছে। এ স্থলে زَيْدًا পদ مفعول به নির্দ্দিষ্টতা বুঝাইবার জন্য مفعول به কখন কখন فعل এর পূর্ব্বে বসে ; যথা :—اَللّٰهَ اَعْبُدُ আমি আল্লারই আরাধনা করিতেছি। অন্যান্য বিষয় مرفوعات - منصوبات ও مجرورات এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।
مفعول فيه পদ منصوب হয়।

২। اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ

যে مصدر - فعل হইতে বহির্গত হইয়া فعل এর পর مفعول রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে مفعول مطلق বলে ; مفعول مطلق পদ منصوب হয়। যথা :—ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبًا আমি যাইদকে খুব মার মারিয়াছি। ইহা নিম্নোক্ত তিন প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) تاكيد অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে ; যথা :—ضَرَبْتُ ضَرْبًا আমি খুব মার মারিয়াছি, اَكَلْتُ اَكْلًا আমি খুব খাওয়া খাইয়াছি, اَخَذْتُ اَخْذًا

আমি খুব ধরণ ধরিয়াছি। (২) উপমার জন্য ; যথা ঃ— جَلَسْتُ جُلْسَةً الْقَارِي আমি কারির ন্যায় বসিয়াছিলাম। (৩) সংখ্যাবাচকরূপে ; যথা ঃ— جَلَسْتُ جَلْسَةً আমি কিছুক্ষণ বসিয়াছিলাম। এস্থলে ضَرْبًا - اَخْذًا - اَكْلاً - جَلْسَةً পদগুলি مفعول مطلق হইয়াছে।

এই مفعول কখন কখন বিভিন্ন শব্দে, কিন্তু এক অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— قَعَدْتُ جُلُوسًا (আমি এক বসা বসিয়াছিলাম) এই স্থলে শব্দদ্বয় قَعَدْتُ ও جَلَسْتُ র একই অর্থ 'বসিয়াছি' কেবল শব্দগত পার্থক্য আছে মাত্র।

সম্ভবার্থে কখন ২ مفعول مطلق এর পূর্ব্বে فعل উহ্য থাকে, যেমন কেহ বাহির হইতে আসিলে বলা যায় خَيْرَ مَقْدَمٍ এস্থলে مَقْدَمٍ এর পূর্ব্বে قَدِمْتَ পদ উহ্য আছে ; যেমন কাহাকেও دُعَا (আশীর্ব্বাদ) করিতে হইলে বলা যায়, رَعْيًا অর্থাৎ رَعَاكَ اللهُ رَعْيًا আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়ালু ও সাহায্যকারী হউক।

৩। اَلْمَفْعُولُ فِيهِ

যে সময় বা যে স্থানে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেই সময় বা স্থানকে مفعول فيه বলে। مفعول فيه পদ منصوب হয়। ইহাকে ظرف ও বলা যায়। ظرف দুই প্রকার— ظَرْفُ الزَّمَانِ ও ظَرْفُ الْمَكَانِ -

ظرف الزمان কার্য্য সম্পাদনের সময় বুঝায়; যথা:— صُمْتُ يوم الجمعة (আমি জুমার দিনে রোজা রাখিয়াছিলাম) ذَهَبَ اليَوْمَ زيد (যাইদ অদ্য গিয়াছে) এস্থলে يوم কে مفعول فيه ظرف زمان বলে। ظرف المكان কার্য্য সম্পাদনের স্থান বুঝায়; যথা:— قُمْتُ خَلْفَكَ (আমি তোমার পিছে দাঁড়াইয়াছিলাম) جَلَسْتُ يَمِينًا وَ شِمَالًا (আমি ডাহিনে বামে বসিয়াছিলাম) ظرف زمان কখন ২ নির্দ্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা:— يَوْم (দিবস) لَيل (রজনী) شَهر (মাস) আর কখন ২ অনির্দ্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা:— دَهر (কাল) حِين (সময়) ইহাদের পরে فِيْ উহ্য থাকিলে ইহারা نصب পায়; যথা:— سَافَرْتُ شَهرًا (আমি মাসের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি) قُمْتُ دَهْرًا (আমি কিছুকাল দাড়াইয়াছিলাম) কিন্তু فِيْ ইহাদের পূর্ব্বে থাকিলে ইহারা مجرور হইয়া যায়; যথা:— فِيْ دَهْرٍ ও فِيْ شَهْرٍ

ظرف مكان কখন কখন নির্দ্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন فَوق (উপর) تَحْتَ (নীচে) يَمِين (ডাহিনে) شِمَال (বাম) خَلْف (পশ্চাতে) قُدَّام (অগ্রে) ইহারা ছয়টী দিক বুঝায়; যথা:— قَامَ زَيدٌ خَلْفَنَا যাইদ আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। وَقَفَ بَكْرٌ বকর থামিয়াছিল। يَمِين زَيد যাইদের দক্ষিণ ইত্যাদি।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ظرف مكان এর পূর্ব্বে في নিশ্চয় থাকে ; যথা :— جَلَسْتُ فِيْ الدَّارِ আমি ঐ ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলাম। فِي الْمَسْجِدِ ঐ মসজিদের মধ্যে। এস্থলে جَلَسْتُ الدَّارِ ইত্যাদি হইতে পারে না। তবে কখন কখন دَخَلْتُ র باب এ অবস্থানুসারে كلام কে ছোট করিবার জন্য دَارَ ইত্যাদি منصوب ব্যবহৃত হয় ; যথা :— دَخَلْتُ الدَّارَ وَالْمَسْجِدَ আমি ঐ ঘরের এবং ঐ মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

৪। الْمَفْعُولُ لَهُ

কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য যে اسم - مفعول রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে مفعول لَهُ বলে ; مفعول له পদ منصوب হয়। যথা :— ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًا আমি তাহাকে আদব দিবার জন্য মারিয়াছি। ضَرَبْتُهُ تَعْلِيْمًا শিক্ষা দিবার জন্য মারিয়াছি। حَرَبْتُ شُجَاعَةً বীরত্ব হেতু লড়িয়াছি। এখানে شُجَاعَةً - تَعْلِيْمًا - تَأْدِيْبًا পদত্রয় مفعول لَهُ। ইহার পূর্ব্বে যেন একটী ل উহ্য থাকে ; কিন্তু ل যখন লিখিত হয়, তখন ل حرف جر এর কার্য্য করে ; যথা :— ذَهَبْتُ اِلَيْهِ لِلسَّمْنِ আমি তাহার নিকট ঘৃত আনিতে গিয়াছিলাম। এখানে سَمْنٍ

৫। المفعول معه

যে اسم - واو এর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার পরে ব্যবহৃত হয় এবং فاعل বা مفعول এর সহিত সাদৃশ্য রাখে, তাহাকে مفعول معه বলে ; مفعول معه পদ منصوب হয়। যথা ঃ— جَلَسْتُ وَ زَيْدًا আমি যাইদের সহিত বসিয়াছিলাম। جَاءَ الْبَرْدُ وَ الطَّيَالِسَةَ শীত আসিয়াছিল ও তাহার সঙ্গে চাদর। كَفَاكَ وَ زَيْدًا دِرْهَمٌ তোমার ও যাইদের সহিত এক দেরহাম যথেষ্ট। এখানে زَيْدًا এবং طَيَالِسَةَ পদদ্বয় مفعول معه হইয়াছে।

৬। اَلْحَالُ

যে اسم পদ কেবল فاعل বা مفعول অথবা فاعل ও مفعول উভয় পদেরই অবস্থা বর্ণনা করে, তাহাকে حال বলে ; حال পদ منصوب হয়। যথা ঃ— جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا যাইদ অশ্বারোহণে আসিয়াছিল। এস্থলে رَاكِبًا পদ حال হইয়া فاعل পদ زَيْدٌ এর অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। ضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا আমি বাঁধা অবস্থায় যাইদকে মারিয়াছি। এস্থলে مَشْدُودًا পদ حال হইয়া مفعول পদ زَيْدًا র অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ আমি যাইদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি উভয়ে অশ্বারোহী অবস্থায়। এস্থলে رَاكِبَيْنِ - فاعل ও مفعول উভয় - পদেরই অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। এরূপ فاعل ও

معرفه ذوالحال কে ذُوْالحَالْ বলে। حال সর্ব্বদা نکرہ এবং مفعول হইয়া থাকে; কিন্তু ذوالحال যদি نکرہ হয়, তবে حال প্রথমে থাকে; যথা:— جَاءَنِيْ رَاكِبًا رَجُلٌ এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে আমার নিকট আসিয়াছিল।

কখন কখন حال পদ جملۂ اسميه হইয়া থাকে, তখন واو এবং ضمير অথবা কেবল واو নিশ্চয় থাকে; যথা:— لاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارٰى নমাজের নিকট আসিও না, যখন তোমরা থাক মাতাল অবস্থায়। এস্থলে حال পদ اَنْتُمْ سُكَارٰى - ও واو এর সহিত মিলিত হইয়া جملۂ اسميه হইয়াছে। كُنْتُ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ আমি নবি ছিলাম, যখন আদম পানি ও মাটির মধ্যে ছিল। যখন فعل হইতে مضارع এর অর্থ পাওয়া যায়, তখন কেবলমাত্র ضمير ব্যবহৃত হয়; যথা;— جَاءَ زَيْدٌ يَسْعٰى (যাইদ দৌড়িয়া আসিয়াছে) فعل ماضي - حال রূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহার পূর্ব্বে একটী قَدْ বসাইতে হয়; যথা:— جَاءَ زَيْدٌ قَدْ خَرَجَ غُلَامُهٗ যাইদ আসিল, যখন তাহার দাস বাহির হইয়াছে।

৭। اَلتَّمِيْزُ

যে نکرہ اسم দ্বারা কোন বিশেষ গুণ প্রকাশিত হয়, তাহাকে تميز বলে; تميز পদ منصوب হয়। যথা:— جَلَّ زَيْدٌ نَسَبًا (যাইদ

প্রবাহিত করিয়াছি। এই দুইটী উদাহরণে عُيُونًا ও نَسَبًا পদ تميز - تميز যে কেবল فعل এর প্রতি عمل করিয়া থাকে, তাহা নহে, কথন ২ اسم تام ও اسم مقدار রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা:— عِشْرُونَ رَجُلًا (কুড়ি জন লোক) رَطْلٌ زَيْتًا (দুই আঁচল গম) قَفِيْزَانِ بُرًّا (আধসের যইতুনের তেল) خَاتَمُ فِضَّةٍ বা خَاتَمٌ فِضَّةً (রৌপ্য অঙ্গুরী)।

যে اسم পদ نون جمع বা نون تثنيه ও تنوين اضافت অথবা ইত্যাদির কোন একটীর সহিত ব্যবহৃত হইয়া সম্পূর্ণ হয়, তাহাকে اسم تام বলে।

আরবী বৈয়াকরণগণ مقدار পদ দ্বারা চারিটী অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন; যথা:—عدد (সংখ্যা) پيمانه (পরিমাণ) وزن (মাপ) مِسَاحَت (জরিপ কার্য্য)।

৮। اَلْمَجْرُوْرَاتُ

জর প্রাপ্ত اسم কে مجرور বলে। جر ও مجرور উভয়ই উল্লিখিত হইলে, তাহাকে جار مجرور বলে; যথা:—مِنْ بَيْتٍ - فِي الدَّارِ - بِاللّٰهِ

এস্থলে بيت - دار - الله - مجرور এবং مِن - فِي - ب - حرف جر পদ উল্লিখিত হইয়াছে।

مُضَافٌ و مُضَافٌ اِلَيْهِ

যখন কেবল اسم مجرور উল্লিখিত হয় এবং حرف جر উহ্য থাকে, তখন সেই مجرور কে مضاف اليه বলে। যে اسم - مضاف اليه

এর সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাকে مضاف বলে। مضاف اليه সর্ব্বদা مجرور হইয়া থাকে, কিন্তু অবস্থানুসারে مضاف কখন مرفوع কখন منصوب আর কখন বা مجرور হইয়া থাকে। مضاف اليه نكره হইলে তাহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা একটী ال تعريفي প্রযুক্ত হয়। مضاف এর পূর্ব্বে ال প্রযুক্ত হয় না ; কিন্তু مضاف - افعال تفضيل হইলে তাহাদের পূর্ব্বে ال বসিতে পারে ; যেমন - اَلرَّجُلُ الْغَيْرُ الْكَاتِبِ مضاف اليه যদি معرفه হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে ال প্রযুক্ত হয় না। اضافت এর সময় مضاف এর نون تثنيه - نون جمع - تنوين লোপ পায়।

নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) خَرَجَ اَصْحَابُ النَّارِ। ذَهَبَ صَاحِبُ الْكَرَمِ দাতা গিয়াছে। দোজখী বাহিরে গিয়াছে। এস্থলে صاحب ও اصحاب পদদ্বয় مضاف এবং مرفوع হইয়াছে, আর نار ও كرم পদদ্বয় مضاف اليه বলিয়া مجرور হইয়াছে।

আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, صاحب ও اصحاب দ্বয় فاعل পদ।

(২) قَرَأَ خَالِدٌ كِتَابَ اللهِ খালেদ আল্লার কেতাব পড়িয়াছে। এস্থলে كتاب পদ مضاف হইলেও - منصوب হইয়াছে, কারণ مفعول রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ কেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে। بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ হস্তী আরোহীদিগের সহিত। بِرُوْحِ الْقُدُسِ পবিত্র আত্মার

সহিত। بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লার আদেশে। এস্থলে مضاف পদসমূহ مجرور হইয়াছে, কারণ তাহাদের পূর্ব্বে حرف جر আছে।

(৪) كِتَابُ زَيْدٍ যাইদের পুস্তক। غُلَامُ خَالِدٍ খালেদের দাস। كَلَامُ اللّٰهِ আল্লার কালাম। এস্থলে مضاف اليه পদ معرفه বলিয়া তাহাদের পূর্ব্বে ال প্রযুক্ত হয় নাই।

(৫) غُلَامُ زَيْدٍ যাইদের গোলাম। خَرَجَ غُلَامَا زَيْدٍ যাইদের গোলামদ্বয় গিয়াছে। جَاءَ مُسْلِمُوْا مِصْرَ মেসরের মুসলমানগণ আসিয়াছে। এখানে غُلَامُ - غُلَامَانِ - مُسْلِمُوْنَ পদের نون تثنيه - تنوين ও نون جمع লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

اَلْاِضَافَتُ

যে চিহ্ন কোন দুইটী اسم এর মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাকে اضافت বলে। اضافت দুই প্রকারঃ—معنوي ও لفظي।

اَلْاِضَافَتُ الْمَعْنَوِيَّةُ

যখন اسم فاعل - اسم مفعول বা صفت مشبه ব্যতীত অন্য কোন اسم مضاف হয় এবং حرف جر (যাহাকে تقديري حرف جر বলে) উহ্য থাকে, তখন তাহাকে اِضَافت معنوي বলে। ইহারা নানা প্রকারের হইয়া থাকে; যথাঃ—خَاتَمُ فِضَّةٍ রৌপ্য অঙ্গুরী।

ضَرْبُ الْيَوْمِ দিবাভাগে মারা। كِتَابُ زَيْدٍ যাইদের পুস্তক। এখানে حرف جر- لِ - فِي - مِنْ উহ্য আছে, প্রকৃতপক্ষে ইহারা ছিল كَلَام عَمْرٍ তদ্রূপ كِتَابٌ لِزَيْدٍ - ضَرْبٌ فِى الْيَوْمِ - خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ আমরের বাক্য। فُرُوعُ هِنْدٍ হিন্দার জুলফ। يَدُ اللّٰهِ আল্লার হাত। حَسْبُ الْحَالِ অবস্থা মত, طَالِبُ الْعِلْمِ শিক্ষার্থী।

এরূপ اضافت এর উপকার এই যে, যদি اسم نكره পদ معرفه র مضاف হয়, তবে اسم نكره প্রশংসা প্রকাশ করে; আর যদি اسم نكره পদ نكره র مضاف হয়, তবে نكره স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে; কিন্তু غير - مثل ইত্যাদি مضاف হইলে প্রশংসা বা স্বতন্ত্রতা বুঝায় না; যথা ঃ—مَرَرْتُ بِرَجُلٍ غَيْرِ زَيْدٍ আমি এক ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলাম যাইদ ব্যতীত।

اَلْاِضَافَتُ اللَّفْظِيَّةُ

যখন কোন صفت আপন فاعل বা مفعول এর مضاف হয়, তখন তাহাকে اضافت لفظي বলে; যথা ঃ—ضَارِبُ زَيْدٍ যাইদকে আঘাতকারী। এরূপ اضافت দ্বারা কেবল تنوين ইত্যাদি লোপ পায় এবং প্রশংসা বা স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হয় না। এইহেতু এরূপ مضاف র প্রতি ال تَعْرِيْفِيْ বসিয়া থাকে; যথা ঃ—اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ

দ্রষ্টব্য। صفت আর اضافت দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়; অতএব موصوف কখন صفت এর مضاف হইতে পারে না। তবে কখন কখন এইরূপ হইয়া থাকে, যেমন مَسْجِدُ الْجَامِعِ - جَانِبُ الْغَرْبِيِّ - صَلٰوةُ الْاُوْلٰى এই সকল উদাহরণে موصوف পদ صفت এর مضاف হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, এখানে একটী করিয়া শব্দ উহ্য আছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি প্রকৃতপক্ষে مَسْجِدُ الْوَقْتِ الْجَامِعِ - جَانِبُ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ - صَلٰوةُ السَّاعَةِ الْاُوْلٰى ছিল। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে موصوف তাহার صفت র مضاف হয় নাই, বরং অন্য একটী পদের مضاف হইয়াছে।

এই প্রকারে جَرْدُ قَطِيفَةٍ পুরাতন চাদর। اِخْلَاقُ ثِيَابٍ পুরাতন কাপড়। ইহারা প্রকৃত ছিল قَطِيفَةٌ جَرْدٌ ও ثِيَابٌ اِخْلَاقٌ অতএব موصوف এর صفت পদদ্বয় (اِخْلَاقٌ ও جَرْدٌ) اسم مطلق রূপে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যখন কোন দুই اسم এক অর্থে অথবা একই শব্দ দুইবার উল্লিখিত হয়, তখনও اضافت ব্যবহৃত হয় না; যথা:— اَسَدٌ و لَيْثٌ ব্যাঘ্র, مَنْعٌ و حَبْسٌ নিষেধ, اِنْسَانٌ ও نَاطِقٌ মনুষ্য। اسد لَيْثٍ বলিলে ভুল হইবে।

প্রশ্নাবলী।

১। فعل আর مشبه بفعل কি কি عمل করিয়া থাকে?

২। فعل ও فاعل এর মধ্যে কোন্ ২ বিষয়ে সামঞ্জস্য একান্ত প্রয়োজন?

৩। متعلقات جملة র اعراب কি সর্ব্বদা একরূপ হইয়া থাকে? যদি না হয়, তবে উদাহরণ সহ পার্থক্য প্রদর্শন কর।

৪। ذو الحال কাহাকে বলে এবং কাহার অবস্থা প্রকাশ করে?

৫। مضاف ও مضاف اليه - جار مجرور র প্রভেদ বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ স্থলে مضاف এর প্রতি ال বসিতে পারে?

৬। جملة সমূহের বিষয় সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা কর।

৭। নিম্নোক্ত পদগুলির ভুল সংশোধন পূর্ব্বক অর্থ বাঙ্গলায় লিখ ঃ—

(ক) اَلَمْ تَرَ - اَنْتَ مَوْلاَنَا - اُدْعُوا لَنَا - اُطْلُبُ الْعِلْمَ

(খ) فُتِحَتَ السَّمَاءُ - لاَيَغْلَقُ الْبَابُ - قُتِلَ الْاِنْسَانُ

(গ) قَامَتِ الرِّجَالُ - اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُ - جَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ

(ঘ) ضَرَبَ زيد عمرا فِي دَارِهِ - اعوذ بِرَبِّ النَّاسِ - دَخَلْتَ الْمَسْجِدِ

(ঙ) يَا بَنِيَ اِسرَائِيلَ - تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ - اِنِّي عَبْدُ اللهِ

৮। নিম্নলিখিত পদগুলির تركيب ঠিক কর।

جَاءَنِي رَجُلٌ رَاكِبًا - كَفَاكَ وَ زَيْدًا دِرْهَمٌ - تَحْتَ الشَّجَرَةِ نَامَ زَيْدٌ

اَلسَّبَقُ السَّابِعُ

اَنْوَاعُ الْاَسْمَاءِ

اسم এর অন্ত্যবর্ণের স্থায়িত্ব ও পরিবর্ত্তনানুসারে اسم দুই প্রকার ঃ—
مَبْنِىٌّ ও مُعْرَبٌ

১। اَلْاِسْمُ الْمُعْرَبُ

যে সকল اسم এর শেষ বর্ণের حركات স্থায়ী নহে এবং যাহাদের শেষ বর্ণের حركات সমূহ বিভিন্ন عوامل দ্বারা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে اسم معرب বলে। اسم متمكن (পরিবর্ত্তনশীল) এবং مضارع (যখন جمع مؤنث ও نون تاكيد হইতে মুক্ত হয়) মাত্রই اسم معرب। ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। اعراب অনুসারে اسم তিন প্রকারের হয়; যথা ঃ—مرفوع - منصوب - مجرور

اَلْاِسْمُ الْمَرْفُوْعُ

যে اسم এর শেষ বর্ণ رفع প্রাপ্ত হয়, তাহাকে مرفوع বলে। নিম্নোক্ত اسم সমূহ مرفوع হয়; যথা ঃ— فاعل - نائب فاعل (مَفْعُولُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ) ও তাহার আনুষঙ্গিক পদ - مبتدا - خبر - اِنَّ র خبر ও তাহার আনুষঙ্গিক পদ - كَانَ র اسم ও لاء لِنَفْيِ الْجِنْسِ এর خبر - ماولا مشبه بليس র اسم।

اَلْاِسْمُ الْمَنْصُوْبُ

যে اسم এর শেষ বর্ণ نصب প্রাপ্ত হয়, তাহাকে منصوب বলে। নিম্নোক্ত اسم সমূহ منصوب হয় ; যথা :— مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ - مَفْعُوْلٌ بِهٖ - مَفْعُوْلٌ فِيْهِ - مَفْعُوْلٌ لَهٗ - مَفْعُوْلٌ مَعَهٗ - حال - تميز - اِنَّ ও র তাহার সঙ্গীদিগের اسم - كَانَ র خبر ও তাহার আনুষঙ্গিক পদ - مَاوَلَا র خبر ও তাহার আনুষঙ্গিক পদ - لِنَفْيِ الْجِنْسِ لَا এর اِسم এবং مستثنى - কোন কোন অবস্থাতে منادى পদ ও منصوب হয়।

اَلْاِسْمُ الْمَجْرُوْرُ

যে اسم এর শেষ বর্ণ جر প্রাপ্ত হয়, তাহাকে مجرور বলে। নিম্নোক্ত اسم সমূহ مجرور হইয়া থাকে ; যথা :— مضاف اليه এবং যে সকল اسم এর পূর্ব্বে حرف جر বসে। معمول পাঠকালে مرفوعات - منصوبات ও مجرورات এর উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

২। اَلْاِسْمُ الْمَبْنِيُّ

বিভিন্ন عوامل অনুসারে যে اسم এর শেষ বর্ণের حركات এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাকে اِسْمٌ مَبْنِيٌّ বলে। اِسْمٌ مَبْنِيٌّ র حركات কে ضمة - فتح - كسرة ও سكون বলে, ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত - اَلْمُضْمَرَاتُ — যথা :— প্রকার ; আট ...

- اَلْمُرَكَّبَاتُ - اَلْاَصْوَتُ - اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ - اَلْمَوْصُوْلَاتُ - اَسْمَاءُ الْاِشَارَةِ
اَلظُّرُوْفُ - اَلْكِنَايَاتُ

اَلْمُضْمَرَاتُ

১। ضمير তিন প্রকার ; ضمير مرفوع - ضمير منصوب - ضمير مجرور

(ক) اَلضَّمَائِرُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمَرْفُوعَةُ

هُوَ - هُمَا - هُمْ　　هِيَ - هُمَا - هُنَّ

اَنْتَ - اَنْتُمَا - اَنْتُمْ　　اَنْتِ - اَنْتُمَا - اَنْتُنَّ

اَنَا　　نَحْنُ

اَلضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ الْمَرْفُوعَةُ

ضَرَبَ - ضَرَبَا - ضَرَبُوا　　ضَرَبَتْ - ضَرَبَتَا - ضَرَبْنَ

ضَرَبْتَ - ضَرَبْتُمَا - ضَرَبْتُمْ　　ضَرَبْتِ - ضَرَبْتُمَا - ضَرَبْتُنَّ

ضَرَبْتُ　　ضَرَبْنَا

ضمير مرفوع পদ فاعل অর্থাৎ مبتدا হয় ; যথা :—هُوَ الْغَفُوْرُ খবর পদ غفور এবং مبتدا হُوَ পদ ضمير مرفوع منفصل এস্থলে হইয়াছে। সেইরূপে ضَرَبْتُ زَيْدًا এ স্থলে ضمير مرفوع متصل ضَرَبْتُ - পদ مبتدا হইয়াছে।

اَلضَّمَائِرُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمَنْصُوبَةُ (খ)

إِيَّاهُ - إِيَّاهُمَا - إِيَّاهُمْ   إِيَّاهَا - إِيَّاهُمَا - إِيَّاهُنَّ

إِيَّاكَ - إِيَّاكُمَا - إِيَّاكُمْ   إِيَّاكِ - إِيَّاكُمَا - إِيَّاكُنَّ

إِيَّايَ   إِيَّانَا

اَلضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ الْمَنْصُوبَةُ

ضَرَبَهُ - ضَرَبَهُمَا - ضَرَبَهُمْ   ضَرَبَهَا - ضَرَبَهُمَا - ضَرَبَهُنَّ

ضَرَبَكَ - ضَرَبَكُمَا - ضَرَبَكُمْ   ضَرَبَكِ - ضَرَبَكُمَا - ضَرَبَكُنَّ

ضَرَبَنِيْ   ضَرَبَنَا

ضمير منصوب পদ مفعول বা اِنَّ اسم রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— اِيَّاكَ نَعْبُدُ এস্থলে اِيَّاكَ পদ مفعول এবং نَعْبُدُ পদ فاعل হইয়াছে।

اَلضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ الْمَجْرُوْرَةُ (গ)

لَهُ - لَهُمَا - لَهُمْ   لَهَا - لَهُمَا - لَهُنَّ

لَكَ - لَكُمَا - لَكُمْ   لَكِ - لَكُمَا - لَكُنَّ

لِيْ   لَنَا

ضمير مجرور পদ مجرور অর্থাৎ مضاف اليه হইয়া থাকে।

২। যখন مبتدا এবং خبر উভয় পদই معرفة অথবা مبتدا اسم تفضيل من এর সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন مبتدا ও خبر এর মধ্যে مرفوع منفصل পদ مبتدا রূপে আনীত হয়। আর তখন مرفوع منفصل কে ضمير فصل বলে। ইহা যেন خبر এবং صفت এর মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে; যথা ঃ— أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তাহারা অব্যাহতি পাইবে। زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ خَالِدٍ - যাইদ, সে খালেদ অপেক্ষা ভাল।

৩। কখন কখন جملة র প্রথমে ضمير غائب আসিয়া থাকে, আর এই ضمير যদি مذكر হয়, তবে তাহাকে ضَمِيْرُ الشَّانِ এবং যদি مؤنث হয়, তবে তাহাকে ضَمِيْرُ الْقِصَّةِ বলে। পরবর্ত্তী جملة তাহার অর্থ প্রকাশ করে; যথা ঃ— هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ সেই যাইদ দাঁড়াইয়া আছে। كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا যাইদ দাঁড়াইয়াছিল। كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا অল্লাহ জ্ঞানী إِنَّهَا هِنْدٌ قَاعِدَةٌ নিশ্চয় হিন্দা উপবিষ্ট।

২। اَسْمَاءُ الْاِشَارَةِ

ইহারা সংখ্যায় ১২ টী যথা ঃ—

ذَا - ذَانِ - ذَيْنِ - تَا - تَانِ - تَيْنِ - ذِهْ - ذِهِيْ - تِيْ - تِهْ - تِهِيْ -

أُوْلٰى বা أُوْلَاءِ কখন কখন تنبيه - (ধমক) এর জন্য هَا এবং خطاب (সম্বোধন) এর জন্য ك উক্ত পদগুলির পূর্ব্বে বসে।

যে اسم এর দিকে اشارہ করা যায়, তাহাকে مُشار اليه বলে, আর কلام ترکيب (বাক্যবিন্যাস) এর জন্য اشارہ اسم কে موصوف এবং مُشَارٌ اليه কে صفت বলে ; যথা :— ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ এ সেই পুস্তক যাহাতে কোন ভুল নাই।

কখন কখন اشارہ পদ مبتدا এবং مشار اليه পদ خبر হয় ; যথা :— هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ এ সেই দোজখ যাহার ভয় দেখান হইয়াছে।

যখন مخاطب এর واحد - تثنيه - جمع এবং مذكر ও مؤنث প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, তখন اشارہ اسم র সহিত ছয়টী পদ كَ - كُمَا - كُمْ - كِ - كُمَا - كُنَّ প্রযুক্ত হয়, যথা :— ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيْ হে রব এই দুই ব্যক্তি আমাকে শিক্ষা দিয়াছে, ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ইনি তোমাদিগের আল্লাহ এবং প্রতিপালক। كَذَالِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ ইনি সেই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা فَذَالِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ তোমরা সেই স্ত্রীলোক যাহারা আমাকে ঠাট্টা করিতে এই বিষয়ে।

নিম্নোক্ত পদগুলিও اشارہ اسم রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা :—

أُولٰئِكُمَا - أُولٰئِكَ - تَانِكُمَا - تَانِكَ - ذَانِكُمَا - ذَانِكَ - تِلْكُمَا - تِلْكَ

اَلْاَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتُ । ৩

নিম্নোক্ত পদগুলি موصول রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা :— اَلَّذِيْ - اَلَّذَانِ - اَلَّذِيْنَ - اَلَّذَيْنِ - اَلَّتِيْ - اَللَّتَانِ - اَللَّتَيْنِ - اَللَّاتِيْ - اَلْاُوْلٰى - مَا - مَنْ - اَيٌّ - اَيَّةٌ ও اَلْ ইহারা প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

ال تعريفى পদ الذى র অর্থ প্রদান করে বলিয়া তাহাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে ; যথা :— اَلضَّارِبُ - اَلْمَضْرُوْبُ এখানে ال - الذى'র অর্থ প্রকাশ করিতেছে। مَا - مَنْ - اَيٌّ ও اَيَّةٌ এর বিষয় সেইরূপ ; اَيٌّ ও اَيَّةٌ এর ব্যবহার ৪ প্রকার ; তিন প্রকার معرب আর এক প্রকার مبنى সেই জন্য ইহাদিগকে مبنى ভুক্ত করা হইয়াছে। যথা :— اَيٌّ قَائِمٌ - اَيٌّ هُوَ قَائِمٌ - اَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ এই উদাহরণত্রয়ে اَيٌّ পদ معرب আর اَيُّهُمْ قَائِمٌ নে اَيٌّ পদ مبنى হইয়াছে।

اَلْخَنَّاسُ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ এখানে اَلَّذِيْ পদকে موصول আর يُوَسْوِسُ পদ فعل ضمير কে عَائِدٌ বলে এবং اَلْخَنَّاسُ কে صله বলে। عائد ও صله ব্যতীত কেবল موصول কোন পদকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না, এখানে اَلَّذِيْ فاعل এবং يُوَسْوِسُ فعل হইয়াছে। আর فاعل ও فعل মিলিয়া جملهٔ خبريه হইয়াছে। ইহাকেই جمله صله বলে।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমার সেই

ঝগড়ার কথা শুনিয়াছেন। এখানে تُجَادِلُكَ পদ صلة এবং اَلَّتِيْ موصول - عائد যদি مفعول হয়, তবে তাহা উহ্য থাকে ; যথা :— قَامَ الَّذِيْ ضَرَبْتُ اَيْ ضَرَبْتُهُ সেই লোক দাঁড়াইয়া আছে, যাহাকে আমি মারিয়াছি।

مَنْ - مَا ও اَيٌّ পদত্রয় اَلَّذِيْ অর্থে, اَيَّةٌ পদ اَلَّتِيْ অর্থে, এবং ال পদ اسم فاعل ও اسم مفعول এর প্রতি اَلَّذِيْ অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে موصول এর অন্তর্গত করা হইয়াছে। مَا সর্ব্বদা استفهامية রূপে ذا র সহিত ব্যবহৃত হয়।

مَنْ - (কে) ذَوِيْ الْعُقُوْلُ (সজীব) এর জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা :— اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ যাহার ইচ্ছা করেন আল্লা তাহার রোজী বাড়াইতে পারেন।

مَا - (কি) غير ذوى العقول (নির্জীব) এর জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা :— اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাকে তোমরা উপাসনা করিতেছ, সকলেই দোজখের কাষ্ঠ হইবে। উক্ত পদত্রয় موصول ব্যতীত استفهامية—شرطية ও موصوف রূপেও ব্যবহৃত হয় ; যথা :— مَنْ هٰذَا এই ব্যক্তি কে ? مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهٖ যে মন্দ কাজ করে, সে তাহার প্রতিফল পায় ;

জন্য যথেষ্ট। مَا عِنْدَكَ তোমার নিকট কি আছে? مَا تَصْنَعْ اَصْنَعْ যাহা তুমি করিবে তাহা আমি করিব। اِضْرِبْهُ ضَرْبًامَّا তাহাকে কিছু মার মার। اَيُّهُمْ اَخُوكَ তাহাদের মধ্যে কে তোমার ভ্রাতা হয়। اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى যে নামে তুমি তাঁহাকে ডাকিবে (সেই নামই তাঁহার হইবে) কারণ তাঁহার অনেক পবিত্র নাম আছে। يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ হে সেই ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে ما استفهاميه র প্রতি حرف جر বসিলে الف লোপ পায়; যথা ঃ— عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ কি বিষয়ে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে عَنْ - مَا হইতে উৎপন্ন।

اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ । ৪

যে সকল اسم রূপে فعل এর ন্যায় না হইলেও فعل এর স্থানে ব্যবহৃত হইয়া فعل এর ন্যায় নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা সংখ্যায় নয়টী; যথা ঃ—دُونَكَ - بَلْهَ - عَلَيْكَ - حَيْهَلْ - هَا - رُوَيْدَ - هَيْهَاتَ - سَرْعَانَ - شَتَّانَ -

(১) ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টী امر حاضر مبني অর্থাৎ উপস্থিত অনুজ্ঞা বুঝায় এবং তাহারা اسم এর প্রতি نصب প্রদান করে; যথাঃ— دُونَكَ (ধর)—دُونَكَ اللَّبَنَ দুগ্ধধর। بَلْهَ (ত্যাগ কর)—

بَلْهَ التَّفَكُّرَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْكَ সে বিষয়ে অনর্থক চিন্তা ত্যাগ কর।

عَلَيْكَ (গ্রহণ কর) عَلَيْكَ الرِّفْقَ বন্ধুতা গ্রহণ কর। حَيَّهَلْ

(আনয়ন কর) حَيَّهَلِ الثَّرِيْدَ—সরিদ আন। যে পদার্থ রুটী ঝোল

বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহাকে ثريد বলে।

هَا (ধর) هَا زَيْدًا—যাইদকে ধর। هَا শব্দ তিন রূপে ব্যবহৃত

হয়; যথা:—هَا - هَاءِ - هَاءَ ইহাদের মধ্যে هَاءَ শব্দ শ্রুতিমধুর এবং

ইহার واحد - تثنيه ও جمع ব্যবহৃত হয়, هَاءَ - هَاؤُمَا - هَاؤُمْ যেমন

পবিত্র কোরাণে উল্লিখিত আছে। هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ এই পুস্তক পড়? هَاءُ

رُوَيْدَ—(ছাড়িয়া দাও) رُوَيْدَ زَيْدًا যাইদকে যাইতে দাও। কখন

কখন مصدر এর অর্থ প্রকাশ করে; যেমন أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا এখানে رُوَيْدًا

অর্থে ছাড়িয়া দেওন বুঝায়।

(২) দ্বিতীয় তিনটিকে مبنى ماضى বলে। ইহারা اسم কে رفع

দিয়া থাকে; যথা:—هَيْهَاتَ (দূর হইয়াছে) هَيْهَاتَ زَيْدٌ - যাইদ

দূর হইয়াছে। شَتَّانَ (পৃথক হইয়াছে) شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو - যাইদ ও

আমর পৃথক হইয়াছে। سَرْعَانَ (সত্বর করিয়াছিল) سَرْعَانَ زَيْدٌ -

যাইদ সত্বর করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পদ কয়টী فعل এর অর্থ প্রকাশ করে ;
عَلَيَّ بِهٖ (গ্রহণ কর) مَهْ (কর না) صَهْ (চুপ কর) فقط (মাত্র) اٰمين (আমার কর্ত্তব্য) هَيْتَ لَكَ (তোমার জন্য আন) هَاتِ (দাও) اِلَيْكَ পশ্চাতে রাখ।

কোন এক বৈয়াকরণ অনুমান করেন যে هَاتِ প্রকৃত পক্ষে آتِ অর্থাৎ اٰتِى ও يُوٰتِى এর باب হইতে আসিয়াছে এবং উহা হইতে هَاتُوا - هَاتِيَا - هَاتِ— যথা ঃ— جمع ও تثنيه - واحد হইয়া থাকে ; যেমন আল্লা কোরাণে বলিয়াছেন قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ বল, তোমাদিগের প্রমাণ আনয়ন কর ?

৫। اَسْمَاءُ الْاَصْوَاتِ

যে اسم দ্বারা কোন জন্তুর স্বর প্রকাশিত হয়, তাহাকে اسم صوت বলে ; যথা ঃ— غَاقِ غَاقِ কাকের স্বরের অনুকরণ, نَخٍّ نَخٍّ এই স্বর দ্বারা উটকে বসান হয়, اُحٍّ اُحٍّ কাশির শব্দ।

৬। اَلْمُرَكَّبَاتُ بِنَائِى

যখন কোন দুইটী পদ মিলিয়া একটী পদ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে مركب بنائى বা مركب امتزاجى বলে। এইরূপে যে শব্দদ্বয় মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে اضافت এর বা অন্য কোন প্রকারের চিহ্ন থাকে না। এইরূপ সংযোগের নিম্নোক্ত তিনটী নিয়ম আছে।

(১) দ্বিতীয় পদ حرف হইলে, উভয় পদের শেষ বর্ণ مبني مفتوح হয় ; যথা ঃ أَحَدَ عَشَرَ হইতে تِسْعَ عَشَرَ পর্য্যন্ত। কেবল মাত্র اِثْنَا عَشَرَ নিয়মবহির্ভূত কারণ اِثْنَا পদ معرب

(২) দ্বিতীয় পদ اسم صوت হইলে, প্রথম পদ مفتوح এবং দ্বিতীয় পদ مكسور হয় ; যথা ঃ—سِيبَوَيْهِ = سِيبَ + وَيْهٌ

(৩) দ্বিতীয় পদ اسم صوت না হইলে, প্রথম পদ مفتوح এবং দ্বিতীয় পদ معرب হইবে ; কিন্তু এইরূপ معرب পদের اعراب - غير منصرف এর اعراب এর ন্যায় হয় ; যথা ঃ—بَعْلَبَكُّ ইহা بَعْلَ (প্রতিমার নাম) ও بَكُّ (সহরের নাম) র যোগে উৎপন্ন।

৭। أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ

যে اسم দ্বারা কোন অজ্ঞাত পদার্থের ন্যূনাধিক্যের বিষয় বর্ণিত হয়, তাহাকে اسم كناية বলে। ইহারা সংখ্যায় চারিটী মাত্র ; যথা ঃ—كَمْ (কত) - كَذَا (এত) - كَيْتَ (এমত) ذَيْتَ (এমন)

كَمْ ও كَذَا সংখ্যাবাচক এবং كَيْتَ ও ذَيْتَ অনুজ্ঞাসূচক।

(১) كَمْ যদি استفهامية (অনুজ্ঞাসূচক) হয়, তবে তাহার সংখ্যা-বাচক পদটী منصوب مفرد হয় ; যথা ঃ—كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ - তোমার নিকট কত দেরহম আছে ? (২) আর كم যদি خبرية (সম্বাদ সূচক)

كَمْ دِيْنَارٍ عِنْدِي আমার নিকট যথেষ্ট দিনার আছে। যখন বিশেষ্য পদটী مجموع مجرور হয় ; যথা كَمْ رِجَالٍ لَقِيْتُمْ তোমরা অনেক লোক দেখিয়াছ। তখন مِنْ উভয়ের বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে আসিয়া থাকে ; যথা ঃ—كَمْ مِنْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ - কতই লোককে মারিয়াছি। كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ - আকাশে কতই ফেরেস্তা আছে অর্থাৎ আকাশে অনেক ফেরেস্তা আছে। কিন্তু যখন সম্ভব বুঝায় তখন كم এর تميز (বিশেষ্য পদ) উহ্য থাকে : যথাঃ—كَمْ مَالُكَ তোমার কত মাল আছে ? প্রকৃত ছিল كَمْ دِيْنَارًا مَالُكَ - كَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ يَاكَمْ ضَرَبْتُ কত মার মারিয়াছি। كَذَا দুইবার লিখিত হয় এবং ইহার تميز পদ مفرد منصوب হয় ; যথা ঃ—قَبَضْتُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا - আমি এত এত দেরহাম লইয়াছি। - كَيْتَ فِي الْهِدَايَةِ - এইরূপই হেদায়াতে আছে। ذَيْتَ فِي الْبُخَارِيْ এমনই বোখারিতে আছে।

৮। اَلظُّرُوْفُ الْمَبْنِيَّةُ

যে ظرف এর শেষ বর্ণের حركت - مبنيه হয়, তাহাকে ظرف مَبْنِيَّه বলে। ظرف مَبْنِيَّه দ্বাদশটী এবং ইহাদের কোন কোনটীর প্রতি ضَمّه কোন কোনটীর প্রতি فتح কোন কোনটীর প্রতি سكون - مبنيه হয়।

১। أَسْمَاءُ الْجِهَاتِ (দিকের নাম) ইহারা সংখ্যায় ছয়টী মাত্র ; যথা ঃ— قَبْلُ - بَعْدُ - تَحْتُ - فَوْقُ - قُدَّامُ - خَلْفُ ইহাদের مضاف اليه যখন উহ্য থাকে, তখন তাহারা مفهوم হয়।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ - যথা ঃ— قَبْلُ - আল্লার স্বমত যাহা ইতিপূর্ব্বে গত হইয়াছে। এস্থলে قَبْلُ র পর هٰذَ الزَّمَانِ উহ্য আছে। এরূপ উহ্য مضاف اليه কে غايات বলে। এইরূপ উহ্য مضاف اليه পদ سماعي হয়, قياسي হয় না ; যথা ঃ— سُئِلَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ - মুসা ইতিপূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ অতএব, কেন তোমরা আল্লার আম্বিয়াদিগকে কাটিতে ইতিপূর্ব্বে। কিন্তু ضمير এর সহিত মিলিত হইলে পরিবর্ত্তন হয় ; যথা ঃ— مِنْ قَبْلِكَ - مِنْ قَبْلِكُمْ

২। حَيْثُ (যেখানে, কোথায়) ইহাকে ظرف مكان (স্থানাধিকরণ) বলে, এবং ইহা সতত مضموم مبنى হয় ; যথা ঃ—

اِجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٌ جَالِسٌ - বস যেখানে যাইদ বসিয়া আছে। قُمْ حَيْثُ قَامَ زَيْدٌ - দাঁড়াও যেখানে যাইদ দাঁড়াইয়া আছে। حَيْثُ সর্ব্বদা جملة র দিকে مضاف হয়।

৩। إِذَا - (যখন) ইহা ماضى র পূর্ব্বে বসে কিন্তু مستقبل অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ—إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ - যখন আল্লার অনুগ্রহ আসিবে। কখন কখন استمراري র অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ—إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ - যখন তাহাদিগকে বলা যায় যে, পৃথিবীতে বিবাদ করিও না। কখন কখন مفاجات (হঠাৎ) এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ—خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ - আমি বাহিরে গিয়া হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র দণ্ডায়মান দেখিলাম।

৪। إِذْ - (যখন) ইহা مضارع এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলেও ماضى র অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ—وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। এস্থলে إِذْ এর পর اَنْتُمْ قَلِيْلٌ - جملة اسمية আসিয়াছে, وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ - যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপিলেন। এস্থলে إِذْ এর পর جملة فعلية আসিয়াছে। إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ - যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন। إِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ - যখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলাম। إِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ - যখন মুসাকে আমি কেতাব দিয়াছিলাম।

إِذْ যখন بَيْنَ (যখন) ও بَيْنَمَا (যখন) র উত্তরে ব্যবহৃত হয়, তখন إِذْ مفاجات র অর্থ দেয় ; যথা ঃ— بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ - إِذَا أَقْبَلَ زَيْدٌ যখন আমি বসিয়াছিলাম হঠাৎ যাইদ আসিয়াছিল।

৫। أَيْنَ (কোথায়) أَنَّى (কোথায়, যেখানে) পদ ظرف مكان এর জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথাঃ— أَيْنَ الْمَفَرُّ - লুকাইবার স্থান কোথায়। أَنَّى لَكِ هٰذَا - ইহা কোথা হইতে পাইলে। أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ - তুমি যেখানে বসিবে আমি সেখানে বসিব। أَنَّى تَكُنْ أَكُنْ - যেখানে তুমি হইবে আমি হইব। أَنَّى কখন কখন كَيْف র অর্থ দেয় ; যথা ঃ— أَنَّى يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ কি প্রকারে আমার সন্তান হইবে, যখন আমাকে কেহ অর্থাৎ কোন পুরুষ ছোঁয় নাই।

৬। مَتٰى (কখন) সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— مَتٰى تُسَافِرُ তুমি কখন সফরে যাইবে। مَتٰى কখনও কখনও شرط (যদি) এর অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ— مَتٰى تَقُمْ أَقُمْ - যদি তুমি উঠ আমি উঠিব।

৭। أَيَّانَ (কখন) ইহার শেষ বর্ণ সর্ব্বদা مفتوح হয় এবং কাল বুঝায় ; যথা ঃ— أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ - কখন কেয়ামত হইবে। أَيَّانَ কেবল ভবিষ্যৎকালের জন্য, আর مَتٰى সকল কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। أَيَّانَ কোন বড় কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৮। كَيْفَ (কেমন) র শেষ বর্ণ সর্ব্বদা مفتوح হয় এবং বর্ত্তমান-কালে সম্বোধন বুঝায়; যথা:— كَيْفَ أَنْتَ - তুমি কেমন আছ?

৯। مُذْ ও مُنْذُ (হইতে) উভয়ই কাল বুঝায়; যথা:— مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يا مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ জুম্মার দিন হইতে তাহাকে দেখি নাই। مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ - يَوْمٌ - يَوْمَانِ - ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ - আমি তাহাকে এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন হইতে দেখি নাই। আরবী বৈয়াকরণগণ مُذْ ও مُنْذُ কে مبتدأ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী পদকে خبر বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১০। لَدُنْ ও لَدَى পদদ্বয় عِنْدَ (নিকট) র অর্থ বুঝায়; যথা:— اَلْمَالُ لَدَيْكَ তোমার মাল আছে। তবে প্রভেদ এই যে, عِنْدَ বলিলে বাড়ীতে বা অন্য কোন স্থানে থাকা বুঝায়, আর لَدَى বা لَدُنْ বলিলে সেই সময়ে সঙ্গে বা নিকটে মউজুদ থাকা বুঝায়; যথা:— اَلْمَالُ عِنْدَ زَيْدٍ - যাইদের মাল আছে। কিন্তু اَلْمَالُ لَدَى زَيْدٍ বলিলে মাল যাইদের সঙ্গে মউজুদ আছে বুঝায়।

১১। قَطُّ (কখন না) সর্ব্বদা مضموم হয় এবং অতীতকালে 'না' অর্থ প্রদান করে; যথা:— مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ - আমি তাহাকে কখনই দেখি নাই।

১২। عَوْضُ (কখন না) সর্ব্বদা مضموم হয় এবং ভবিষ্যৎকালে 'না' বুঝায়; যথা:—لَا أَضْرِبُهُ عَوْضُ - আমি তাহাকে কখনই মারিব না। لَا أُطِيعُهُ عَوْضُ - কখনই তাহার বশীভূত হইব না।

প্রশ্নাবলী।

১। اسماء مبنيه র حركات এর নাম কি?

২। اسماء الافعال আর فعل এর অর্থে কোন প্রভেদ আছে কি না?

৩। أَيَّانَ - مَتَى - এবং لَدَى র অর্থের প্রভেদ বর্ণনা কর।

৪। مركب بنائى ইর নিয়ম কয়টীর উদাহরণ বর্ণনা কর।

৫। اسماء الكنايات এর বিষয় যাহা জান লিখ।

৬। طرف مبنيه গুলির নাম কর।

اَلسَّبَقُ الثَّامِنُ

اَلْعَوَامِلُ

যে كلمه তাহার পরবর্ত্তী কোন كلمه র অন্ত্যবর্ণের حركت এর পরিবর্ত্তন সাধন করে, তাহাকে পরবর্ত্তী كلمه র عامل বলে। আর যে كلمه র حركت এর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাকে معمول বলে। عامل এর বহুবচন عوامل আরবী ভাষায় এক শতটী পদ عوامل নামে কথিত।

عامل দুই প্রকার:—لَفْظِيٌّ ও مَعْنَوِيٌّ

যে عامل পদ حرف - اسم বা فعل দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে عامل لفظی বলে। আর যে عامل পদ عامل لفظی হইতে মুক্ত থাকিয়া অপ্রকাশিত ভাবে عامل এর কার্য্য করে, তাহাকে عامل معنوي বলে, অর্থাৎ عامل لفظي এর অনুপস্থিতিকেই عامل معنوی বলে।

عامل لفظي পুনশ্চ দুই প্রকার ঃ— سَمَاعِيٌّ ও قِيَاسِيٌّ

اَلْعَوَامِلُ السَّمَاعِيَّةُ

سماعی অর্থে শ্রুত অর্থাৎ যে সকল عوامل আরবদিগের ব্যবহারে প্রাপ্ত ও শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদিগকে عوامل سماعی বলে। عوامل سماعی তের প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টী حرف - সাত হইতে নয় পর্য্যন্ত اسم—আর দশ হইতে তের পর্য্যন্ত فعل

اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ

নিম্ন উক্ত সপ্তদশ আরবী অব্যয়। اسم مجرور করিয়া থাকে নিচয়।

بَا و تَا و كَافْ ولَامْ و وَاوْ - مُنْذُ - مُذْ - خَلَا

رُبَّ - حَاشَا - مِنْ - عَدَا - فِيْ - عَنْ - اِلٰى - حَتّٰى - عَلٰى

উদাহরণ।

بِاللّٰهِ আল্লার সহিত। تَاللّٰهِ আল্লার কসম। كَالْاَسَدِ ব্যাঘ্রের ন্যায়।

اَلْمَالُ لِزَيْدٍ ঐ মাল যাইদের। وَاللّٰهِ আল্লার কসম। مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ

আমি তাহাকে দুই দিন হইতে দেখি নাই। مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

আমি তাহাকে তিন দিন হইতে দেখি নাই। جَاءَنِي اَلْقَوْمُ خَلَا خَالِدٍ

খালেদ ব্যতীত ঐ সম্প্রদায় আমার নিকট আসিয়াছিল।

رُبَّ مَالٍ يَلْعَنُهُ الْقُرْاٰنُ অনেক মালকে কোরাণ ধিক্কার দিয়াছে।

هَلَكَ النَّاسُ حَاشَا الْعَالِمِ ধ্বংস হইয়াছিল লোক আলেম ব্যতীত।

مِنَ الْبَيْتِ গৃহ হইতে। هَلَكَ الْعَالِمُونَ عَدَا الْمُخَاصِ বন্ধু ব্যতীত

আলেমগণ ধ্বংস হইয়াছিলেন। فِي الْجَنَّةِ স্বর্গে। عَنْ شَرِّ النَّوَائِبِ

বিবিধ বিপদ হইতে। إِلَى الْمَكَّةِ মক্কার দিকে বা মক্কা পর্যান্ত।

حَتَّى الْمَوْتِ মৃত্যু পর্য্যন্ত। عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ সকল পদার্থের উপর,

কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল اسم এর অন্তে ضمير - الف

বা اعراب نون থাকে, তাহাদের প্রতি حرف جر কোন

عمل করে না; যথা:— بِاٰيٰتِنَا - لَعْنَةُ اللّٰهِ - عَلَى الْكٰفِرِينَ - بِمُؤْمِنِينَ

- عَلَى الَّذِينَ - مِنْكَ - فِي الدُّنْيَا

اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

দ্বিতীয় প্রকারের عامل সংখ্যায় ছয়টী ; যথা ঃ—

اِنَّ - اَنَّ - كَاَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ - لَعَلَّ

হইলে প্রযুক্ত উক্ত ছয়টী অব্যয়, منصوب হইয়া থাকে اسم নিচয়। خبر নিচয় হয় مرفوع লিখিত, لا و ما থাকিলে কিন্তু হয় বিপরীত।

ইহাদিগকে مشبہہ بالفعل বলিবার কারণ এই যে, فعل ماضى র শেষ বর্ণে যেরূপ فتحہ থাকে, ইহাদেরও শেষ বর্ণে সেইরূপ فتحہ যুক্ত থাকে।

اِنَّ - جملہ র প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

اِنَّ - (নিশ্চয়) اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ নিশ্চয় যাইদ দাঁড়াইয়া আছে।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাই ক্ষমাকারী সদয়।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাই সর্ব্বজ্ঞ।

উক্ত اِنَّ পদ اسم ও خبر এর সহিত মিলিয়া جملہ اسمیہ হইয়াছে।

اَنَّ পদ جملہ র মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

اَنَّ - (যে) بَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ আমি জানি যে যাইদ দাঁড়াইয়া আছে।

بَلَغَنِى أَنَّ خَالِدًا مُنْطِقٌ আমি জানি যে খালেদ একজন তার্কিক।

عَلِمْتُ أَنَّ خَالِدًا فَاضِلٌ আমি জানিয়াছি যে খালেদ বিদ্বান।

أَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ قَادِرٌ আমার বিশ্বাস যে আল্লাই ক্ষমতাশালী।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল।

إِعْلَمُوا أَنَّ الدَّرَجَاتَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْعِلْمِ জান যে শিক্ষা ভিন্ন কোন পদ লাভ হয় না। উপরোক্ত উদাহরণে أَنَّ পদ اسم কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করিয়াছে।

أَنَّ র خبر এর প্রতি যদি لَ যুক্ত হয়, অথবা أَنَّ পদ كَ র সহিত মিলিত হয়, তবে أَنَّ পদ إِنَّ লিখিত হয়; যথা :—

اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ আল্লাহ নিশ্চয় জানেন যে তুমি তাঁহার রসুল।

إِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ জান যে আল্লাহ জানেন, যাহা তোমরা প্রকাশ্যে কর বা গোপনে।

كَأَنَّ - (যেন) উপমার জন্য ব্যবহৃত হয়; যথা :— كَأَنَّ خَالِدًا أَسَدٌ খালেদ যেন ব্যাঘ্রের ন্যায়।

لٰكِنَّ - (কিন্তু) قَامَ زَيْدٌ لٰكِنَّ خَالِدًا جَالِسٌ যাইদ দণ্ডায়মান কিন্তু খালেদ উপবিষ্ট।

لَيْتَ - (ইচ্ছা বুঝায়) لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ ইচ্ছা করি, যাইদ দণ্ডায়মান হইত। لَيْتَ الشَّبَابَ رَاجِعٌ ইচ্ছা করি যৌবন ফিরিয়া আসিত। لَيْتَ خَالِدًا حَاضِرٌ সম্ভব খালেদ উপস্থিত আছে।

لَعَلَّ - (যদি, সম্ভব) لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ সম্ভব কেয়ামত নিকটস্থ। لَعَلَّ خَالِدًا قَائِمٌ সম্ভব খালেদ দাঁড়াইয়া আছে।

উপরোক্ত حروف এর প্রতি ما সংযুক্ত হইলে, তাহাদের عمل এর পরিবর্ত্তন ঘটে ; যথা ঃ— إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অদ্বিতীয়। আর তখন إِنَّ فعل এর পূর্ব্বে বসিয়া থাকে; যথা ঃ— إِنَّمَا قَامَ زَيْدٌ নিশ্চয় যাইদ দাঁড়াইয়াছে। كَأَنَّ هُمْ يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ যেন নিশ্চয় তাহারা মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে।

النَّوْعُ الثَّالِثُ

مَا وَلَا مشبه بليس

যে مَا وَ لَا - جمله اسميةٌ র সহিত ব্যবহৃত হইয়া لَيْسَ র ন্যায় اسم কে رفع ও খবরকে نصب প্রদান করে, তাহাদিগকে مشبه

• • إِنَّ أَوْ أَنَّ كَأَنَّ لَيْتَ لٰكِنَّ لَعَلَّ

ناصب اسم اند و رافع در خبر ضد ما ولا

بليس বলে। مَا ও معرفه ও نكره উভয় পদের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—مَا زَيْدٌ قَائِماً - যাইদ দাঁড়াইয়া নাই। مَا رَجُلٌ قَائِماً - কোন লোক দাঁড়াইয়া নাই। ما هٰذَا بَشَراً এ মনুষ্য নহে। لَا কেবল نكره পদের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথাঃ—لَا رَجُلَ اَفْضَلُ مِنْكَ - তোমার অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তিই নাই। لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا - কোন ব্যক্তিই তাহার ক্ষমতার অধিক কষ্ট পায় না। যখন مَا র خبر তাহার اسم এর পূর্ব্বে থাকে কিম্বা তাহার خبرএর প্রতি اِلَّا বসে, তখন مَا র ক্রিয়া ব্যর্থ হয়; যথা ঃ—مَا قَائِمٌ زَيْدٌ যাইদ দাঁড়াইয়া নাই। مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ মহম্মদ রসুল ব্যতীত কেহ নহে। আর لَا র সহিত যদি تَ অনর্থক থাকে, তবে একটী حِيْنَ শব্দ ও তাহার সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ (এ সময় নষ্ট করিবার নহে) এস্থলে لا ت র اسم اَلْحِيْنُ উহ্য আছে। অতএব সম্পূর্ণ বাক্য لَاتَ الْحِيْنُ حِيْنَ مَنَاصٍ

لَاءِ نَفِيْ جِنْسْ

لَا অর্থে না বুঝায় এবং نكره র সহিত ব্যবহৃত হয়। এই لَا তাহার اسم কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। এই প্রকার نكره প্রায়

لَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا لَكَ—ঃ যথাঃ ; হইয়া থাকে مشبه مضاف অথবা مضاف
(তোমার নিকট কুড়িটী দেরহম নাই) لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ (কোন লোকের দাসই হৃষ্টচিত্ত নহে) আর যদি لا র পর مفرد نكرة থাকে এবং نكرة যদি مضاف না হয়, তবে نكرة র প্রতি فتح বসে ; যথা ঃ—لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ (কোন ব্যক্তি ঘরে নাই)।

আর যদি لا কোন দুইটী معرفة পদের পূর্ব্বে দুইবার একই পদে ব্যবহৃত হয়, তবে معرفة র শেষ বর্ণ رفع প্রাপ্ত হয় ; যথা ঃ—
لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو যাইদ বা আমর কেহ ঘরে নাই।

যদি لا দুইটী نكرة পদের পূর্ব্বে দুই বার একই পদে ব্যবহৃত হয়, তবে نكرة র প্রতি رَفَعْ تَنْوِيْن বা نصب প্রদান করা ইচ্ছাধীন ; যথা ঃ—
لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ হজের দিনে স্ত্রীগমন এবং অন্য পাপ নিষেধ।
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ সেই দিনে ক্রয়বিক্রয় বা প্রেমালাপ নিষেধ ; এস্থলে প্রথম উদাহরণে نكرة র প্রতি نصب এবং দ্বিতীয় উদাহরণে نكرة র প্রতি رفع تنوين প্রযুক্ত হইয়াছে।

আরবী বৈয়াকরণগণ এই নিয়মের বশীভূত হইয়া لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ কে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা ঃ—

১। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ এস্থলে لَا نفى جنس এবং উভয় مفتوح نكرة
২। لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ „ لَا بليس „ „ مرفوع

৩। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ এস্থলে ১ম لَا نفی جنس - ২য় لَا بلیس এইহেতু প্রথম পদ مفتوح ও ২য় পদ مرفوع হইয়াছে।

৪। لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ এস্থলে ১ম لَا بلیس ২য় لا نفی جنس এবং ১ম পদ مرفوع ২য় পদ مفتوح হইয়াছে।

৫। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً এস্থলে ১ম لا نفی جنس - ২য় زائدہ এবং প্রথম পদ مفتوح ২য় পদ منصوب হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী।

১। لَاء نفی جنس এবং لا مشبہ بَلَیْسَ - اَنَّ ও اِنَّ - لَعَلَّ ও لَیْتَ র ব্যবহারে কি পার্থক্য আছে।

২। নিম্নলিখিত পদ নিচয়ে اسم ও خبر এর পরিচয় প্রদান এবং বঙ্গানুবাদ কর ?

(ক) وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (খ) اِنَّكَ قَائِمٌ (গ) عِنْدِیْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ

৩। নিম্নলিখিত পদগুলিতে لَا - مَا - اِنَّ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে কি না ? যদি না করিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ বর্ণনা কর।

مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ - اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ

৪। নিম্নলিখিত পদগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখ ?

(ক) مَا قَائِماً زَيْدٌ (খ) اِنَّ قَائِمٌ زَيْداً (গ) اَخُوْكَ مَنْ (ঘ) مَالٌ عِنْدِيْ

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ

চতুর্থ প্রকারের عامل কে حرف ندا বলে। نحو مير অনুযায়ী ইহারা সংখ্যায় ৭ টী ; যথা ঃ—

وَا - يَاء - هَمْزَةٌ - اِلَّا - اَيَّا - اَىْ - هَيَا

হইলে প্রযুক্ত উক্ত সাতটী অব্যয়, نصب গ্রহণ করে اسم নিচয়।

যে সকল اسم এর পূর্ব্বে حرف ندا প্রযুক্ত হয়, সেই সকল اسم কে منادى বলে। حرف ندا প্রকৃত পক্ষে اَدْعُوْ পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ—يَازَيْدُ (হে যাইদ) প্রকৃত ছিল اَدْعُوْ زَيْدًا (আমি যাইদকে ডাকিতেছি) অর্থাৎ اَدْعُوْ স্থলে يَا ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব منادى এক প্রকার مفعول به — حرف ندا পদ مضاف কে منصوب করে ; যথা ঃ—يَا عَبْدَ اللّٰه হে আল্লার দাস, يَا رَسُوْلَ اللّٰه হে আল্লার রসূল ; اَيَا غُلَامَ زَيْد হে যাইদের দাস ; هَيَا شَرِيْفَ الْقَوْمِ হে দল-পতি ; اَيْ اَفْضَلَ الْقَوْمِ হে দল শ্রেষ্ঠ। همزة নিকটের জন্য, اَيَا ও هَيَّا দূরের জন্য এবং يَا সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مُنادى সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়ম কয়টী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১। যদি مُنادى পদ مفرد معرفة অথবা نكرة معين হয়, তাহা হইলে مُنادى র শেষ বর্ণ مرفوع হয় ; যথা ঃ—يَازَيْدُ - يَا رَجُلُ - যদি مُنَادى র প্রতি لَام বসান যায়, তবে مُنادى পদ مجرور হইয়া থাকে ;

যথা ঃ—يَالَزَيْدٍ এরূপ مُنَادىٰ কে اِسْتِغَاثَه (সাহায্যকারী) বলে। কিন্তু শেষ বর্ণ الف হইলে مفتوح হয়, ل যুক্ত হয় না, যথা ঃ— يَا زيدا - يا زيداه

আর مَبْنِىْ প্রভৃতি পদ يَا مُسْلِمُوْنَ - يَا قَاضِىْ - يا مُوْسىٰ আর ابن যদি ابْنِ এর সহিত ব্যবহৃত হয়, তবে مُنَادىٰ আর ابن উভয় পদ مفتوح হইয়া থাকে ; যথা ঃ— يَا زَيْدَبْنَ عَمْرٍ (হে উমর পুত্র যাইদ)।

২। যখন منادىٰ পদ مضاف - مشبه مضاف অথবা অনির্দিষ্ট نكره পদ হয়, তখন مُنَادىٰ পদ منصوب হইয়া থাকে ; যথা ঃ— يَا اَهْلَ الْكِتَابِ - يَا طَالِعاً جَبَلًا আর ندا حرف এবং منادىٰ র মধ্যে যদি اَيُّهَا বা اَيَّتُهَا বসে, তবে منادىٰ - ال تعريفى র পূর্ব্বে আসিয়া থাকে এবং শেষ বর্ণ مرفوع হয় ; যথা ঃ— يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - يَا اَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ কিন্তু يَا اَللّٰهُ র মধ্যে اَيُّهَا পদ বসে না।

৩। منادىٰ র শেষে যদি يای متكلم اِضَافِى থাকে, তবে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে পঠিত হইয়া থাকে ; যথা ঃ— يَا غُلَامِيْ - يَا غُلَامِىَ يَا غُلَامُ বা يَا غُلَامَا আর يَا اَبِىْ এবং يَا اُمِّيْ - এই ى কখন ২ ت র সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া يَا اَبَتِ এবং يَا اُمَّةِ পঠিত হয়।

৪। সুবিধার্থে কখন কখন منادى র অন্তঃবর্ণ লোপ করা হয়, যেমন يا عَبَّ স্থলে يَا عَبَّاسُ এবং يَا حَارِ স্থলে يَا حَارِثُ পড়া যায়।

ইহাকে ترخيم বলে।

কখন কখন حرف ندا পর্য্যন্ত উহ্য বা লোপ করা হয় ; যথা :—

حرف ندا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ - يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا উভয় স্থলে يا - উহ্য আছে। প্রার্থনা কালে কখন কখন ندا উহ্য থাকে এবং একটী مِيمْ مُشَدَّدْ বর্দ্ধিত হয় ; যথা :—اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ হে আল্লাহ ! আমার গুণাহ মাফ কর।

৫। যখন কোন مرد (ব্যক্তি) কে يا অথবা وا র সহিত সম্বোধন করা যায়, তখন তাহাকে مندوب বলে। এই مندوب পদ সম্বোধনে منادى রূপে পরিগণিত হয়, যথা :—يا زيدا (আক্ষেপ সূচক) কখন কখন ইহার অন্তে هاى وقف বর্দ্ধিত করা হয়, যেমন وَامُصِيبَتَاهْ

وا কেবল মাত্র مندوب এর সহিত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু مندوب - يا এবং منادى উভয়েরই সহিত ব্যবহৃত হয়।

مُسْتَثْنٰى

যে اسم কে অন্য কোন বিষয়ের সংসর্গ হইতে পৃথক করা যায়, সেই اسم কে مُسْتَثْنٰى বলে। আর যাহা হইতে কোন اسم কে পৃথক করা যায়, তাহাকে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ বলে। এই কার্য্য اِلَّا (ব্যতীত)

দ্বারা সম্পাদিত হয়; যথা :—جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا আমার নিকট যাইদ ব্যতীত ঐ সম্প্রদায়ের সকলেই আসিয়াছিল। এখানে اِلاَّ শব্দ زَيْد কে তাহার সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়াছে।

فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيلاً অল্প ব্যতীত তাহারা সকলেই পান করিয়াছে। مُسْتَثْنٰى পদ مِنْهُ مُسْتَثْنٰى র স্বজাতি বা ভিন্ন জাতি উভয় হইতে পারে, উপরোক্ত উদাহরণে স্বজাতি হইয়াছে। এখানে زَيْدًا ও قَلِيلاً পদদ্বয় مُسْتَثْنٰى আর قَوْمُ ও مِنْهُ পদদ্বয় مُسْتَثْنٰى مِنْهُ

নিম্নোক্ত উদাহরণে مُسْتَثْنٰى ভিন্ন জাতি হইয়াছে; যথা :— جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ حِمَارًا গাধা ব্যতীত ঐ সম্প্রদায় আমার নিকট আসিয়াছিল।

স্বতন্ত্র مُسْتَثْنٰى সচরাচর منصوب হইয়া থাকে। আর যদি مستثنى منه প্রকাশিত এবং সংযুক্ত থাকে, তবে مستثنى কে منصوب পড়া, অথবা مستثنى منه র ন্যায় اعراب দেওয়া ইচ্ছাধীন। যথা :— لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ আর اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ ও পড়া যাইতে পারে।

مُسْتَثْنٰى منه যদি অপ্রকাশিত থাকে, তবে مُسْتَثْنٰى র اعراب

• وَاو يَـــاو هَــمْـــزَةٌ وِالاَّ اِيَّـــا وَاَىْ هَيـــا

ناصب اسم اند پس اين هفت حرف اى مقتدا

তাহার عامل অনুযায়ী হইয়া থাকে; যথা:— لَا يَهْلَكُ إِلَّا الْفَاسِقُ - لَا تَقُولُوا إِلَّا الْحَقَّ প্রথম উদাহরণে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ পদ أَحَدٌ উহ্য আছে, যাহা বাক্যের فاعل ছিল, এইহেতু فاسق পদ مرفوع হইয়াছে। দ্বিতীয় উদাহরণে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ পদ شَيْئًا উহ্য আছে, যাহা مفعول ছিল, এইহেতু اَلْحَقَّ পদ منصوب হইয়াছে। এইরূপে خلا বা عدا র পর থাকিলে مُسْتَثْنٰى পদ প্রায় منصوب হয়; যথা:— كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ আল্লা ব্যতীত সকল বস্তুই মিথ্যা। কিন্তু مُسْتَثْنٰى পদ غَيْر বা سِوا এর পর থাকিলে সর্ব্বদা مجرور হয়; যথা:— غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ যাহারা অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত।

اَلنَّوْعُ الْخَامِسُ

ইহারা সংখ্যায় ৪টী যথা:— أَنْ - لَنْ - كَيْ - إِذَنْ

এই চারিটী حرف - فعل مضارع এর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া مضارع কে نصب প্রদান করে ও যে, যেন, যখন, যদি, কখননা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। ইহারা যখন প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদিগকে لفظى বলে, আর যখন উহ্য থাকে, তখন تقديرى বলে। ان কখন কখন مضارع কে مصدر এর অর্থ প্রদান করে;- যথা:— أَسْلَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম, যেন আমি

স্বর্গে যাইতে পারি। أُرِيدُ قِيَامَكَ তোমার দাঁড়ান ইচ্ছা করি। এইহেতু ইহাকে أَنْ مصوريه বলে।

أَنْ - নিম্নোক্ত ছয় স্থানে تقديرى অনুমিত হয়; যথা:—

(১) سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ আমি সহরে পহুঁছা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। এখানে حتى র পর أَنْ উহ্য আছে।

(২) سِرْتُ لِأَدْخُلَ الْمَدِيْنَةَ মদিনা যাইবার জন্য আমি ভ্রমণ করিয়াছি।

(৩) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ আল্লা তাহাদিগকে (পৃথিবীতে) শাস্তি দেন না। উপরোক্ত তিনটী উদাহরণে حتى - لِ ـ ل جر حرف এইহেতু তাহাদের পূর্ব্বে أَنْ تقديرى রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) امر এর পরে যে ف আসে তাহার পর أَنْ উহ্য থাকে; যথা:— زُرْنِىْ فَاُكْرِمَكَ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার সম্মান করিব।

কখন ২ نهى র পর; যথা:— لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ এ বিষয়ে (তাহাদিগকে) পথভ্রষ্ট করিও না, নচেৎ তোমাদিগের প্রতি আমার ক্রোধ পতিত হইবে।

কখন ২ استفهام এর পর; যথা:— اَيْنَ بَيْتُكَ فَاَزُوْرَكَ তোমার বাড়ী কোথায়, আমি তোমার সাক্ষাৎ করিব।

কখন ২ نفى র পর; যথা:— مَا تَأْتِيْنَا فَتُحَدِّثَنَا তুমি আমার নিকট আসিলে না, (আসিলে) আমি তোমার সহিত কথা বলিতাম।

কখন ২ تمنى র পর ; যথা ঃ—لَيْتَ لِىْ مَالًا فَانْفِقَهُ যদি আমার নিকট অর্থ থাকিত, তবে আমি তাহা খরচ করিতাম।

কখন ২ عرض এর পর ; যথা ঃ—اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا তুমি কেন আমার নিকট আইস না, (আসিলে) উপকার পাইবে।

(৫) কখন ২ واو এর পর ; যথা ঃ—لَا تَنْهِ عَنْ خُلُقٍ وَّتَاتِيَ مِثْلَهُ

واو ও ف এর পর اَنْ কে تقديرى করিবার কারণ এই যে, উভয়ই حرف عطف আর جملهٔ خبريه র পূর্ব্বে اَنْ আনা অনুচিত।

(৬) যে اَوْ এর অর্থ اِلَّا اَنْ বা اِلىٰ اَنْ হয়, তাহার পরে اَنْ উহ্য থাকে ; যথা ঃ— لَاَلْزِمَنَّكَ اَوْ تُعْطِيَنِىْ حَقِّىْ আমি তোমাকে ধরিয়া রাখিব আমার হক না দেওয়া পর্য্যন্ত। কখন ২ নিয়ম বহির্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে।

لَنْ (কখন না) لَنْ يَّضْرِبَ زَيْدٌ خَالِدًا যাইদ কখনই খালেদকে মারিবে না। لَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ যাইদ্ বাহিরে কখনই যাইবে না।

كَىْ (যে, যেন) اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ ইসলাম গ্রহণ করিলাম যেন, স্বর্গে যাইতে পারি।

اِذَنْ (যদি) اِذَنْ اُكْرِمَكَ যদি আমি তোমার সম্মান করি।

---

* اَنْ و لَنْ پس كَىْ اِذَنْ اين چار حرف معتبر
نصب مستقبل كنند اين جمله دائم اقتضا

اَلنَّوْعُ السَّادِسُ

ইহারা সংখ্যায় ৫টী ; যথা ঃ— إِنْ - لَمْ - لَمَّا - لَامِ اَمْرٍ - لَاءِ نَهِيٍ হইলে প্রযুক্ত উক্ত পাঁচটী অব্যয়, مَجْزُوم হইয়া থাকে مُضَارِعْ নিচয়।

إِنْ (যদি) ইহাকে إِنْ شَرْطِيَّه বলে। ইহা দুইটী جُمْلَه র সহিত ব্যবহৃত হয়, ১ম جمله কে شرطيه আর দ্বিতীয় جمله কে خَبَرِيَّه বলে। إِنْ সর্ব্বদা ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ— إِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ যদি তুমি মার, আমি মারিব। إِنْ - مَاضِى র প্রতি আসিলেও مُسْتَقْبِلْ এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ— إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ যদি তুমি মারিতে, আমি মারিতাম।

لَمْ (কখন না) مضارع পদকে ماضى র অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ— لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ সে জন্মদান করে নাই ও জন্মগ্রহণ করে নাই। لَمْ يَضْرِبْ زَيْدٌ যাইদ কখনই মারে নাই, مَا وَلَدَ و مَاوُلِدَ সে কখনই জন্ম দেয় নাই ও জন্ম পায় নাই।

لَمَّا (কখন না) لَمَّا يَضْرِبْ زَيْدٌ যাইদ কখনই মারে নাই, অর্থাৎ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ এর অর্থ প্রদান করিতেছে।

لَمْ - لَمَّا - و - مَا র মধ্যে প্রভেদ এই যে مَا অতীতকালে কেবল

لَامُ الْأَمْرِ (নিশ্চয়) ইহা দ্বারা কোন বিষয়ের নিশ্চয়তা এবং আদেশ বুঝায়; যথা:—لَتَضْرِبْ তুমি নিশ্চয় মারিবে। لِأَضْرِبْ আমি নিশ্চয় মারিব। لِيَضْرِبْ زَيْدٌ যাইদ নিশ্চয় মারিবে। এই لام এর পূর্ব্বে واو বা ف থাকিলে, ইহা ساكن হয়; যথা:—فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَلْيَبْكُوْا كَثِيْراً অতএব তাহাদের অল্প হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত।

لَاءِ نَهِيْ (না) لَا يَضْرِبْ زَيْدٌ যাইদ মারিবে না। لَا أَضْرِبْ আমি মারিব না। لَا تَضْرِبْ তুমি মারিবে না। لَا يَضْرِبْ সে মারিবে না।

اَلنَّوْعُ السَّابِعُ

ইহারা সংখ্যায় ৯টী; যথা:—

مَنْ - مَا - مَهْمَا - اَيٌّ - حَيْثُمَا - إِذْمَا - مَتٰى - اَيْنَمَا - اَنّٰى

হইলে প্রযুক্ত উক্ত اسم নিচয়, جزم গ্রহণ করে فعل পদচয়।

এই اسم নয়টীও شرطيه রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা কোন এক পদের সহিত অপর কোন পদের সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

مَنْ অর্থে কে, ঐ ব্যক্তি, কাহারা, ঐ ব্যক্তিগণ বুঝায়।

مَنْ وَمَا - مَهْمَا وَاَيٌّ - حَيْثُمَا - إِذْمَا - مَتٰى

اَيْنَمَا - اَنّٰى - نه اسم جازم آمد فعل را

مَنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ যাহাকে তুমি মারিবে, আমি তাহাকে মারিব।

مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ যে যেমন মন্দ কাজ করিবে, সে তেমন ফল পাইবে।

مَا (যাহা) مَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ যাহা তুমি করিবে, আমি করিব।

مَهْمَا (যেখানে) مَهْمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ যেখানে তুমি বসিবে আমি সেখানে বসিব।

اَيٌّ (যে কিছু) اَيَّ شَيْءٍ تَأْكُلْ اٰكُلْ তুমি যাহা খাইবে আমি তাহা খাইব।

حَيْثُمَا (যেস্থানে) حَيْثُمَا تَقْصِدْ اَقْصِدْ যেখানে তুমি ইচ্ছা করিবে, সেখানে আমি ইচ্ছা করিব।

اِذْمَا (যখন) اِذْمَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ যখন তুমি সফর যাইবে, আমি যাইব।

مَتٰى (যখন) مَتٰى تَقُمْ اَقُمْ যখন তুমি উঠিবে, আমি উঠিব।

اَيْنَمَا বা اَيْنَ (কোথায়, যেখানে) اَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ যেখানে বসিবে, বসিব।

اَنّٰى (যেরূপে) اَنّٰى تَكْتُبْ اَكْتُبْ যেরূপে লিখিবে, লিখিব।

يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا হে মরিয়ম, ইহা কোথা হইতে পাইলে।

اَلنَّوْعُ الثَّامِنُ

تِسْعَ عَشَرَ হইতে اَحَدَ عَشَرَ এবং كَاَيِّنْ - كَذَا - كَمْ হইলে تميز পদ نكره পর্য্যন্ত اسم সমুহ نكره কে نصب প্রদান করে। اسم مبنيه মধ্যে ইহারা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ

নিম্নোক্ত নয়টী عوامل — اسماء افعال নামে কথিত ; যথা :—

رُوَيْدَ - بَلْهَ - عَلَيْكَ - حَيَّهَلْ - هَا - رُوَيْدَ - هَيْهَاتَ - شَتَّانَ - سَرْعَانَ

ইহাদের حركات নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ইহারা اسماء مبنيه র মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ اسماء مبنيه র মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে هيهات - شتان - سرعان পদত্রয় اسم কে رفع প্রদান এবং ماضى র অর্থ প্রকাশ করে, অবশিষ্ট ছয়টী পদ اسم কে نصب প্রদান এবং امر حاضر এর অর্থ প্রকাশ করে। سَرْعَانَ خَالِدٌ খালেদ শীঘ্র করিয়াছিল। شَتَّانَ خَالِدٌ وَزَيْدٌ খালেদ ও যাইদ পৃথক হইয়াছে। هَيْهَاتَ يَوْمُ الْعِيْدِ - اَىْ بَعُدَ ইদের দিন গিয়াছে। رُوَيْدَ زَيْدًا যাইদকে ছাড়িয়া দাও। هَا زَيْدًا যাইদকে ধর। حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ اى নমাজ পড়। عَلَيْكَ زَيْدًا - اَىْ اَلْزِمْ زَيْدًا যাইদকে ايت الصَّلٰوةَ

دُونَكَ زَيْدًا - গ্রহণ কর। بَلْهَ زَيْدًا যাইদকে ত্যাগ কর। - اَىْ دَعْ زَيْدًا - اَىْ خُذْ زَيْدًا যাইদকে ধর।

اَلنَّوْعُ الْعَاشِرُ

اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ

নিম্নোক্ত ১৩টী عوامل - افعال ناقصه নামে পরিচিত।

كَانَ - صَارَ - بَاتَ - ظَلَّ - اَمْسَى - اَضْحَى - اَصْبَحَ

لَيْسَ - مَاانْفَكَّ - مَا بَرِحَ - مَا زَالَ - مَا دَامَ - مَافَتِىَ

ناقصه বলিবার কারণ এই যে, ইহারা কেবল فاعل এর সহিত মিলিত হইলে جمله হয় না, বরং فاعل এর صفت এর প্রয়োজন হয়। ইহাদের فاعل কে اسم এবং صفت কে خبر বলে। افعال ناقصه এবং তদুৎপন্ন পদসমূহ اسم কে مرفوع এবং خبر কে منصوب করে

এই افعال নিচয় অতীতের অর্থ প্রদান করে।

كَانَ - كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا যাইদ দাঁড়াইয়াছিল। كَانَ কথন কথন নিত্যতা বুঝায়; যথা :— كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ। مضارع مجزوم এর ن লোপ পায়; যথা :— لَمْ اَكُ بَغِيًّا আমি কথন মন্দ ছিলাম না, প্রকৃত পক্ষে ইহা لَمْ اَكُنْ بَغِيًّا ছিল। কিন্তু ضمير এর ساكن ن হইলে তাহা লোপ পায় না; যথা :— لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ তাঁহারা ছিল না। لَمْ يَكُنْهُ সে ছিল না। এস্থলে ن লোপ পাইল না,

কারণ প্রথম উদাহরণে ضمير منصوب এর সহিত এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ضمير مضموم এর সহিত মিলিত আছে। كان কখন কখন تام র অর্থ প্রদান করে এবং কেবল فاعل এর সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন كان কেবল ثَبَتَ ও جَعَلَ র অর্থ প্রকাশ করে ; যথা :—
اِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ যদি সে গরিব হয়।

صَارَ - অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা :—
صَارَ الطِّيْنُ خَزَفاً মাটী ঠিকরী হইল।

اصبح প্রাতঃকালে ; اَمْسىٰ সন্ধ্যাকালে ; اَضْحىٰ সূর্য্যোদয়ের পরে ; ইহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট কাল বুঝায় ; যথা :— اَصْبَحَ زَيْدٌ قَائِماً যাইদ প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান ছিল। اَمْسىٰ زَيْدٌ نَائِماً সন্ধ্যাকালে যাইদ নিদ্রিত ছিল।

بَاتَ ও ظَلَّ ইহারাও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা :—
ظَلَّ زَيْدٌ صَائِماً যাইদ সমস্ত দিন রোজা ছিল। بَاتَ زَيْدٌ نَائِماً যাইদ সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াছিল।

উপরোক্ত পাঁচটী পদই কখন কখন صار র অর্থ প্রদান করে ; যথা :— اَصْبَحَ زَيْدٌ اي دَخَلَ فِي الصُّبْحِ যাইদ প্রাতে আসিয়াছিল।

اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيّاً যাইদ চিরকালই ধনী। اَصْبَحَ কখন কখন تَامَّة হয়। اَصْبَحَ যখন دَخَلَ র অর্থ প্রকাশ করে, যেমন اَصْبَحَ زَيْدٌ তখন اَصْبَحَ

مَا انْفَكَّ - مَا فَتِئَ - مَا بَرِحَ - مَا زَالَ ইত্যাদিরও দুইরূপ অর্থ হয়।

ইহারা অতীত কালে কোন বিষয়ের স্থায়িত্ব বুঝায়; যথা:—
مَا زَالَ زَيْدٌ غَنِيًّا যাইদ চিরকালই ধনী ছিল। এখানে مَا কে
ما نافية বলে।

مادام র ما কে ما مَصْدَرِيَه বলে এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। مادام সর্ব্বদা তাহার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী جملة র প্রতি নির্ভর করে; যথা:— أُوْصِيْتُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا
আমি আজীবন নমাজ পড়িতে ও জাকাত দিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

لَيْسَ সম্পূর্ণ جُملة কে "না" অর্থ প্রদান করে; যথা:—لَيْسَ
لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا যাইদ দণ্ডায়মান ছিল না। لَيْسَ প্রকৃত পক্ষে ছিল لَيِسَ
কিন্তু সাধারণতঃ لَيْسَ ব্যবহৃত হয়। ليس কেবল ماضي র জন্য ব্যবহৃত হয়।

اَلنَّوْعُ الْحَادِيْ عَشَرَ

اَلْاَفْعَالُ الْمُقَارِبَةُ

নিম্নোক্ত ৪টী فعل কে اَفْعَالِ مُقَارِبَة বলে; যথা:—

عَسٰى - كَادَ - كَرُبَ - اَوْشَكَ ইহারা فاعل এর ক্রিয়ার নিকটস্থ বুঝায় এবং اسم কে رفع ও خبر কে نصب প্রদান করে, ইহাদের خبر সর্ব্বদা مضارع হয়।

১। عَسٰى দ্বারা বক্তার মনের ভাব প্রকাশিত হয় এবং ইহার خبر এর সহিত সর্ব্বদা اَنْ প্রযুক্ত হয়; যথা:—عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ
আশা করি, শীঘ্রই আল্লা জয় দিবেন। عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ যাইদ

শীঘ্র বাহিরে যাইবে। عسى একটী জামد فعل ইহা হইতে ماضى ব্যতীত অন্য কোন প্রকার صيغة প্রস্তুত হয় না।

২। كَادَ সর্ব্বদা কার্য্য সম্পাদনের নৈকট্য বুঝায় এবং ইহার خبر এর সহিত কখন أَنْ ব্যবহৃত হয়, কখন হয় না ; যথা ঃ—كَادُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لِبَدًا শীঘ্র লোক উহাকে জড়াইয়া ধরিবে। كَادَ زَيْدٌ يَجِيئُ অথবা كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَجِيئَ শীঘ্র যাইদ আসিবে। يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ শীঘ্রই বিজলী তাহাদের চক্ষের জ্যোতিঃ হরণ করিবে।

৩। كَرُبَ কার্য্যারম্ভের নৈকট্য বুঝায় এবং ইহার خبر এর সহিত أَنْ ব্যবহৃত হয় না ; যথা ঃ—كَرُبَ الْقَلْبُ يَذُوبُ শীঘ্রই হৃদয় বিগলিত হইতে আরম্ভ হইবে। كَرُبَ زَيْدٌ يَجِيئُ যাইদ শীঘ্র আসিবে।

৪। أَوْشَكَ নৈকট্য বুঝায়, কিন্তু তাহার خبر এর সহিত أَنْ ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ—أَوْشَكَ زَيْدٌ أَنْ يَأْتِيَ অতি শীঘ্রই যাইদ আসিবে। أَوْشَكَ عَمْرٌو أَنْ يَجِيئَ আমর শীঘ্র আসিবে।

طَفِقَ - جَعَلَ - أَخَذَ পদ তিনটীও افعال مقاربة র মধ্যে পরিগণিত এবং مضارع এর সহিত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাদের প্রতি ان প্রযুক্ত হয় না ; যথা ঃ—طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ (আদম ও হাওয়া) উভয়ে নিজের শরীরের প্রতি বেহেস্তের পাতা সেলাই করিতে লাগিল।

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ আল্লার রসুল তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। أَخَذْتُ أَكْتُبُ আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রশ্নাবলী।

১। كَانَ এবং صَارَ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না?

২। مَادَامَ زَيْدٌ يَجْلِسُ কে সম্পূর্ণ বাক্য করিবার জন্য আর কোন পদের প্রয়োজন হয় কি না?

৩। أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا ও أَصْبَحَ زَيْدٌ قَائِمًا। ইহাতে أَصْبَحَ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

৪। كَادَ এবং عَسَى ইহাদের ব্যবহারে কি পার্থক্য আছে?

৫। جَعَلَ এবং أَوْشَكَ পদের বিশেষত্ব বর্ণনা কর।

اَلنَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ

কতকগুলি فعل আছে, যাহারা বক্তার মনের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং যে পদের সহিত ব্যবহৃত হয়, তাহার সত্যতা বা সন্দেহ প্রকাশ করে। এই জন্য ইহাদিগকে أَفْعَالِ قُلُوْبْ বলে। ইহারা مبتدا ও خبر উভয় পদকে منصوب করে। ইহারা সংখ্যায় ৭টী মাত্র; যথা:— عَلِمَ - حَسِبَ - ظَنَّ - زَعَمَ - وَجَدَ - رَأَى - خَالَ ইহারা প্রথম পুরুষের একবচনে عَلِمْتُ - حَسِبْتُ - ظَنَنْتُ - زَعَمْتُ - وَجَدْتُ - رَأَيْتُ - خِلْتُ - হয়।

উদাহরণ।

عَلِمْتُ زَيْداً عَالِماً আমি যাইদকে বিদ্বান বলিয়া জানি।

حَسِبْتُ زَيْداً مُنْعِماً আমি যাইদকে ধনী বলিয়া অনুমান করি।

ظَنَنْتُ زَيْداً قَائِماً আমি অনুমান করি যে, যাইদ দাঁড়াইয়া আছে।

زَعَمْتُ زَيْداً فَاضِلاً আমি যাইদকে পণ্ডিত বলিয়া জানি।

وَجَدْتُّ زَيْداً بَخِيْلاً আমি যাইদকে কৃপণ মনে করি।

رَأَيْتُ زَيْداً اَمِيْراً আমি যাইদকে ধনী দেখিয়াছি।

خِلْتُ زَيْداً غَنِيًّا আমি যাইদকে ধনী অনুমান করি।

এই فعل নিচয় যখন কোন مبتدا ও خبر এর মধ্যে অথবা উভয়ের অন্তে থাকে, তখন তাহাদের عمل এর পরিবর্ত্তন হয়; যথাঃ— زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ - زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ ইত্যাদি।

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ عَشَرَ

কতকগুলি فعل দ্বারা مَدَحٌ (প্রশংসা) ও ذَمٌّ (নিন্দা) প্রকাশিত হয়। ইহারা মনের সন্দেহ প্রকাশ করে এবং ইহাদের فاعل পদ ال যুক্ত হয়, অথবা ال যুক্ত اسم এর مضاف হয়। ইহারা اسم কে مرفوع করে, এবং সংখ্যায় ৪টী মাত্র; যথা :— نِعْمَ - حَبَّذَا - بِئْسَ - سَاءَ ইহাদের মধ্যে نعم ও حبذا প্রশংসা এবং بئس ও ساء নিন্দা বা

ঘৃণা প্রকাশ করে। حبذا দুই পদ হইতে উৎপন্ন, حَبَّ (مَاضِى)
আর ذَا (اسم اشارہ)

উদাহরণ।

نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ সেই ব্যক্তি যাইদ ভাল লোক।

نِعْمَ صَاحِبُ الْفَرَسِ زَيْدٌ অশ্বের অধিকারী যাইদ ভাল লোক।

نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ সেই ব্যক্তির দাস যাইদ ভাল লোক।

حَبَّذَا زَيْدٌ - حَبَّذَا زَيْدَانِ - حَبَّذَا زَيْدُونَ যাইদ, যাইদদ্বয়, যাইদগণ
ভাল লোক। بِئْسَ الرَّجُلُ بَكْرًا সেই ব্যক্তি বকর মন্দ। بِئْسَ غُلَامُ
الرَّجُلِ بَكْرًا সেই ব্যক্তির দাস বকর মন্দ। ساء র উদাহরণ সেইরূপ।

اَلْعَوَامِلُ الْقِيَاسِيَّةُ

যে সকল عوامل নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত অথবা যাহাদের সম্বন্ধে যে কোন عمل অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়, তাহাদিগকে عوامل قياسى বলে। عوامل قياسى সংখ্যায় ৭টী মাত্র ; যথাঃ—اسم فاعل - اسم مفعول - اسم تفضيل - مصدر - صفت مشبهة - مضارع - فعل

اِسْمُ الْفَاعِلِ

اسم فاعل আপন فعل معروف এর ন্যায় عمل করিয়া থাকে অর্থাৎ فاعل কে مرفوع করে ; যথাঃ—ذَاهِبٌ غُلَامُنَا আমার গোলাম যাইবে।

الضارب زَيْدٌ عَمْرًا যাইদ আমরকে মারে। এখানে ذاهب এবং الضارب পদদ্বয় اسم فاعل—اسم فاعل সচরাচর আপন فاعل অথবা مفعول এর مضاف হইয়া থাকে ; যথা ঃ—ضَارِبُ عَمْرٍو আমরকে যে মারে। فعل لازم হইলে, যথাঃ—زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ যাইদের পিতা দাঁড়াইয়া আছে। جَاءَنِي الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًا সেই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়াছিল, যাহার পিতা আমরকে মারিয়াছিল। فعل متعدى হইলে, যথা ঃ—زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًا যাইদের পিতা যে আমরকে মারে। ضَرَبَنِي الظَّالِمُ أَبُوهُ كَافِرٌ সেই জালেম আমাকে মারিয়াছে যাহার পিতা কাফের। موصوف হইলে, যথা ঃ—مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ أَبُوهُ بَكْرًا সেই ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলাম, যাহার পিতা বকরকে মারে। موصول হইলে, যথা ঃ—جَاءَنِي الْقَائِمُ أَبُوهُ সেই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়াছিল, যাহার পিতা দাঁড়াইয়া আছে।

২। إِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

فعل مجهول বা اسم مفعول আপন فاعل কে رفع প্রদান করে অর্থাৎ اسم مفعول এর ন্যায় কার্য্য করে ; যথা ঃ—اَلْمَضْرُوبُ زَيْدٌ যাইদ মারা গিয়াছে। এই اسم সচরাচর اضافت এর সহিত ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ—مَقْطُوعُ الْأَنْفِ নাক কাটা। زَيْدٌ مَضْرُوبٌ أَبُوهُ যাইদ, যাহার পিতা মারা গিয়াছে।

দ্রষ্টব্য।

اسم فاعل ও اسم مفعول এর عمل এর জন্য নিম্নোক্ত সর্ত্তগুলির প্রয়োজন।

১। প্রথমতঃ حال বা استقبال এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া চাই।

২। দ্বিতীয়তঃ مبتدا - ذوالحال - موصوف - اسم موصول - همزۂ استفهام - حرف نفی প্রভৃতি কোন না কোন একটীর পরে اسم فاعل বা اسم مفعول ব্যবহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

اسم فاعل এর উদাহরণ।

(১) زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ الْاٰنَ اَوْ غَدًا যাইদ, তাহার পিতা এখনই দাঁড়াইয়া আছে অথবা আগামী কল্য দাঁড়াইবে।

(২) ,, جَاءَ زَيْدٌ بَاكِيًا غُلَامُهُ যাইদ আসিয়াছিল, যখন তাহার দাস কাঁদিতেছিল বা কল্য কাঁদিবে।

(৩) ,, هٰذَا رَجُلٌ ضَارِبٌ اَبُوْهُ এ সেই ব্যক্তি যাহার পিতা এখনই আঘাত করিল বা আগামী কল্য করিবে।

(৪) ,, جَاءَ الضَّارِبُ اَبُوْهُ خَالِدًا সেই ব্যক্তি আসিল যাহার পিতা খালেদকে মারিতেছে বা মারিবে।

(৫) ,, اَ قَائِمٌ زَيْدٌ কি যাইদ দাঁড়াইয়া আছে, এখনি বা কল্য দাঁড়াইবে।

(৬) ,, مَا ضَارِبٌ زَيْدٌ خَالِدًا যাইদ খালেদকে মারিতেছে না বা কল্য মারিবে না।

اسم مفعول এর উদাহরণ।

(১) زَيْدٌ مَضْرُوبٌ غُلَامُهُ الْآنَ أَوْ غَدًا যাইদ যাহার দাস এখনি মারা যাইতেছে বা আগামী কল্য মারা যাইবে।

(২) ,, جَاءَ زَيْدٌ مَضْرُوبًا غُلَامُهُ যাইদ সেই সময় আসিল যখন তাহার দাস মারা যাইতেছিল বা পরবর্ত্তী কল্য মারা যাইবে।

(৩) ,, هٰذَا رَجُلٌ مَضْرُوبٌ أَبُوهُ এ সেই ব্যক্তি যাহার পিতা এখনি মারা গিয়াছে বা আগামী কল্য মারা যাইবে।

(৪) ,, جَاءَ الْمَضْرُوبُ أَبُوهُ সেই ব্যক্তি আসিল যাহার পিতা মারা গিয়াছে এখনি বা আগামী কল্য মারা যাইবে।

(৫) ,, أَمَضْرُوبٌ أَبُوهُ কি তাহার পিতা মারা গিয়াছে এখনি বা কল্য মারা যাইবে?

(৬) ,, مَا مَضْرُوبٌ أَبُوهُ তাহার পিতা এখন মারা যায় নাই বা কল্য মারা যাইবে না।

যখন اسم فاعل نكره হয় এবং ماضى র অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাহার مضاف অবশ্য আনীত হয়; যথা:— زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍو أَمْسِ যাইদ গত কল্য আমরকে মারিয়াছে। আর যখন তাহার পূর্ব্বে ال থাকে, তখন সমস্ত কাল বুঝায়; যথা:— زَيْدُ نِ الضَّارِبُ أَبُوهُ عَمْرًا الْآنَ

اَوْ غَدًا اَوْ اَمْسِ যাইদ, যাহার পিতা আমরকে মারিতেছে, মারিবে বা মারিয়াছে।

৩। اِسْمُ التَّفْضِيْلِ

এই اسم আপন فعل এর ন্যায় عمل করে। ইহার عمل তিন প্রকার :—(১) مِنْ যথাঃ—زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ خَالِدٍ যাইদ খালেদ অপেক্ষা ভাল। هِنْدٌ اَفْضَلُ مِنْ خَالِدٍ হিন্দা খালেদ অপেক্ষা ভাল। এ স্থলে اسم تفضيل কেবল مذكر مفرد হইয়া থাকে। (২) اَلْ - زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ যাইদ ভাল هِنْدُنِ الْفُضْلٰى হিন্দা জ্ঞানী। (৩) اِضَافَتْ زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ - যাইদ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল। زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ যাইদ লোকের মধ্যে ভাল। هِنْدٌ اَفْضَلُ النِّسَاءِ হিন্দা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভাল। কখন কখন تفضيل এর চিহ্ন উহ্য থাকে; যথাঃ— اَللّٰهُ اَكْبَرُ এস্থলে مِنْ كُلِّ شَيْءٍ উহ্য আছে। দুইটী চিহ্ন একত্রে ব্যবহার করা নিয়ম বহির্ভূত অর্থাৎ زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو হয় না।

৪। اَلْمَصْدَرُ

مصدر আপন فعل এর ন্যায় عمل করে। مصدر যদি لازم হয়, তবে فاعل কে رفع প্রদান করে, আর যদি متعدى হয়, তবে فاعل কে رفع আর مفعول কে نصب প্রদান করে। مصدر আপন فاعل বা

أَعْجَبَنِي قِيَامُ زَيْدٍ—ঃ যথা ; মুহ হয় ব্যবহৃত রূপে مضاف এর مفعول যাইদের দাঁড়ান আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। এস্থলে قيام পদ আপন مصدر لازم এর زيد - فاعل مضاف হইয়াছে। زيد যদিও مصدر এর مضاف اليه রূপে مجرور হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে مرفوع এবং فاعل অনুমান করা উচিত। أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرواً যাইদের আমরকে মারা আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। عَجِبْتُ مِنْ دَقِّ الْقَصَّارِ الثَّوْبَ আমি রজকের কাপড় পিটা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এস্থলে قصار পদ فاعل এবং مجرور কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা مرفوع পদ। عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الجَلَّادِ জাল্লাদের চোরকে মারাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এস্থলে لص পদ مفعول ও مجرور কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা منصوب পদ।

৫। اَلصِّفَتُ المُشَبَّهَةُ

এইরূপ صفت আপন لازم فعل এর ন্যায় فاعل কে رفع প্রদান করে। زَيْدٌ حَسَنٌ غُلامُهُ যাইদ, যাহার দাস সুন্দর। زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ যাইদ, যাহার মুখ সুন্দর। ইহার عمل এর জন্য صفت নিম্নোক্ত পদের মধ্যে কোন না কোনটীর পরে ব্যবহৃত হয়। نكرة موصوف، مبتدا - ذوالحال - حرف نفى - استفهام এবং কখন ال সংযুক্ত থাকে, কখন বা ال থাকে না, আর কখন একটী পদে ال থাকে অপরটী ال ব্যতীত হয়। অতএব صفت مشبه ছয় প্রকার, কিন্তু

فاعل হইলে مرفوع - مفعول হইলে منصوب এবং مضاف اليه হইলে مجرور হয় ; অতএব صفت مشبه সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ১৮ প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

صِفَتِ مُشَبَّهْ غير مُعَرَّفْ بِاللَّامِ

حالت رفعى   حالت نصبى   حالت جرى

حَسَنٌ وَجْهُهُ - حَسَنٌ وَجْهَهُ - حَسَنٌ وَجْهِهِ, হইলে مضاف - معمول

حَسَنٌ الْوَجْهُ - حَسَنٌ الْوَجْهَ - حَسَنٌ الْوَجْهِ, হইলে معرف بِالَّام - معمول

معمول - مضاف বা بالام না হইলে,

حَسَنٌ وَجْهٌ - حَسَنٌ وَجْهًا - حَسَنٌ وَجْهٍ

صِفَتِ مُشَبَّهْ مُعَرَّفْ بِاللَّامِ

اَلْحَسَنُ وَجْهُهُ - اَلْحَسَنُ وَجْهَهُ - اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ, হইলে مضاف - معمول

- اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ - اَلْحَسَنُ الْوَجْهَ, হইলে مُعَرَّفْ بِالَّامِ - معمول

اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ

- اَلْحَسَنُ وَجْهٌ - হইলে না معرف بالام বা مضاف - معمول

اَلْحَسَنُ وَجْهٍ - اَلْحَسَنُ وَجْهًا

৬। اَلْفِعْلُ الْمُطْلَقُ

فعل লাযম পদসমূহ আপন আপন فاعل কে مرفوع করে। فعل হইলে কেবল فاعل কে مرفوع এবং فعل متعدي হইলে مفعول به কে منصوب ও فاعل কে مرفوع করে; যথা :— قَامَ زَيْدٌ - ضَرَبَ زَيْدٌ خَالِدًا

৭। اَلْاِسْمُ الْمُضَافُ

مضاف اليه পদ مضاف কে مجرور করিয়া থাকে; যথা :— كِتَابُ زَيْدٍ - كِتَابُ اللهِ - خَيْرٌ عِبَادَةُ اللهِ تَعَالٰى আল্লাহতালার এবাদত করা ভাল।

اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ

جمله র অন্তর্গত কতকগুলি পদ নির্দ্দিষ্ট حركت প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাদের কোন عامل لفظی বর্ত্তমান থাকে না, যেমন مبتدا - خبر ও فاعل সর্ব্বদা مرفوع হয়, مفعول ও সর্ব্বদা منصوب হয় এবং একবচনের مضارع فعل সমূহ مرفوع হয়। অতএব مفعول এর عامل র অনুপস্থিতিকে عامل معنوی বলে অর্থাৎ مبتدا - خبر ও واحد غايب এর مضارع র رفع প্রাপ্ত হইবার অজ্ঞাত কারণকে عامل معنوی বলে; যথা :—

(ক) زَيْدٌ كَاتِبٌ এস্থলে زيد পদ مبتدا ও كاتب পদ خبر এবং উভয়েই مرفوع কেহ কেহ مُبتدا কে خبر এর এবং خبر -কে مُبتدا র عامل বলিয়া অনুমান করেন।

(খ) جَاءَ زَيْدٌ এখানে فاعل পদ زيد - مرفوع হইয়াছে, কেহ কেহ فعل কে فاعل এর مرفوع র কারণ নির্দ্ধারণ করেন।

(গ) رَأَيْتُ زَيْدًا এখানে زيدا পদ مفعول - منصوب হইয়াছে। متعدی فعل পদ مفعول এর عامل অনুমিত হয়।

(ঘ) يَضْرِبُ - يَقُولُ প্রভৃতি مضارع - مرفوع হইয়াছে। আরও প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরোক্ত উদাহরণে نصب ও رفع প্রদান করিবার অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান নাই।

ذَهَبْتُ اِلٰى زَيْدٍ যাইদের দিকে গিয়াছিলাম, অতএব عامل অনুসারে একই পদ زيد - مجرور - مرفوع ও منصوب হইয়াছে।

اَلسَّبَقُ التَّاسِعُ

اَلْمَعْمُوْلُ

عامل দ্বারা যে كلمة র শেষ বর্ণের حركت এর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই كلمة কে معمول বলে। معمول এর حركت তাহার عامل এর প্রতি নির্ভর করে অর্থাৎ তাহার বশবর্ত্তী হয়। معمول দুই প্রকারঃ—معمول بالاصالة - معمول بالتبعية

اَلْمَعْمُوْلُ بِالْاَصَالَةِ

শেষবর্ণের حركت এর পরিবর্ত্তনানুযায়ী جملة র অন্তর্গত كلمة সমূহ ৪ প্রকার হয়, যথাঃ— مرفوعات - منصوبات - مجرورات।

معمول بالاصالة ইহারাই প্রকৃত معمول বলিয়া ইহাদিগকে مجزومات বলে।

المرفوعات

যে সকল كلمه র শেষ বর্ণ مرفوع হয়, তাহাদিগকে مرفوعات বলে। ইহারা সংখ্যায় ৯ টী।

১। الفاعل - যথা :— رَحِمَ اللّٰهُ تَعَلٰى التَّائِبَ দয়া করিয়াছেন আল্লাহ পাক তওবাকারীর প্রতি।

২। نَائِبُ الْفَاعِلِ - যথা :— رُحِمَ التَّائِبُ - তওবাকারী ব্যক্তি দয়া প্রাপ্ত হয়।

৩। المبتداء - যথা :— مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ - মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসুল।

৪। الخبر - যথা :— مُحَمَّدٌ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - মোহাম্মদ (দঃ) শেষ নবি, তাঁহার প্রতি সালাত ও সালাম।

৫। اسمُ كان و اخواتها - যথা :— كَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلِيْمًا حَكِيْمًا - আল্লাহ তালা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৬। خبر إن و اخواتها - إنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ - নিশ্চয় মরিবার পর জেন্দা হওয়া সত্য।

৭। خَبَرِ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ - لَا عَمَلَ مُرَاءٍ مَقْبُوْلٌ - আত্মগরিমার কার্য্য পসন্দনীয় নহে।

৮। مَاتَكَبُّرٌ لَائِقًا لِّلْعَالِمِ - إِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ - বিদ্বানের পক্ষে অহঙ্কার ভাল নহে। لَا حَسَدٌ حَلَالًا - হিংসা ভাল নহে।

৯। তৃতীয় পুরুষের একবচনের فعل مضارع সমূহও مرفوع হয়; যথা :—يُحِبُّ اللّٰهُ التَّوَاضُعَ—আল্লাহ নম্রতা পছন্দ করেন।

اَلْمَنْصُوْبَاتُ

যে সকল পদের শেষবর্ণ সমূহ منصوب হয়, তাহাদিগকে منصوبات বলা যায়। ইহারা সংখ্যায় ১৩টী মাত্র।

১। اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ - যথা :—تُبْتُ تَوْبَةً نَصُوْحًا আমি অন্তরের সহিত তৌবা করিলাম।

২। اَلْمَفْعُوْلُ بِهٖ - যথা :—اَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰى - আল্লাহ তালার দাসত্ব স্বীকার করিতেছি।

৩। اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ - যথা :—صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ রমজান মাসে রোজা কর।

৪। اَلْمَفْعُوْلُ لَهٗ - যথা :—اِعْمَلْ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ اللّٰهِ - আল্লার সন্তুষ্টির জন্য কার্য্য কর।

৫। اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهٗ - যথা :—كَفَاكَ وَ زَيْدًا دِرْهَمٌ - তোমার ও যাইদের জন্য এক দেরহাম যথেষ্ট।

৬। اَلْحَالُ - যথা :—اَعْبُدُ اللّٰهَ خَائِفًا رَاجِيًا ভয়ে আল্লার এবাদত করিতেছি।

৭। اَلتَّمِيزُ যথা ঃ— طَابَ الْعَالِمُ عِبَادَةً আলেম এবাদতরূপ সুগন্ধ গ্রহণ করেন।

৮। اَلْمُسْتَثْنٰى যথা ঃ— يَدْخُلُ الْجَنَّةَ النَّاسُ اِلَّا الْكَافِرِيْنَ কাফের ব্যতীত সকল লোক স্বর্গে যাইবে।

৯। خَبَرُ كَانَ যথা ঃ— كَانَ الْمَلٰئِكَةُ عِبَادَ اللهِ تَعَالٰى ফেরেস্তাগণ আল্লার বন্দা।

১০। اِسْمُ اِنَّ যথা ঃ— اِنَّ السُّوَالَ حَقٌّ নিশ্চয় ঐ প্রশ্ন প্রকৃত।

১১। اِسْمُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ যথা ঃ— لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ কোন লোকের দাসই হৃষ্টচিত্ত নহে।

১২। خَبَرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ যথা ঃ— مَا الْغِيْبَةُ وَلَا النَّمِيْمَةُ جَائِزًا حَلَالًا কোন প্রকার নিন্দা বা গ্লানি উচিত নহে।

১৩। যখন اِذَنْ - كَيْ - لَنْ - اَنْ অব্যয়গুলি فعل مضارع র পূর্ব্বে থাকে, তখন مضارع পদগুলি منصوب এর মধ্যে পরিগণিত হয়; যথা ঃ— اُحِبُّ اَنْ اُطِيْعَ اللهَ বাসনা করি যেন আল্লার তাবেদার হইতে পারি। لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِلْكٰفِرِيْنَ আল্লাহ কাফেরদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। اُحِبُّ طُوْلَ الْعُمْرِ - كَيْ اُحَصِّلَ الْعِلْمَ শিক্ষা লাভের জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করি। قَوْلُكَ اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ তোমার কথা যেন বেহেস্তে দাখেল হয়।

اَلْمَجْرُوْرَاتُ

جر প্রাপ্ত كلمات কে مجرورات বলে। مجرورات দুই প্রকার :—
اَلْمَجْرُوْر بِحَرْفِ الْجَرِّ ও اَلْمَجْرُوْر بِالْاِضَافَتِ কেবল اسم পদ
مجرور হয়।

اَلْمَجْرُوْرَاتُ بِحَرْفِ الْجَرِّ

যে সকল اسم এর পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ১৭ টী حرف جر বসে তাহারা
مجرور হয়।

با و تا وكاف ولام و واو و منذ و مذ - خلا
رُبَّ - حاشا - من - عدا - فى - عن - على - حتى - الى

ইহাদের উদাহরণসহ বিশেষ বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

اَلْمَجْرُوْرَاتُ بِالْاِضَافَةِ

اضافة প্রাপ্ত اسم সমূহ مجرور হয়, এইরূপ مجرور কে مضاف اليه
বলে ; যথা :— كِتَابُ زَيْدٍ - مُخْتَارُ الدَّوْلَتِ - طَالِبُ الْعِلْمِ - يَدُ اللّٰهِ

اَلْمَجْزُوْمَاتُ

جزم প্রাপ্ত كلمات কে مجزومات বলে। কেবল فعل مضارع পদ
مجزوم হয়। যে সকল فعل مضارع এর পূর্ব্বে إن - لم - لما - لام الامر -
لاءنهى প্রভৃতি حرف - নিচয় ব্যবহৃত হয়, তাহারা مجزوم হয় ;
যথা :— إِنْ كُنْتُمْ - لَمْ يَلِدْ - لِيَعْمَلْ - لَاتَذْهَبْ - لَمَّا يَنْفَعْ

متى - إذما - حيثما - اين - مهما - ما - من যে সকল مضارع এর পূর্ব্বে - اي - انى - ايما পদ সমূহ বসে তাহারা مجزوم হয়; যথা :— من يعمل - مهما تفعل - اين اتكن - حيثما تفعل - انى تذهب - متى تقصد - إذما تبت تفعل

المعمول بالتبعية

যে পদের اعراب তাহার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী اسم এর বশবর্ত্তী হয়, সেই পদকে معمول অথবা تابع বলে, আর যে পূর্ব্ববর্ত্তী পদের বশবর্ত্তী হয় তাহার عامل কে متبوع বলে। এইরূপ معمول বা تابع পাঁচ প্রকার; যথা :—صفت - عطف - تاكيد - بدل - عطف البيان

الصفت। ১

যে تابع আপন متبوعর ভাল মন্দ গুণ প্রকাশ করে, তাহাকে صفت বলে; যথা :— الحمد لله رب العالمين সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি উভয় জগতের প্রতিপালক। এখানে الله পদ متبوع (عامل) আর رب পদ تابع (معمول) এবং উভয় পদের শেষ বর্ণ مجرور - اعبد الله العظيم সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লার এবাদত করিতেছি।

এখানেও متبوع পদ الله এবং تابع পদ عظيم উভয়েই منصوب হইয়াছে। صفت কে نعت ও বলে। যখন দুই পদই نكرة হয়, তখন صفت কেবল স্বতন্ত্রতা (تخصيص) প্রকাশ করে; যথা :— تحرير رقبة مؤمنة এক মোমেন গোলামকে আজাদ করা।

যখন দুই পদই معرفه হয়, তখন صفت কেবল توضيح অর্থ প্রকাশ করে ; যথা :—اِمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ তাহার কাঠের বোঝা বহনকারী স্ত্রী। এস্থলে حمالة الحطب পদ امراة এর صفت

صفت কখন কখন কেবল সত্বরতা (تاكيد) প্রকাশ করে ; যথা:— نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ একবার ফুক দেওন।

যে পদ দ্বারা কোন প্রকার গুণ প্রকাশ পায়, তাহাকে صفت نعت কে বলা যায় অর্থাৎ اسم فاعل - اسم مفعول - صفت مشبه রূপে صفت বলা যাইতে পারে ; যেমন رَجُلٌ صَالِحٌ - زَيْدُنِ الْمَضْرُوبُ زَمَانٌ طَوِيلٌ

صفت اسم جامد যখন صفت এর অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাহা হয়, যেমন جَاءَنِيْ رَجُلٌ - هٰذَا الرَّجُلُ - رَجُلٌ ذُوْمَالٍ - شَهْرٌ قَمَرِيٌّ

صفت দুই প্রকারের হইয়া থাকে :—

১। এক প্রকারের صفت আছে, যাহার وصفيت (গুণ) স্বয়ং তাহার موصوف এ বর্ত্তমান থাকে ; যথা :—رَجُلٌ صَالِحٌ (ধার্ম্মিক ব্যক্তি) এস্থলে ধার্ম্মিকতা স্বয়ং তাহার موصوف পদ رجل এ বর্ত্তমান আছে। এরূপ صفت কে صفت بحال موصوف বলে।

এই প্রকারের صفت ও موصوف এর মধ্যে নিম্নোক্ত দশটী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ;

واحد - تثنيه - جمع - رفع - نصب - جر
معرفه - نكره - مؤنث ও مذكر

অর্থাৎ موصوف পদ যে লিঙ্গ বা বচন হয়, অথবা যে اعراب প্রাপ্ত হয়, صفت পদ ও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই اعراب প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ موصوف مذكر হইলে صفت পদ ও مذكر হয়, موصوف পদ مؤنث হইলে صفت পদও مؤنث হয় ইত্যাদি। যেমন زَيْدٌ عَالِمٌ
كِتَابٌ جَدِيدٌ - رِجَالٌ طَيِّبُونَ - رَجُلَانِ طَيِّبَانِ - رَجُلٌ طَيِّبٌ - اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ
- اَلْكِتَابُ الْجَدِيدُ

২। দ্বিতীয় প্রকারের صفت এ صفيت (গুণ) موصوف এ বর্ত্তমান না থাকিয়া তদন্তর্গত অন্য কোন পদে থাকে; যথা:—
جَاءَ زَيْدُ نِ الْعَالِمُ اَبُوهُ সেই যাইদ আসিল যাহার পিতা বিদ্বান। এ স্থলে صفت পদ عالم যাইদের গুণ প্রকাশ না করিয়া তাহার পিতার গুণ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ صفت কে صفت بحال متعلق বলে।

এই প্রকারের صفت ও موصوف এর মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারের সাদৃশ্য থাকে, رفع - نصب - جر - معرفة ও نكرة

هُوَ رَجُلٌ عَالِمٌ اِبْنُهُ সে ঐ ব্যক্তি যাহার পুত্র বিদ্বান।

هٰذَا الرَّجُلُ الْعَالِمُ غِلْمَانُهُ এ সেই ব্যক্তি যাহার দাসগণ বিদ্বান। কখন কখন جملة خبرية পদ نكرة র صفت রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন
جَاءَ رَجُلٌ اَبُوهُ عَالِمٌ সেই ব্যক্তি আসিল যাহার পিতা বিদ্বান।

স্মরণ রাখা উচিত যে ضمير কখন صفت বা موصوف হয় না।

২। اَلْعَطْفُ

عطف এক প্রকারের تابع এবং সচরাচর متبوع র পরে বসিয়া থাকে। নিম্নোক্ত দশটী حروف عطف দ্বারা تابع ও متبوع র সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। تابع কে معطوف এবং متبوع কে معطوف عليه বলে

১। اَلْوَاوُ - اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ আল্লার ও রসুলের তাবেদারী কর। جَآءَ زَيْدٌ وَ عَمْرٌو যাইদ ও আমর আসিল। এস্থলে الله আর زيد পদদ্বয়কে معطوف عليه এবং الرسول ও عمرو কে معطوف বলে। ضمير مرفوع متصل এর সহিত عطف থাকিলে, تاكيد এর জন্য ضمير منفصل কেও আনিতে হয়; যথা ঃ—ضَرَبْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ আমি মারিয়াছিলাম ও যাইদ। এখানে انا - ضمير منفصل কে عطف পূর্ব্বে কেবল تاكيد এর জন্য আনা হইয়াছে। تابع ও متبوع র মধ্যে ব্যবধান থাকিলে, ضمير منفصل কে ছাড়িয়াও দিতে পারা যায়; যথা ঃ— مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا আমরা শেরেক করি নাই, আর আমাদের পিতাও করে নাই।

যদি معطوف عليه পদ ضمير مجرور হয়, তবে معطوف পদও مجرور হয়; যথা ঃ—مَرَرْتُ بِكَ وَ بِزَيْدٍ আমি তোমার ও যাইদের নিকট গিয়াছিলাম।

কখন কখন একটী عامل এর দুইটী معمول থাকে; যথা ঃ— ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَ عَمْرٌو خَالِدًا যাইদ আমরকে ও আমর খালেদকে মারিয়াছে। এখানে فعل ضرب عَمْرًا ও خَالِدًا উভয়ের عامل এর কার্য্য

করিতেছে। فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَ الْحُجْرَةِ عَمْرٌو ঘরে যাইদ এবং কামরাতে আমর। এখানে حجرة ও دار - مجرور উভয় حرف جر - فى র প্রতি কার্য্য করিতেছে।

২। الْفَاءُ - تَجِبُ تَكْبِيرَةُ الْاِفْتِتَاحِ فَالْقِيَامُ প্রথমে তকবির পড়ন, তবে দাঁড়ান।

৩। ثُمَّ - يَجِبُ الْعِلْمُ ثُمَّ الْعَمَلُ প্রথমে শিক্ষা কর্ত্তব্য পরে কার্য্য।

৪। حَتَّى - مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءِ অনেক লোক মরিয়াছে এমন কি নবিগণও (মরিয়াছে)।

৫। اَوْ - صَلِّ الضُّحَى اَرْبَعًا اَوْ ثَمَانِيًا চাস্তের চারি বা আট রেকাত নমাজ পড়।

৬। اِمَّا - اِعْمَلْ اِمَّا وَاجِبًا اِمَّا مُسْتَحَبًّا কাজ কর ওয়াজেব বা মোস্তাহেব।

৭। اَمْ - اَرِضَاءَ اللهِ تَعَالَى تَطْلُبُ اَمْ سُخْطَهُ কি তুমি আল্লার সন্তুষ্টি বাসনা কর, না অসন্তুষ্টি ?

৮। لَا - اِعْمَلْ صَالِحًا لَا سَيِّأً সৎকার্য্য কর, অসৎকার্য্য করিও না।

৯। بَلْ - اُطْلُبْ حَلَالًا بَلْ طَيِّبًا হালাল দ্রব্য প্রার্থনা কর, বরং পবিত্র।

১০। لٰكِنْ - لَا يَحِلُّ رِيَاءٌ لٰكِنْ اِخْلَاصٌ ভণ্ডামি ভাল নয়, কিন্তু সরলতা ভাল।

৩। اَلتَّاكِيْدُ

যে تابع আপন متبوع কে নিশ্চয়তা বা দৃঢ়তা প্রদান করে, তাহাকে تاكيد বলে। تاكيد দুই প্রকার :— معنوي ও لفظى

১। যে تاكيد নির্দ্দিষ্ট لفظ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে لفظى বলে ; যথা :— كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا কখনই না, যখন পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইবে।

২। যে تاكيد পদ نَفْس - عَيْن - كِلَا - كُلّ - اَجْمَع র সহিত ব্যবহৃত হয় তাহাকে معنوى বলে। ইহাদের মধ্যে نفس ও عين শব্দ - واحد তثنية ও جمع র সহিত ব্যবহৃত হয়। পদের বচনানুযায়ী ضمير এর বচন হয়, কিন্তু কেবল واحد ও جمع তে صيغة র অনুরূপ হয়। تثنية র স্থলেও جمع ব্যবহৃত হয় ; যথা :— قَامَ زَيْدٌ نَفْسُهُ যাইদ স্বয়ং দাঁড়াইয়া আছে। قَامَ الزَّيْدَانِ اَنْفُسُهُمَا - قَامَ الزَّيْدُوْنَ اَنْفُسُهُمْ - قَامَتْ هِنْدٌ نَفْسُهَا - قَامَتِ الْهِنْدَانِ اَنْفُسُهُمَا - قَامَتِ الْهِنْدَاتُ اَنْفُسُهُنَّ

عين শব্দের উদাহরণ ও نفس এর ন্যায় হইবে।

كِلَا - مذكر تثنية র জন্য كلا এবং مؤنث تثنية র জন্য كِلْتَا হয় ; যথা :— جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا - جَاءَتِ الْاِمْرَأَتَانِ كِلْتَاهُمَا

كُلّ ও اَجْمَع এই পদদ্বয় واحد ও جمع র সহিত ব্যবহৃত হয় ; যথা :— قَرَأْتُ الْكِتَابَ كُلَّهُ - جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ - شَرَيْتُ الْعَبْدَ اَجْمَعَ - جَاءَ النَّاسُ اَجْمَعُوْنَ

تاكيد পদত্রয় ابصع - ابتع - اكتع শব্দের সহিত اجمع কখন কখন এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং كلّ এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ—

جَآءَ النَّاسُ اجمعون - اكتعون - ابتعون - ابصعون

কিন্তু اجمع শব্দ না থাকিলে এই তিনটী শব্দ আনীত হয় না।

৪। البدل

যে تابع তাহার متبوع র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং যে متبوع কেবল تمهيد এর জন্য আসে সেই تابع কে بدل আর متبوع কে مبدل منه বলে ; যথা ঃ—جَآءَ زَيدٌ اَخُوكَ তোমার ভ্রাতা যাইদ আসিয়াছে। এস্থলে زيد পদ مبدل منه আর اخوك পদ بدل

بدل নিম্নোক্ত চারি প্রকার ঃ—

১। بدل كل - যখন بدل ও مبدل منه একই পদের প্রতি নির্ভর করে, তখন সেই بدل কে بدل كل বলে ; যথা ঃ—اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ দেখাও আমাদিগকে সরল পথ, ঐ লোকদিগের পথ। এস্থলে اِهْدِنَا এক مدلول দুই পদেরই صِرَاطَ الَّذِينَ এবং صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

২। بدل بعض - যখন بدل তাহার مبدل منه র এক অংশ হয়, তখন তাহাকে بدل بعض বলে। যথা ঃ—لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا এখানে النَّاس পদ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا এর সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। بدل اشتمال - যে بدل তাহার مبدل منه র সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে

তাহাকে بدل اشتمال বলে ; যথা ঃ—يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে পবিত্র মাসের বিষয়ে। ইহার পর যদি قِتَالٌ فِيْهِ পদ বসান যায়, তাহা হইলে قِتَالٌ فِيْهِ কে بَدَلِ اِشْتِمَالٌ এবং شَهْرِ الْحَرَامِ পদ কে তাহার مبدل منه বলে।

৪। بدل غلط যখন ভুল ক্রমে এক কথার পরিবর্তে অন্য কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন সেই ভুল পদকে بَدَلِ غَلَطٌ বলে। যথা ঃ—جَاءَ رَجُلٌ حِمَارٌ - মানুষ আসিল, না গাধা। এখানে ভুল বশতঃ গাধা স্থলে মুখ হইতে মানুষ বাহির হইয়াছে।

কখন ২ بدل ও مبدل منه উভয়ই معرفه হয় ; যথাঃ— جَاءَ زَيْدٌ جَاوَنِيْ رَجُلٌ غُلَامٌ لَكَ কখন ২ উভয়ই نكره হয় ; যথা ঃ— اَخُوْكَ আর بدل যখন نكره হয় এবং مبدل منه - معرفه হয়, তখন তাহাদের জন্য نعت আনা প্রয়োজন হয় ; যথা ঃ—لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ এস্থলে দ্বিতীয় ناصية পদ نكره - بدل এবং كاذبة এর موصوف রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ—আমি মিথ্যা ও পাপযুক্ত চুলের ঝুঁটী ধরিয়া টানিব।

৫। اَلْعَطْفُ الْبَيَانُ

যে تابع - صفت না হইয়াও কোন متبوع র গুণ প্রকাশ করে, তাহাকে عَطْفُ الْبَيَانُ বলে। যথা ঃ—جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ আব্দুল্লার পিতা যাইদ আমার নিকট আসিয়াছে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ সৃষ্টি করিল আল্লা সেই কাবা যাহা হয় বয়তুল হারাম। এখানে اَبُو عَبْدُ اللّٰهِ এবং بَيْتُ الْحَرَامِ পদদ্বয়কে عَطْفُ الْبَيَانْ বলে। কখন ২ পার্থক্য বুঝাইবার জন্য عَطْفُ الْبَيَانْ ব্যবহৃত হয়; যথা:— اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ ইমান আনিলাম আমি দুই জগতের প্রতিপালকের প্রতি এবং মুসা ও হারুণের প্রতিপালকের প্রতি। এস্থলে فرعون এর رب এর সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য رب موسى و هرون উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী।

১। معمول কাহাকে বলে ও কয় প্রকার?

২। تابع ও متبوع এবং صفت ও موصوف এর উদাহরণ সহ পার্থক্য দেখাও।

৩। توابع কয় প্রকার তাহাদের নাম কর।

৪। حروف عطف কয়টীর নাম লিখ।

৫। صفت ও موصوف এর যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহাদের নাম কর।

اَلسَّبَقُ الْعَاشِرُ

اَلتَّذْكِيْرُ وَالتَّانِيْثُ

এতদ্বিষয় প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে কেবল مؤنث এর বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল। অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবীতে এরূপ অনেক শব্দ আছে, যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের

বিষয় নির্ণয় করা দুষ্কর। কতকগুলি শব্দ এমন আছে, যাহারা কেবল مؤنث রূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের مذكر হয় না, এইরূপ مؤنث নিচয়কে مُؤَنَّثٌ سَمَاعِىٌّ বলে। আরবী বৈয়াকরণগণের মধ্যে اِبْنِ حَاجِبٌ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। তাঁহার মতে جَائِزُ التَّانِيْثِ এবং وَاجِبُ التَّانِيْثِ দুই প্রকার مُؤَنَّثٌ سَمَاعِىٌّ তিনি ৬০টী পদকে جَائِزُ التَّانِيْثِ এবং ১৭ টীকে وَاجِبُ التَّانِيْثِ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

وَاجِبُ التَّانِيْثِ

১। মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ, ইহারা সংখ্যায় ১৯ টী, যথা ঃ—عَيْنٌ চক্ষু, اُذُنٌ কর্ণ, خَدٌّ বদন, ثَدْىٌ ছাতি, كَتِفٌ কাঁধ, عَضُدٌ বাহু, يَدٌ হাত, كَفٌّ হাতেলি, وَرِكٌ নিতম্ব, فَخِذٌ জঙ্ঘা, سَاقٌ পায়ের গোছ, رِجْلٌ পদ, قَدَمٌ এক পদ, عَقِبٌ এড়ি, سِنٌّ দাঁত, كَبِدٌ হৃদয়, اِسْتٌ গুহ্যদ্বার, اُصْبُعٌ অঙ্গুলি।

২। প্রাণীর নাম, ইহারা সংখ্যায় ৬টী, যথা ঃ—عَقْرَبٌ সাপ, বিচ্ছু, ثَعْلَبٌ খেঁকশিয়াল, اَرْنَبٌ শশক, اَفْعىٰ আজদাহা, فَرَسٌ ঘড়ি, عَنْكَبُوتٌ মাকড়সা।

৩। প্রাকৃতিক পদার্থের নাম, ইহারা সংখ্যায় ১২ টী, যথা ঃ—

أَرْضٌ মৃত্তিকা, পৃথিবী, رِيْحٌ বায়ু, نَارٌ অগ্নি, لَظَى অগ্নি-শিখা, مِلْحٌ লবণ, ذَهَبٌ স্বর্ণ, ضَرَبٌ মধু, عَيْنٌ ঝরণা, شَمْسٌ সূর্য্য, يَمِيْنٌ দক্ষিণ, شِمَالٌ বাম।

৪। গৃহ বস্তুর নাম ইহারা সংখ্যায় ১৫টী, যথা:—
دَارٌ গৃহ, دَلْوٌ ডোল, عَصَا লাঠি, فُلْكٌ নৌকা, ذِرَاعٌ, মাপের গজ, فَاسٌ কোদালী, قَوْسٌ ধনুক, مِنْجَنِيْقٌ ঢেঁকি, (অস্ত্র বিশেষ) خَمْرٌ মদ, بِئْرٌ কূপ, دِرْعٌ জেরা, অভ্র, فَرْشٌ বিছানা, كَأْسٌ পেয়ালা, مُوسَى ক্ষুর, سَرَاوِيْلُ পায়জামা।

৫। দোজখের নাম যথা:— جَهَنَّمُ - سَعِيْرٌ - جَحِيْمٌ - سَقَرُ

৬। অন্যান্য বস্তুর নাম, ইহারা সংখ্যায় ৬টী, যথা:—
نَفْسٌ প্রাণ, غَوْلٌ বিপদ, فِرْدَوْسٌ বাগান, عَرُوْضٌ ছন্দ, حَرْبٌ যুদ্ধ, ضَبُعٌ বিচ্ছু। যখন কোন فعل বা اسم এইরূপ مؤنث এর সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে অথবা কোন ضمير তাহাদের সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন উক্ত فعل বা اسم বা ضمير পদ مونث হয়; যথা:— مَاتَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ কোন প্রাণী জানে না যে সে কোথায় মরিবে।

اَلْجَائِزُ التَّانِيْثُ

عُنُقٌ গর্দ্দণ, قَفًا গুদি, لِسَانٌ ভাষা, رِحْمٌ মায়ের পেট, বাচ্চাদানি।

بَيْتٌ ঘর, قِدْرٌ হাঁড়ী, سِلْمٌ ভাল, وَلَاى যুক্তি, حَالٌ অবস্থা, সময়, ضُحَى প্রহর, বেলা, مِسْكٌ কস্তুরী, سَمَاءٌ আকাশ, ثَرَى লবণাক্ত মাটি, طَرِيْقٌ পথ, سَبِيْلٌ পথ, سِكِّيْنٌ ছুরী, سَرَطَانٌ কাঁকড়া।

পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ আরও কয়েকটী বস্তুর নাম এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, যথা ঃ—فَجْرٌ প্রাতঃকাল।

اَلسَّبَقُ الْحَادِيْ عَشَرَ

اِضْمَارٌ عَلَى شَرْطِ التَّفْسِيْرِ

যে اسم এর عامل ناصب অর্থাৎ فعل তাহার পূর্ব্বে না আসিয়া কোন ضمير এর সহিত তাহার পরে বসে সেই اسم কে اضمار على شرط التفسير বলে ; যথা ঃ—زَيْدًا ضَرَبْتُهُ (যাইদ, আমি তাহাকে মারিয়াছি) প্রকৃত ছিল ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ এস্থলে একটী অতিরিক্ত فعل ضَرَبْتُ আনীত হইয়াছে। আমরা পবিত্র কোরাণে পড়িয়া থাকি।

قَدَّرْنَا الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ অর্থাৎ اَلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ এইরূপে اسم এর পূর্ব্বে যদি شرط حرف - لو - إن - متى - اينما বা حيثما অথবা কোন حَرْفُ تَحْضِيْضٍ থাকে, তবে সে اسم নিশ্চয় منصوب হয়।

اَلتَّمِيزُ اَسْمَاءِ الْاَعْدَادِ

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পদের ব্যবহার।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পদের ব্যবহার তিন প্রকার—

১। ثَلٰثَةٌ (তিন) হইতে عَشَرَةٌ (দশ) পর্য্যন্ত সংখ্যার সহিত যে সকল বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়, তাহারা مجرور এবং مجموع (বহুবচন) হইয়া থাকে। সংখ্যাবাচক পদগুলি مذکر বা مؤنث হইতে পারে; যথা:—سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ সাত রজনী ও আট দিবস।

২। اَحَدَ عَشَرَ (এগার) হইতে تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ (নিরনব্বই) পর্য্যন্ত সংখ্যার সহিত যে সকল পদ ব্যবহৃত হয়, তাহারা منصوب এবং مفرد (একবচন) হইয়া থাকে; যথা:—رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا আমি এগারটী নক্ষত্র দেখিয়াছি। فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا তবে তাহা হইতে বারটী ঝরণা বাহির হইল।

৩। مِائَةٌ (একশত) ও اَلْفٌ (হাজার) এবং তাহাদের تثنيه ও جمع র সহিত যে সকল বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়, তাহারা مجرور এবং مفرد হইয়া থাকে; যথা:—عِنْدِيْ مِائَةُ دِرْهَمٍ আমার নিকট একশত দেরহাম আছে। عِنْدِیْ مِئَاتَا ثَوْبٍ আমার নিকট দুই শত জামা আছে। مِأَتُ فَرَسٍ এক শত ঘোড়া।

مميز از عدد برسه جهت دان ز سه تا ده همه مجموع و مکسور
زده تا صد همه منصوب و مفرد ز صد برتر همه فردست و مجرور

اَسْمَاءُ الْاَعْدَادِ র বিশেষত্ব।

مؤنث ও مذكر পদের সহিত ইহারা مذكر পদের সহিত اِثْنَانِ ও وَاحِدٌ সহিত مؤنث রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা ঃ—اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের এলাহী অদ্বিতীয় এলাহী। هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ তিনি তোমাদিগকে এক নাফস হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিন হইতে দশ পর্য্যন্ত مذكر পদ 'ت' দ্বারা এবং مؤنث পদ 'ت' ব্যতীত লিখিত হয় ; যথা ঃ—ثَلٰثَةُ رِجَالٍ - ثَلٰثُ نِسَاءٍ তিন জন পুরুষ—তিন জন স্ত্রীলোক।

اَلْبَابُ الثَّانِيْ

فى الافعال

فعل তিন প্রকার ঃ—ماضي - مضارع - امر

ইহাদের মধ্যে ماضي সর্ব্বদা مفتوح مبني - امر সর্ব্বদা مبني এবং مضارع পদ معرب হইয়া থাকে, مضارع অর্থে مشابه مجزوم (সাদৃশ্য) বুঝায়। فعل নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ে اسم এর সহিত সাদৃশ্য রাখে।

১। প্রথমতঃ বর্ণের সংখ্যায় এবং حركات ও سكونات এর সম্বন্ধে ; যথা ঃ—ضَرَبَ - زَيْدٌ - يَضْرِبُ - ضَارِبٌ

২। দ্বিতীয়তঃ فعل ও اسم উভয় পদই حال ও مستقبل বুঝায়, যথা ঃ—اَلضَّارِبُ যে মারে। مضارع এর পূর্ব্বে سوف ও س থাকিলে

مضارع কেবল مستقبل এর অর্থ প্রদান করে; যথা:—سَيَضْرِبُ-
سَوْفَ يَضْرِبُ সে মারিবে।

مضارع এর প্রতি ل প্রযুক্ত হইলে কেবল حال এর অর্থ প্রদান করে; যথা:—لَيَضْرِبُ সে মারিতেছে।

اِعْرَابُ الْمُضَارِعِ

مضارع এর اعراب তিন প্রকার:—رفع - نصب - جزم - اعراب অনুযায়ী مضارع র صيغة নিম্নোক্ত চারি প্রকার:—

১। صحيح ইহার رفع কে ضمة - نصب কে فتح আর جزم কে سكون বলে, ইহার নিম্নোক্ত চারিটী صيغة আছে।

نَفْعَلُ - اَفْعَلُ - تَفْعَلُ - يَفْعَلُ - حالت رفعى

لَنْ نَفْعَلَ - لَنْ اَفْعَلَ - لَنْ تَفْعَلَ - لَنْ يَفْعَلَ - حالت نصبى

لَمْ نَفْعَلْ - لَمْ اَفْعَلْ - لَمْ تَفْعَلْ - لَمْ يَفْعَلْ - حالت جزمى

২। ناقص مفرد - واو ও يای দ্বারা প্রকাশিত হয়। যথা:—
فتح - نصب, ইহার رفع - ضمة تقديرى হইতে, يَرْمِى ও يَدْعُو হইতে, এবং جزم - حذف لام হইতে হয়।

هُوَ يَرْمِىْ - وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ = حالت رفعى

هُوَ لَنْ يَرْمِىَ - لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا = حالت نصبى

هُوَ لَمْ يَرْمِ - كَاَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَسَّهٗ = حالت جزمى

৩। الفی ناقص مفرد যথা:— یرضی - یخشی ইহাদের رفع - تقدیری ضمه হইতে, نصب - تقدیری فتح হইতে এবং جزم - لام حذف হইতে হয়; যথা:— لَایَرْضٰی لِعِبَادِہِ الْکُفْرَ - لَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَهُوْدُ - لَمْ یَخْشَ اِلَّا اللّٰہَ .

৪। صحیح ও ناقص এর চারিটী تثنیه দুইটী جمع مذکر غائب ও مخاطب আর একটী واحد مونث مخاطب হইয়া থাকে। ইহাদের رفع - اثبات نون হইতে, এবং نصب ও جزم তাহার حذف হইতে হয়। নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

تثنیه

یَرْضَیَانِ - یَرْمِیَانِ - یَدْعُوَانِ - یَفْعَلَانِ - حالت رفعی

لَنْ یَرْضَیَا - لَنْ یَرْمِیَا - لَنْ یَدْعُوَا - لَنْ یَفْعَلَا - حالت نصبی

لم یرضیا - لم یرمیا - لم یدعوا - لم یفعلا - حالت جزمی

جمع مذکر غائب

یَرْضَوْنَ - یَرْمُوْنَ - یَدْعُوْنَ - یَفْعَلُوْنَ - حالت رفعی

لن یرضوا - لن یرموا - لن یدعوا - لن یفعلوا - حالت نصبی

لم یرضوا - لم یرموا - لم یدعوا - لم یفعلوا - حالت جزمی

واحد مونث مخاطب

تَرْضَیْنَ - تَرْمِیْنَ - تَدْعِیْنَ - تَفْعَلِیْنَ - حالت رفعی

لن ترضی - لن ترمی - لن تدعی - لن تفعلی - حالت نصبی

لم ترضى - لم ترمي - لم تدعى - لم تفعلى - حالت جزمى
جمع مونث مخاطب আর جمع مونث غايب পদদ্বয়
نون ضمير এর সহিত মিলিত হইয়াই পদের অন্তে سكون হইয়া থাকে ;
এবং ناصب ও جازم এর জন্য তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

اِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

عوامل অনুযায়ী فعل مضارع এ তিন প্রকার اعراب প্রাপ্ত হয় ;
যথা ঃ—رفع - نصب - جزم

اَلْمُضَارِعُ الْمَرْفُوعُ

مضارع এর عامل যখন معنوى হয়, অর্থাৎ مضارع যখন কোন
عامل দ্বারা نصب বা جزم প্রাপ্ত না হয়, তখন مضارع পদ مرفوع
হয় ; যথা ঃ—يَفْعَلُ - يَضْرِبُ - يُكْرِمُ

اَلْمُضَارِعُ الْمَنْصُوبُ

যে সকল مضارع এর পূর্ব্বে ان - لن - كى ও اذن অব্যয় পদ
থাকে, তাহারা منصوب হয় ; যথা ঃ—اَنْ يَضْرِبَ - لَنْ اَفْعَلَ -
اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ - اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ অন্যান্য বিষয় عوامل
এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

اَلْمُضَارِعُ الْمَجْزُوْمُ

যে সকল مضارع এর পূর্ব্বে لم - لما - لام الامر - لاى نہى ও اِنْ থাকে,
তাহারা مجزوم হয় ; যথাঃ—لم يلد و لم يولد - لما يضرب - ليضرب زيد

- لا يضرب زيد - إن تضرب اضرب অন্যান্য বিষয় عوامل এর মধ্যে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, عامل দুই প্রকারের হইয়া থাকে, عوامل معنوي ও عوامل سماعی - فعل সর্ব্বদা عامل معنوی হইয়া থাকে, অর্থাৎ فعل পদ فاعل কে مرفوع এবং مفعول কে منصوب করে। কিন্তু নিম্নোক্ত কয়েকটী فعل سماعی রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং নির্দ্দিষ্টরূপে عمل করিয়া থাকে ; যথা ঃ—افعال ناقصه. فعل تعجب - افعال مدح و ذم - افعال قلوب - افعال مقاربه ইহাদের বিশেষ বিবরণ عوامل এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

الافعال الناقصة

ইহারা সংখ্যায় ১২টী ; যথা ঃ—

مابرح - مازال - بات - ظل - اضحى - امسى - اصبح - صار - كان - مافتئ - مانفك - مادام - ليس ইহারা فاعل এর গুণ প্রকাশ করে এবং اسم কে رفع ও خبر কে نصب প্রদান করে।

افعال المقاربة

ইহারা সংখ্যায় ৪টী ; যথা ঃ—عسى - كاد - كرب - اوشک ইহারা فاعل এর নৈকট্য বুঝায় এবং اسم কে رفع ও خبر কে نصب প্রদান করে।

افعال القلوب

ইহারা সংখ্যায় ৭টী ; যথা ঃ—حسب - ظن - خال - علم - رای - وجد - زعم ইহারা مبتدا ও خبر উভয়কে نصب প্রদান করে।

افعال التعجب

ইহারা সংখ্যায় দুইটী ; যথা ঃ— مَا اَفْعَلَهُ ও اَفْعِلْ بِهِ

এই দুইটি فعل দ্বারা تعجب (বিস্ময়) প্রকাশিত হয় ; যথা ঃ— مَا اَحْسَنَ زَيْدًا যাইদ কেমন সুন্দর। এখানে احسن পদ افعل র ওজনে ব্যবহৃত হইয়াছে : ما পদ مبتدا ও فاعل এবং احسن পদ فعل আর زيدا পদ مفعول হইয়াছে। اَحْسِنْ بِزَيْدٍ যাইদকে সাহায্য কর। এখানে احسن পদ امر আর زيد এর পূর্ব্বে ب زايد ব্যবহৃত হইয়া তাহাকে مجرور করিয়াছে।

افعال المدح والذم

ইহারা সংখ্যায় ৪টী ; যথা ঃ—نِعْمَ - حَبَّذَا - بِئْسَ - سَاءَ প্রথম দুইটী প্রশংসা ও দ্বিতীয় দুইটী নিন্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, نعم - بئس ও ساء র فاعل প্রায় اسم ذوالام (ال যুক্ত اسم) হয়, অথবা ঐ اسم পদ ذوالام এর مضاف হয় এবং তাহার পর আর একটী اسم যাহার গুণ বা নিন্দা প্রকাশিত হয়, তাহা مرفوع রূপে ব্যবহৃত হয়। এই مرفوع اسم কে مخصوص بالمدح অথবা مخصوص بالذم বলে। যথা ঃ—نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ এখানে الرجل পদ اسم ذولام এবং زيد পদ مخصوص بالمدح হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী।

১। فعل কয় প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। مضارع এর اعراب এর বিষয় বর্ণনা কর।

৩। ماضی - مضارع ও امر এর পরিচয় কি ?

৪। مضارع পদ কোন্ কোন্ অবস্থায় منصوب বা مجزوم হয় ?

৫। ماضی - مضارع ও امر ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রকার فعل থাকে, তবে তাহাদের নাম কর।

৬। افعال ناقصه কয়টীর নাম কর এবং افعال قلوب এর উদাহরণ দাও।

৭। احسن بزيد এর احسن কি পদ ও তাহার فاعل কে ?

৮। ان شرطيه র পর কোন্ অবস্থায় ف আনিতে হয় ?

اَلْبَابُ الثَّالِثُ

فی الحروف

حروف দুই প্রকার, حروف عامله ও حروف غير عامله

যে সকল حرف অন্যান্য শব্দের প্রতি عمل করে, তাহাদিগকে حروف عامله বলে ; যথা ঃ— ب - ل - ک - من - فی ইত্যাদি।

যে সকল حروف কোন শব্দের প্রতি عمل করে না, তাহাদিগকে حروف غير عامله বলে ; যথা ঃ— الف - جا - حا - ق ইত্যাদি।

ইহাদের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে حروف تهجی অনুযায়ী حروف দিগের বিষয় কিছু বর্ণিত হইল।

حرف الالف

১। الف সচরাচর অনর্থক ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— زيداً - كريماً

الف - مبقيه শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— ماَ - ذاَ - لماَ

الف - বানান প্রাপ্ত বা ساكن হইলে همزة র ন্যায় নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

استفهام অর্থে ; যথা ঃ— آ زَيْدٌ قَائِمٌ কি যাইদ দাঁড়াইয়া আছে ?

ندا র অর্থে ; যথা ঃ— أَفَاطِمُ مَهْلاً হে ফাতেমা, থাম। مساوات এর অর্থে ; যথা ঃ— سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ইহা একই কথা তুমি ভয় দেখাও বা না দেখাও তাহারা ইমান আনিবে না। همزة র পর যদি مثبت পদ থাকে, তবে সে منفى র অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ— أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে তাহার মৃত ভ্রাতার মাংস খাইতে ভাল বাসে ? উত্তর হইবে لا يحب অর্থাৎ কেহ ভাল বাসে না। কিন্তু همزة র পর منفى থাকিলে مثبت এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ— آ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ কি আমরা তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করি নাই ? অর্থাৎ شَرَحْنَا صَدْرَكَ আমরা তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছি। কখন কখন مخاطب ও متكلم এর উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর বুঝায় ; যথা ঃ— أَضَرَبْتَ زَيْدًا তুমি কি যাইদকে মারিয়াছ ? أَجَلْ অর্থাৎ نعم হাঁ মারিয়াছি। সচরাচর خبر এর পর اجل ও استفهام এর পর نعم ব্যবহৃত হয়।

২। إِذْ - ইহা ماضى র প্রতি ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— إِذْ قَالَ اللهُ لَهُمْ যখন আল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। কখন কখন مضارع এর পূর্ব্বে اذ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তখন مضارع পদ ماضى র অর্থ প্রদান

করে ; যথা ঃ— اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ যখন (হজরত) ইবরাহিম ঐ ঘরের ভিত্তি উঠাইয়াছিলেন। যখন بَيْنَ ও بينما র পর اذ ব্যবহৃত হয়, তখন اذ مفاجات এর অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ— بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ اِذْ اَقْبَلَ زَيْدٌ যখন আমি বসিয়াছিলাম, (তখন) হঠাৎ যাইদ আসিয়াছিল। اذ প্রকৃত পক্ষে اسم زمان হয় এবং جملة র مضاف হইয়া থাকে ; যথা ঃ— يَوْمَئِذٍ ইহা প্রকৃত পক্ষে ছিল يَوْمَئِذٍ كَانَ كَذَا যে দিন এই মত ছিল।

৩। اذا - কখন কখন ظرف ও شرط এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ— اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ যখন আল্লার সাহায্য আসিবে। যখন مبتدا ও خبر এর সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন اذا مفاجات এর অর্থ প্রকাশ করে ; যথা ঃ— خَرَجْتُ فَاِذَا الْاَسَدُ بِالْبَابِ বাহির হইয়াই দুয়ারের উপর ব্যাঘ্র দেখিলাম।

৪। اِذْمَا অর্থে যদি বুঝায় এবং اِن এর ন্যায় فعل কে نصب দিয়া থাকে ; যথা ঃ— اِذْمَا دَخَلْتَ عَلَى الرَّسُوْلِ فَقُلْ لَهُ حَقًّا যদি তুমি যাও রসুলের নিকট তবে তাঁহাকে সত্য বলিবে।

৫। اِذَنْ - পদ فعل مضارع কে نصب দিয়া থাকে ; যথা ঃ— اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ তবে তুমি জান্নাতে দাখিল হইবে।

৬। ال - তিন প্রকার ; যথা ঃ— حرف تعريف - اسم موصول - زايد

(১) حرف تعريف নিম্নোক্ত চারি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

(ক) عهد خارجى - ইহা স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে এবং বক্তব্য বিষয়

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই অবগত হয়; যথাঃ—جَاءَ الْاَمِيرُ আমীর আসিয়াছে।

(খ) عهد ذهنى - ইহা কেবল বক্তার মনে থাকে; যথাঃ—أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ আমি ভয় পাইতেছি যে তাহাকে ব্যাঘ্রে খাইবে।

(গ) ال جنسى - ইহা কোন জাতি বুঝায়; যথাঃ—
اَلرَّجُلُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা ভাল।

(ঘ) ال استغراقى - ইহা সম্পূর্ণতা বুঝায়; যথাঃ—اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ মনুষ্য মাত্রই জন্তু। الحمد لله সমস্ত প্রশংসা আল্লার।

(২) ال যখন اسم فاعل ও اسم مفعول - اسم موصول এর প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং কোন দুই পদকে সংযুক্ত করে; যথাঃ—
الضارب والمضروب আঘাতকারী ও আহত ব্যক্তি।

(৩) زايد - ইহা اعلام এর প্রতি প্রযুক্ত হয়; যথাঃ—

اَلْخَلِيلُ و اَلْحَسَنُ

اَلَا নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ—

১। تنبيه (সাবধান) যথাঃ—اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ সাবধান, তাহারাই নির্ব্বোধ।

২। توبيخ (তিরস্কার) اَلَا زَيْدٌ قَائِمٌ কি যাইদ দাঁড়াইয়া নাই?

৩। تمنى (বাসনা) اَلَا تَنَزَّلُ عِنْدِي আমার নিকট কি অবতীর্ণ হইবে? এখানে اَلَا ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

৪। عرض (প্রার্থনা) যথাঃ—اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ তোমরা

কি চাও না যে আল্লা তোমাদিগকে ক্ষমা করেন ? এখানে ألا নম্রতার সহিত যাচ্ঞা বুঝাইতেছে।

৫। تحضيض (আদেশ) যথা ঃ— أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ কেন তোমরা সেই সম্প্রদায়কে কাটিতেছ না, যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে ?

أَلَّا - ইহা একটি حرف تحضيض তিরস্কার সূচক অব্যয়। যথা ঃ— أَلَّا تُصَلِّي তুমি কেন নমাজ পড় না ?

إِلَّا - ইহা নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। مستثنى (ব্যতীত) অর্থে ; যথা ঃ— فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا তাহারা পান করিয়াছিল তাহা হইতে অল্প সংখ্যা ব্যতীত।

২। صفت অর্থে ; যথা ঃ— لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا আসমান ও জমিনের মধ্যে আল্লা ব্যতীত যদি কেহ মাবুদ হইত, তবে নিশ্চয়ই বিবাদ ঘটিত।

৩। عطف (সংযোগ) অর্থে ; যথা ঃ— لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ তবে এমন কোন কার্য্য করিও না, যেন লোকে তোমাদের উদাহরণ দিতে পারে এবং যাহারা জুলুম করিয়াছে।

إِلَى একটি حرف جر এবং নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) সময়ের সম্পূর্ণতার জন্য أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ তোমরা রাত্রি পর্য্যন্ত রোজা কর।

(২) স্থানের সম্পূর্ণতা বুঝায় ; যথা ঃ—أَسْرَىٰ بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى সে রাত্রে ভ্রমণ করাইয়াছে, তাহার বান্দাকে মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকষা পর্য্যন্ত।

(৩) معيت অর্থে ; যথা ঃ—لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ তাহাদের মাল নিজের মালের সহিত মিলাইয়া খাইও না।

(৪) مرادف لام অর্থে ; যথা ঃ—الْأَمْرُ إِلَيْكَ ঐ আদেশ তোমারই।

(৫) موافقت فى অর্থে ; যথা ঃ—لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে নিশ্চয় একত্রিত করা হইবে।

(৬) عِنْدَ অর্থে ; যথা ঃ—أَشْهَىٰ إِلَيَّ مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ ইহা আমার নিকট রাহিক শরাব অপেক্ষা ভাল।

ام একটী حرف عطف এবং নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ام متصله—যখন কোন جمله র পূর্ব্বে همزهٔ استفهام থাকে এবং ام দুইটী পদকে সংযুক্ত করে ; যথা ঃ—أَ زَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو কি তোমার নিকট যাইদ আছে, না আমর ?

(২) ام منقطعه - ইহা এক جمله কে অন্য جمله হইতে পৃথক করে : যথা ঃ—أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ কি তাহারা আল্লার শরিক করে নাই ? অর্থাৎ আল্লার শরিক করিয়াছে।

أَمَا - পদ الا র অর্থ বুঝায় এবং ইহার পর প্রায় অঙ্গীকার সূচক পদ থাকে ; যথা ঃ—أَمَا وَاللّٰهِ لَوْ تَجِدِينَ وَجْدِي সাবধান, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, যদি আমার মত তোমাদের অবস্থা হইত।

أَمَّا - নিম্নোক্ত অর্থ বুঝায়।

(১) شرط - অর্থে ; যথা ঃ— أَمَّا الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ যাহারা ভাগ্যবান হইয়াছে, তাহারা জান্নাতে যাইবে।

(২) تفصيل যথা ঃ— جَآءَنِى زَيْدٌ وَ عَمْرٌو وَ بَكْرٌ اَمَّا زَيْدٌ فَضَرَبْتُهُ وَ اَمَّا عَمْرٌو فَاَكْرَمْتُهُ وَ اَمَّا بَكْرٌ فَاَعْرَضْتُ عَنْهُ আমার নিকট যাইদ, আমর ও বকর আসিয়াছিল, কিন্তু যাইদকে মারিয়াছিলাম, আমরের সম্মান করিয়াছিলাম, বকরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

(৩) اَمَّا কখন কখন পদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— اَمَّا بَعْدُ পরে।

اِمَّا - (১) شک অর্থে ; যথা ঃ— جَآءَنِى اِمَّا زَيْدٌ وَ اِمَّا عَمْرٌو আমার নিকট যাইদ বা আমর আসিয়াছে। (২) تخيير যথা ঃ— اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا তুমি শাস্তি দিতে পার অথবা ভাল করিতে পার। (৩) تفصيل যথা ঃ— اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُوْرًا শাকের (কৃতজ্ঞ) অথবা কাফের (অকৃতজ্ঞ)। কেহ কেহ اما কে ان ও ما র সংযুক্ত মনে করেন।

اِنْ - (১) شرط অর্থে ; যথা ঃ— اِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْلَهُمْ যদি তাহারা না করে, (তবে) তাহাদিগকে ক্ষমা করা যাইবে। (২) نفى অর্থে ; যথা ঃ— اِنِ الْكَافِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ কাফেরগণ অহঙ্কারী। (৩) مخففه যখন اِنَّ - ان রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— اِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ নিশ্চয় তাহারা যখন আমার নিকট আনীত হইবে।

أَنْ - (১) ইহা مضارع কে نصب দেয় ; যথা ঃ— أَنْ يَّضْرِبَ (২) حرف مصدريه তখন যথা ঃ— فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ إِلَّا أَنْ قَالُوا তাহার দলের কোন উত্তর ছিল না, ইহা বলা ব্যতীত। (৩) زايد যথা ঃ— لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ যখন বাশির আসিয়াছিল।

إِنَّ ও أَنَّ حروف مشبه بفعل - ইহারা اسم কে نصب আর خبر কে رفع প্রদান করে। إِنَّ - جملة র পূর্ব্বে ও أَنَّ - جملة র মধ্যে বসে ; যথা ঃ— إِنَّ اللّٰهَ كَرِيمٌ — اِعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

أَنّٰى - ظرف كلمه ইহা সম্বোধনের জন্য ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— يَا مَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا হে মরিয়ম, ইহা কোথা হইতে পাইলে?

أَوْ - ইহা حرف عطف এবং يا র অর্থ বুঝায়, আর সম্বাদ সূচক পদে সন্দেহ বুঝায় ; যথা ঃ— لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ আমরা এক দিন বাস করিয়াছিলাম বা দিনের কোন অংশ। কখন কখন স্বাধীনতার জন্য او ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— تَزَوَّجْ هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَا হিন্দাকে বা তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করা তোমার ইচ্ছাধীন। কোন দুই পদকে او দ্বারা সংযুক্ত করিলে, او এর পূর্ব্বে একটী اما পদ আনীত হয় ; যথা ঃ— جَاءَنِي إِمَّا زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو যাইদ আমার নিকট আসিয়াছিল অথবা আমর। এস্থলে جَاءَنِي زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو বলিলে ভুল হইবে।

إِىْ - حرف جواب - ইহা প্রতিজ্ঞা সূচক পদের পূর্ব্বে আনীত হয় ; যথা ঃ—إِىْ وَاللهِ হাঁ, শপথ করিয়া বলিতেছি।

أَيْ ঃ ندا র জন্য আসে ; যথা ঃ—أَيْ زَيْدُ কখন কখন تفسير (বর্ণনা) র জন্য আসে ; যথা ঃ—عِنْدِيْ عَسْجَدٌ أَيْ ذَهَبٌ আমার নিকট আসজদ অর্থাৎ সোণা আছে।

أَيَا - حرف نداء যথা ঃ—أَيَا مَنَازِلُ سَلْمَى فَأَيْنَ سَلْمَاكِ হে সলমার বাসস্থান, তোমার সলমা কোথায় ?

حرف الباء

ب - নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) اتصال (মিলন) যথা ঃ—مَرَرْتُ بِزَيْدٍ যাইদের নিকট গিয়াছিলাম।

(২) استعانت (সাহায্য বা দ্বারা) যথা ঃ—كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ আমি লিখিয়াছি কলমের দ্বারা।

(৩) سببيت (কারণ) যথা ঃ—ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ নিশ্চয় তোমরা নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, কারণ তোমরা গোবৎস প্রস্তুত করিয়াছ। بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ যেহেতু তাহারা মিথ্যা বলিত।

(৪) مصاحبت (সহিত) যথা ঃ—خَرَجَ زَيْدٌ بِعَشِيْرَتِهِ যাইদ তাহার পরিবারের সহিত গিয়াছিল।

(৫) مقابلة و مبادلة (পরিবর্ত্তন) যথা ঃ—بِعْتُ الْفَرَسَ بِمِائَةٍ

دِيْنَارٍ আমি ঐ অশ্ব এক শত দিনারের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিয়াছি। اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইহারা সুপথের পরিবর্ত্তে কুপথ কিনিয়াছে।

(৬) تَعْدِيَة (কর্ম্মকারক অর্থে) যথা ঃ—ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ আমি যাইদকে লইয়া গিয়াছিলাম। اَللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ আল্লা কাফের-দিগকে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন। ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ আল্লা তাহাদিগের আলোক উঠাইয়া লইয়াছেন।

(৭) ظَرْفِيَّت (স্থানবাচক) যথা ঃ—جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ মসজিদে বসিয়াছি।

(৮) مِنْ (হইতে) যথা ঃ—عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ নিকটস্থ লোক (ধার্ম্মিকগণ) ঐ ঝরণা হইতে পান করিবে।

(৯) قَسَم (অঙ্গীকার) بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا আল্লার কসম আমি নিশ্চয় এইরূপ করিব।

(১০) عَلٰى (প্রতি) مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যাহারা বলে যে আমরা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ইমান আনিয়াছি।

(১১) زَائِد (অতিরিক্ত) যথা ঃ—لَيْسَ زَيْدٌ بِشَاعِرٍ যাইদ শায়ের নহে। مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ তাহারা মোমেন নহে।

بَلْ - ইহা প্রথম পদকে অস্বীকার করতঃ দ্বিতীয় পদকে নিশ্চয়তা প্রদান করে ; যথা ঃ—جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو আমার নিকট যাইদ আসিয়াছে না বরং আমর।

بَلَىٰ - বক্তার উত্তরে 'না' প্রকাশ করে ; যথা ঃ— زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ যাহারা কাফের তাহারা মনে করে যে তাহারা কখনই পুনশ্চ জীবিত হইবে না—বল যে না তাহারা জীবিত হইবে।

(১) ইহা استفهامى حقيقى হয় ; যথা ঃ— اَلَيْسَ زَيْدٌ بِقَايِمٍ যাইদ কি দণ্ডায়মান হয় নাই ? উত্তর হইবে بلى

(২) ইহা استفهامى توبيخى হয় ; যথা ঃ— أَمْ يَحْسَبُونَ اَلَّا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلَىٰ কি তাহারা মনে করে যে আমি তাহাদের ভেদ শুনিতে পাই না ? উত্তর হইবে بلى

بَيْدَ - (ব্যতীত) নিম্নোক্ত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) غير - نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

(২) مِنْ أَجْلِ যথা ঃ— أَنَا اَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بَيْدَ اَنِّىْ مِنْ قُرَيْشٍ উপরোক্ত উদাহরণে بيد পদ اَنَّ র مضاف হইয়াছে।

حرف التاء

ت - নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) قسم যথা ঃ— تالله আল্লার কসম। (২) خطاب এর সহিত ; যথা ঃ— اَنْتَ - اَنْتِ (৩) فعل এর অন্তে ضمير রূপে ; যথা ঃ— ضَرَبْتَ - ضَرَبْتِ - ضَرَبْتُ

حرف الثاء

ثُمَّ - একটী حرف عطف যথা ঃ— جَآءَنِىْ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌو আমার

নিকট যাইদ আসিয়াছে পরে আমর। ثُمَّ - ظرف এবং ইহা দ্বারা পুরাতন স্থানের বিষয় বুঝা যায় ; যথা ঃ— وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ

حرف الجيم

جَيْرِ - نَعَمْ এর অর্থ প্রদান করে।

حرف الحاء

حَاشَا - (ব্যতীত) ইহার নিম্নোক্ত তিনটী ব্যবহার আছে।

(১) حرف جار ব্যতীত অর্থে ; যথা ঃ— جَاءَ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ ঐ সম্প্রদায় আসিয়াছে যাইদ ব্যতীত।

(২) فعل যাহার فاعل পদ ضمير مستتر হয় ; যথা ঃ— مَا رَأَيْتُ النَّاسَ حَاشَا قُرَيْشًا আমি কোরেশ সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও দেখি নাই।

(৩) اسم যাহার অর্থ تنزيه হয় ; যথা ঃ— حَاشَا لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ আমি তাহার বিষয় কিছু মন্দ জানি না।

حَتّٰى নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) انتهاء র অর্থে ; যথা ঃ— نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتّٰى الصَّبَاحِ

(২) مَعَ (সহিত) অর্থে ; যথা ঃ— مَاتَ النَّاسُ حَتّٰى الْاَنْبِيَاءِ সব লোক মরিয়াছে আম্বিয়া পর্য্যন্ত।

(৩) كَيْ (যেন) অর্থে ; যথা ঃ— اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ অনুগত হইলাম, যেন স্বর্গে যাইতে পারি। এখানে حَتّٰى - مضارع কে منصوب করিয়াছে।

حرف الخاء

خَلَا - ইহার দুইটী ব্যবহার আছে। (১) ব্যতীত অর্থে ; যথা ঃ— جَاءَ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٍ ঐ দল আসিয়াছে যাইদ ব্যতীত। (২) فعل রূপে, তখন فاعل কে منصوب করে ; যথা ঃ—أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ সাবধান, আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা।

حرف الراء

رُبَّ - ইহা একটী جر حرف ও সর্ব্বদা পদের পূর্ব্বে বসে। ইহার মজরুর পদ موصوف منكور হয়, যথা ঃ—رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهُ অনেক সদয় লোককে দেখিয়াছি। যখন رب র সহিত ما সংযুক্ত হয় ; তখন তাহার عمل নষ্ট হয় এবং ب مخفف হয় ; যথা ঃ—رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অত্যন্ত বন্ধুতা দেখায় তাহারা, যাহারা কাফের।

حرف السين

سَ - مضارع র প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং مضارع তখন কেবল মাত্র مستقبل قريب এর অর্থ বুঝায় ; যথা ঃ—فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ তবে শীঘ্র তোমার পক্ষে তাহাদের জন্য আল্লা যথেষ্ট হইবেন।

سَوْفَ - مضارع এর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে কেবল মাত্র مستقبل بعيد এর অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ—سَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ আল্লাহ তোমাদিগকে বড় লোক করিবেন।

কখন কখন ইহার সহিত لام تاكيد ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এবং শীঘ্র তোমার আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন, তখন তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

سِيّ - ইহার পূর্ব্বে لا ও পরে ما থাকে এবং স্বতন্ত্রতার অর্থ বুঝায়; যথা ঃ—لَا سِيَّمَا কখন কখন لا র পূর্ব্বে একটী واو ব্যবহৃত হয়।

حرف العين

عَدَا - حرف جر হয় এবং ইহার مجرور পদ مستثنى হয়; যথা ঃ—جَآءَنِى الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٍ ঐ কাওম আমার নিকট আসিয়াছে যাইদ ব্যতীত।

عَلٰى নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) استعلا (উচ্চতা) অর্থে; যথা ঃ—وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ তোমরা নৌকার উপর উঠান যাইবে।

(২) ضرر (ক্ষতি) অর্থে; যথা ঃ—عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ তাহার জন্য যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করিয়াছে।

(৩) شرط (যদি) অর্থে; যথা ঃ—رَضِيْتُ عَلٰى اَنْ يُعْطِيَنِىْ شَيْئًا مِنْهَا আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, সে আমাকে কিছু দিবে তাহা হইতে।

(৪) تعليل (কারণ) অর্থে; যথা ঃ—وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ আর আল্লাহকে বড় জান, কারণ তিনি তোমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়াছেন।

(৫) لٰكِن (কিন্তু) অর্থে; যথা ঃ—فُلَانٌ جَهَنَّمِيٌّ عَلٰى اِنَّهٗ

لَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ব্যক্তি দোজখী, কিন্তু সে আল্লার রহমত হইতে নৈরাশ নহে।

(৬) فِيْ (মধ্যে) অর্থে ; যথা ঃ—دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ সে অসাবধানতাতে মদিনায় প্রবেশ করিয়াছিল।

(৭) مِنْ (হইতে) অর্থে ; যথা ঃ—وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا كْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ দোজখ তাহাদের জন্য যাহারা লোকের নিকট হইতে ওজন বেশী করিয়া লয়।

(৮) اسم (বিশেষ্য) অর্থে ; على র পূর্ব্বে من থাকিলে ইহা اسم র অর্থ প্রদান করে ; যথা ঃ—نَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ আমি অশ্বের উপর হইতে নামিয়াছি।

عَنْ নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) تجاوز (অতিক্রম) অর্থে ; যথা ঃ—رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ আমি কামান হইতে তীর ছাড়িয়াছি।

(২) تعليل (কারণ) অর্থে ; যথা ঃ—مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى সে কথা বলে না, পাশব বৃত্তির বশীভূত হইয়া।

(৩) بدل (পরিবর্ত্তন) অর্থে ; যথা ঃ—وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْأً ভয় কর সেই দিনকে যে দিন কেহ কাহার সাহায্য পাইবে না কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তে।

(৪) مِنْ অর্থে ; যথা ঃ—هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ আল্লাহ তাহার বান্দার তওবা কবুল করেন।

(৫) اسم অর্থে ; যথা ঃ—جَلَسَ زَيْدٌ مِنْ عَنْ يَمِيْنِيْ যাইদ আমার ডাহিন দিকে বসিয়াছে।

عِنْدَ - ইহা একটী ظرف مكان এবং কোন দ্রব্যের নিকটস্থ বা উপস্থিতি বুঝায়, সেই দ্রব্য সাকার বা নিরাকার হইতে পারে ; যথা ঃ—(১) فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ তবে যখন সে দেখিয়াছিল যে সেই ব্যক্তি তাহার নিকট বসিয়াছে। (২) اَلَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ সে ঐ ব্যক্তি যে জ্ঞানী, কিন্তু عندের পূর্ব্বে مِنْ থাকিলে عِنْدِ হয় ; যথা ঃ—مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লার নিকট হইতে।

عَوْضُ - ইহা একটী ظرف مبنى এবং সর্ব্বদা مضموم হয়। ইহা ভবিষ্যতে 'কখনই না' বুঝায় ; যথা ঃ—لَا اَضْرِبُهُ عَوْضُ আমি কখনই তাহাকে মারিব না।

حرف الغين

غَيْر - ইহা اضافت রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে কখন কখন ইহার مضاف اليه উহ্য থাকে ; কিন্তু তখন তাহার অর্থ পূর্ব্ব পদ হইতে বুঝা যায়। যথা ঃ—لَا غَيْرُ - لَيْسَ غَيْرُ

حرف الفاء

فَ - (১) عطف (সংযোগ) অর্থে ; যথা ঃ—جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو যাইদ আসিয়াছে এবং আমর। (২) تعقيب (পরে) অর্থে ; যথা ঃ—دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ فَبَغْدَادَ আমি বসরা গিয়াছিলাম, পরে

বগদাদ। (৩) جواب شرط (তবে) অর্থে ; যথাঃ—اِنْ جِئْتَنِي فَاكْرِمُكَ যদি তুমি আমার নিকট আইস আমি তোমার সম্মান করিব।

فِی নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ظرف (অধিকরণ) অর্থে ; যথাঃ—اَلْمَاءُ فِي الْكُوزِ কুজাতে পানী আছে। لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ তোমাদিগের প্রতিকারের জন্য জীবন।

(২) مصاحبت (সহিত) অর্থে ; যথাঃ—فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِي زِينَتِهٖ তখন সে তাহার দলের নিকট মানের সহিত গিয়াছিল।

(৩) تعليل (কারণ) অর্থে ; যথাঃ—فَذَا لِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ তবে এইটী সেই কার্য্য যাহার জন্য তোমরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছ।

(৪) استلاء (উচ্চতা) অর্থে ; যথাঃ—وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে খেজুর গাছের ডালে স্থুলিতে চড়াইব।

(৫) مقايسة (অনুমান) অর্থে, فاضل لاحق ও مفضول سابق - ف এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় ; যথাঃ—فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ অপিচ দুনিয়ার মাল পরকালে অতি অল্প পাওয়া যাইবে।

(৬) مرادف إلى অর্থে ; যথাঃ—فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمْ তখন তাহারা তাহাদের হাত মুখের দিকে লইয়া গিয়াছিল।

حرف القاف

قَدْ নিম্নোক্ত চারি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ماضى র পূর্ব্বে تحقيق অর্থে ; যথা ঃ—قَدْ افلح مَنْ زكّها নিশ্চয় সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে যে জাকাত দিয়া মাল পবিত্র করিয়াছে।

(২) مضارع এর পূর্ব্বে تقليل অর্থে ; যথা ঃ—قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ মিথ্যাবাদী অতি অল্প সত্য কথা বলে।

(৩) اسم রূপে حَسْبُ অর্থে ; যথা ঃ—قَدْ زَيْدٍ دِرْهَمٌ যাইদের এক দেরহম নির্দ্দিষ্ট।

(৪) اسم فعل রূপে يَكْتَفِى অর্থে ; যথা ঃ—قَدْ زَيْداً دِرْهَمٌ যাইদের এক দেরহম যথেষ্ট।

قَطُّ নিম্নোক্ত অর্থ বুঝায়।

(১) ظرف زمان রূপে مضارع ও ماضى এর সহিত 'কখনই না' অর্থে ; যথা ঃ—مَا فَعَلْتُهُ قَطُّ আমি ইহা কখনই করি নাই। مَا اَفْعَلُهُ قَطُّ আমি ইহা কখনই করিব না।

(২) انّما অর্থে, কিন্তু তখন তাহার সহিত একটী ف অতিরিক্ত ও ط সাকিন থাকে ; যথা ঃ—قَامَ زَيْدٌ فَقَطْ কেবল যাইদ দাঁড়াইয়াছে।

حرف الكاف

ك - একটী حرف جر এবং নিম্নোক্ত তিন অর্থ বুঝায়।

(১) تشبيه (উপমা) অর্থে ; যথা ঃ—زَيْدٌ كَالْاَسَدِ যাইদ ব্যাঘ্রের ন্যায়। (২) এক جملة র সহিত অন্য جملة-র সাদৃশ্য প্রকাশ করে ;

যথা ঃ—اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ প্রস্তুত কর আমাদের জন্য এক জন প্রভু, যেমন তাহাদিগের জন্য প্রভুগণ করিয়াছিলে। (৩) زايد - যথা ঃ— لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তাহার ন্যায় কোন পদার্থ নাই।

ك নিম্নোক্ত স্থলে غير جاره রূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) যখন اسم ضمير হয়, তখন مجرور ও منصوب হয়; যথা ঃ— مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ছাড়িয়া দেয় নাই তোমাকে তোমার প্রভু। لَكَ তোমার জন্য। (২) اسم اشاره ও ضمير منفصل এর অন্তে সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—ذٰلِكَ و اِيَّاكَ

كَاَنَّ - উপমার জন্য جملہ اسميہ র সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ— كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ যাইদ যেন ব্যাঘ্রের ন্যায়।

كَذَا - (এমত, এরূপ) যথা ঃ—فَعَلْتُ كَذَا আমি এরূপ করিয়াছি। رَأَيْتُ مَكَانًا كَذَا আমি এরূপ বাড়ী দেখিয়াছি।

كَلَّا - ردع ও زجر অর্থাৎ তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ— كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তোমরা কখনই জানিবে না।

كِلَا و كِلْتَا এই দুই حرف এক একটী শব্দ হইলেও تثنيه র অর্থ বুঝায় এবং معرفه ও নির্দিষ্ট نكره র مضاف হয়; যথা ঃ—كِلَا الرَّجُلَيْنِ দুই ব্যক্তি। كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ দুইটী বেহেস্ত।

كَمْ - নিম্নোক্ত দুই অর্থ বুঝায়।

(১) خبريه (সম্বাদ সূচক) যথা ঃ— كَمْ عَبْدٍ عِنْدِىْ আমার অনেক দাস আছে। (২) استفهاميه (জিজ্ঞাসা) যথা ঃ— كَمْ عَبْداً عِنْدَكَ তোমার নিকট কত জন চাকর আছে?

كَىْ - (১) ইহা كيف র অপভ্রংশ; যথা ঃ— كَىْ يَجْنَحُونَ اِلَى سِلْمٍ وَمَا نُفِّرَتْ কেন তাহারা মিলন প্রার্থনা করিতেছে যখন বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

(২) ইহা যখন ما র সহিত মিলে তখন لام تعليل র অর্থ বুঝায়; যথা ঃ— يرجو الفتى كيما يضر و ينفع ঐ যুবক আশা করে, যেন সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বরং লাভবান্ হয়। (৩) ইহা ان مصدريه র অর্থ বুঝায়; যথা ঃ— لِكَيْلاَ تَاْسَوْا যেন তোমরা দুঃখিত না হও।

كيف দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) شرط যথা ঃ— كَيْفَ تَصْنَعُ اَصْنَعُ তুমি যে প্রকারে করিবে, আমিও সেই প্রকারে করিব। এরূপ كيف র পর দুইটী এমন فعل আসে, যাহাদের অর্থ ও শব্দ একই প্রকার হয়। (২) استفهام অর্থে কখন ضمير এর পূর্ব্বে; যথা ঃ— كيف انت তুমি কেমন আছ। কখন فعل এর পূর্ব্বে; যথা ঃ— كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ কি প্রকারে তোমরা আল্লাকে অস্বীকার করিতে পার?

حرف اللام

ل - তিন প্রকার; عامل جر - عامل جزم ও غير عامل প্রকাশ্যে কোন اسم এর সহিত মিলিত হইলে ইহা مجرور হয়; যথা ঃ— لِزَيْدٍ কিন্তু কোন مستغاث (সম্বোধন) এর সহিত থাকিলে ل مفتوح হয়,

আর তখন তাহার পূর্ব্বে একটী يا থাকে ; যথা ঃ— يَا لَزَيْد আর যখন ضمير পদের পূর্ব্বে থাকে তখনও مفتوح হয় ; যথা ঃ— لَنَا - لَكُمْ কিন্তু প্রথম পুরুষের একবচনে لِى হয়।

جر لام নিম্নোক্ত অর্থ বুঝায়।

(১) اختصاص (স্বতন্ত্রতা) অর্থে ; যথা ঃ— الحمد لله (২) تعليل (কারণ) অর্থে ; যথা ঃ— ضَرَبْتُ زَيْدًا لِلتَّادِيْبِ যাইদকে আদব দিবার জন্য মারিয়াছি। (৩) নির্দ্দিষ্ট দিন বুঝাইবার জন্য ; যথা ঃ— مَاتَ زَيْدٌ لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ যাইদ রমজান মাসের তিন দিন থাকিতে মরিয়াছে। (৪) انشاء تعجب (আশ্চর্য্য) অর্থে ; যথা ঃ— لِلّٰهِ دَرُّكَ তোমার সৌন্দর্য্য আল্লার জন্য। (৫) কার্য্যের পরিণাম বুঝায় ; যথা ঃ— لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ তোমরা সন্তান জন্মাও মৃত্যুর জন্য এবং গৃহ নির্ম্মাণ কর ধ্বংসের জন্য। (৬) উপার্জ্জনার্থে ; যথা ঃ— لَهَا مَا كَسَبَتْ তাহার জন্য যাহা সে উপার্জ্জন করিয়াছে।

لام جازمه - لام امر কেই لام جازمه বলে ইহা مضارع কে مجزوم করে, যেমন لِيَضْرِبْ সে মারুক। و ও ف এর পর থাকিলে প্রায় ساكن হয় ; যথা ঃ— فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ তবে তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করা উচিত। وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ আর আমার প্রতি ইমান আনা উচিত।

لام غير عامله - (১) جمله র প্রথমে যে لام থাকে, সে تاكيد বুঝায় ; যথা ঃ— لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً নিশ্চয় তোমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

(২) لام زايده যথা ঃ— الا إنهم لياكلون الطعام সাবধান, নিশ্চয় তাহারা ভাত খাইবে। (৩) قسم - لولا - لو جواب অর্থে ; যথাঃ— لو تزيلوا لعذبنا যদি তোমরা পশ্চাৎপদ হও, তবে আমি নিশ্চয় শাস্তি দিব। لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض যদি আল্লাহ কতক লোককে কতক দ্বারা না তাড়াইত, তবে নিশ্চয় পৃথিবীতে বিবাদ ঘটিত। تالله لقد اشهد الله علينا কসম, আল্লা আমাদের সাক্ষী।

لا- ইহা তিন প্রকার, لاء نافيه - لاء نهى - لائ زايده

(১) لائ منفى কখন ২ لائ نفى جنس এর অর্থ বুঝায় ; যথা ঃ— لاريب فيه তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কখন ২ ليس বুঝায় ; যথা ঃ— لا رجل قايم কোন লোক দাঁড়াইয়া নাই। (২) لائ نهى - مضارع এর পূর্ব্বে বসে ; যথা ঃ— لا يضرب সে মারিবে না। (৩) لاء زايده - كلام এর تاكيد এর জন্য আসে ; যথা ঃ— لئلا يعلم اهل الكتاب কেতাবওয়ালা জানে।

لعل একটী حرف - اسم কে نصب ও خبر কে رفع প্রদান করে ; যথা ঃ— لعل الساعة قريب সম্ভব কেয়ামত শীঘ্র হইবে।

لكن - একটী حرف - اسم কে نصب ও خبر কে رفع প্রদান করে ; যথা ঃ— ما هذا ساكنا لكنه متحرك ইহা সাকিন নহে, বরং মোতাহারাক। ইহা প্রায় দুইটী جملة র মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

لَكِنْ - কোন عمل করে না ; যথা ঃ—لَكِنْ كَانُوْا هُمُ الظَّالِمِيْنَ অথচ তাহারা অত্যাচারী ছিল। استدراك (কিন্তু) অর্থে ; যথা ঃ—مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو যাইদ আমার নিকট আসে নাই, কিন্তু আমর (আসিয়াছে)। এরূপ অর্থে একটী نهي বা نفي র جملة র পূর্ব্বে বসে।

لَمْ - مضارع কে جزم দিয়া থাকে ; যথা ঃ—لَمْ يَضْرِبْ - لَمْ يَلِدْ

لَمَّا - (১) مضارع কে جزم দিয়া থাকে ; যথা ঃ—لَمَّا يَضْرِبْ সে কখনও মারিবে না। (২) حِيْنَ ও اِذْ র অর্থে, ماضي র প্রতি বসে ; যথা ঃ—لَمَّا جَاءَ زَيْدٌ اَكْرَمْتُهُ যখন যাইদ আসিয়াছিল, তাহার সম্মান করিয়াছিলাম। (৩) استثنا অর্থে ; যথা ঃ—اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ কোন ব্যক্তি নাই হাফেজ (রক্ষক) ব্যতীত।

لَنْ - مضارع কে منصوب করে ; যথা ঃ—لَنْ يَضْرِبَ কখনই সে মারিবে না।

لَوْ - (১) ইহা حرف شرط এবং দুই جملة র প্রতি প্রযুক্ত হয়, আর প্রথম جملة র نفي দ্বিতীয় جملة র পর نفي অর্থ বুঝায় ; যথা ঃ—لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا যদি আকাশ পাতালে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য প্রভু থাকিত (তবে) নিশ্চয় বিবাদ ঘটিত। (২) حرف تمني - যথা ঃ—لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً যদি আমাদের আর এক বার (জীবন) হইত। (৩) কিন্তু যেখানে شرط অর্থ না বুঝায় সেখানে

لو - مضارع কে جزم প্রদান করে না ; যথা ঃ— ولو تلاقى اصداننا بعد مَوْتِنَا যদি তাহারা দেখিত আমাদের পিপাসা আমাদের মৃত্যুর পর। (৪) কখন مصدري হইয়া ان এর অর্থ বুঝায়, কিন্তু তখন مضارع কে منصوب করে না ; যথা ঃ— مَا كان ضرك لو مننت তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, যদি অনুগ্রহ কর। (৫) عرض - অর্থে ; যথা ঃ— لو تنزل عندي فتصيب خيرا আমার নিকট আসিলে উপকার পাইবে।

لَوْلَا ইহাও একটা حرف شرط এবং দুইটী جملة র প্রতি প্রযুক্ত হয় ; যথা ঃ— لولا علي لهلك عمر যদি আলি না থাকিত নিশ্চয় ওমর হালাক (বিব্রত) হইত। حرف تحضيض অর্থে ; যথা ঃ— لولا تستغفرون الله তোমরা কেন আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না। توبيخ অর্থে ; যথা ঃ— لولا جاء عليه باربعة شهداء যদি তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চারিজন সাক্ষী আনিত।

لوما ইহা لولا র অর্থ বুঝায় ; যথা ঃ— لوما تاتينا بالملئكة যদি তুমি আমাদের প্রতি ফেরেস্তাগণ না পাঠাইতে। ليت ইহা একটী حرف تمنى - ইহা اسم কে منصوب এবং خبر কে مرفوع করে। প্রায় অসম্ভব সূচক পদের সহিত ব্যবহৃত হয় ; যথা ঃ— يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا কি ভাল হইত, আমি যদি মাটি হইতাম।

حرف الميم

ما দুই প্রকার اسمية ও حرفية - ما اسمية তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) موصولة (সংযোগ) অর্থে ; যথা ঃ— مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহা অস্থায়ী এবং যাহা আল্লার নিকট আছে,. তাহা স্থায়ী। (২) موصوفة (প্রশংসিত) অর্থে ; যথা ঃ— رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ عَنِ الْأَمْرِ — لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ।

(৩) شرطية অর্থে ; যথা ঃ— وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ এবং তোমরা যে কোন ভাল কাজ কর, আল্লা তাহা জানেন।

ما حرفية নিম্নোক্ত তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ما نافية (না) অর্থে ; যথা ঃ— مَا هٰذَا بَشَرًا ইহা মনুষ্য নহে

(২) كافة - (প্রতিবন্ধক) অর্থে ; যথা ঃ— اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অদ্বিতীয়। (৩) مَادَامَ (নিত্যতা) অর্থে ; যথা ঃ— اَقُوْمُ مَا جَلَسَ الْاَمِيْرُ আমি দণ্ডায়মান থাকিব যতক্ষণ আমীর বসিয়া থাকিবে। ما যখন موصولة হয়, তখন الذي অর্থে এবং غير ذوي العقول জন্য ব্যবহৃত হয়।

مَنْ - ইহা নিম্নোক্ত চারি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) شرطية যথা ঃ— مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ যে ব্যক্তি পাপ করে, সে তাহার প্রতিফল পায়। (২) استفهامية যথা ঃ— مَنْ بَعَثَنَا مِنْ

مرقدنا কে আমাদিগকে কবর হইতে পুনর্জীবন দান করিয়াছে? (৩) نكره موصوفه অর্থে; যথা:— مررت بمن معجب لك তাহার নিকট গিয়াছিলাম যাহাকে দেখিয়া তুমি বিস্মিত হও। (৪) موصوله কখন কখন الذى অর্থে এবং غير ذوى العقول এর জন্য ব্যবহৃত হয়; যথা:— الم تر ان الله يسجد له من فى السموات و من فى الارض কি তুমি দেখিতেছ না যে আল্লাহকে সেজদা করিতেছে যাহা কিছু আকাশ পাতালে আছে?

منذ و مذ (১) ইহারা حرف جاره এবং من - فى ও الى র অর্থ বুঝায়; যথা:— ما رأيته مذ يوم الخميس আমি তাহাকে বৃহস্পতিবার হইতে দেখি নাই। এখানে مذ পদ من বুঝাইতেছে। ما رأيته مذ يوماً আমি তাহাকে অদ্য দেখি নাই; এখানে فى অর্থে। ما رأيته مذ ثلثة আমি তাহাকে তিন দিন হইতে দেখি নাই; এখানে من অর্থে। (২) কখন কখন مذ - مبتدا হয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী পদ مرفوع হয়; যথা:— مذ يوم الخميس বৃহস্পতিবার হইতে। (৩) কখন কখন ظرف রূপে جمله র দিকে مضاف হয়; যথা:—

ما زال مذ عقدت يداه ازره و مازلت ابغى المال مذ انا يافع

من - ابتدا (১) কখন কখন من পদের প্রথমে বসে; যথা:— سرت من البصرة الى الكوفة আমি বসরা হইতে কুফা পর্য্যন্ত ভ্রমণ

করিয়াছি। (২) تبعيضيه যথা ঃ—قَطَفْتُ مِنَ الْاَثْمَارِ আমি কতক ফল কুড়াইয়াছি। (৩) بيانيه যথা ঃ—فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ তবে তোমরা প্রতিমাপূজার নাপাকি হইতে বাঁচিয়া থাক। (৪) سببيه - যথা ঃ—لَا اَسْتَطِيعُ الْحَرَكَةَ مِنَ الضُّعْفِ দুর্ব্বলতা হেতু নড়িতে পারি না। (৫) بدل - যথা ঃ—اَرَضِيتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ কি তোমরা আখেরতের পরিবর্ত্তে পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইয়াছ? (৬) فصل - যখন দুই متضاد (বিপরীত) এর সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ আল্লা সৎ অসৎ ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ জানেন।

حرف النون

ن - নিম্নোক্ত ৪ প্রকার।

১। نون تاكيد - ইহা দুই প্রকার خفيفه ও ثقيله ইহারা فعل এর সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ তাহারা নিশ্চয় কয়েদ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে গণ্য হইবে।

২। نون تنوين ইহা পাঁচ প্রকার।

(১) تنوين تمكن - যাহা اسم معرب এর শেষে ব্যবহৃত হয়; যথা ঃ—ضَارِبٌ - زَيْدٌ (২) تنوين تنكير যাহা نكره ও معرفه র পার্থক্য বুঝায়; যথা ঃ—صَهٍ চুপ থাক। (৩) تنوين عوض যাহা مضاف اليه র পরিবর্ত্তে বসে; যথা ঃ—فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

তাহাদের কতকের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। (৪) تنوین مقابله যাহা جمع مؤنث سالم র অন্তে বসে; যথা:—مُسْلِمَاتٌ (৫) تنوین ترنم যাহা শ্রুতিমধুর জন্য اشعار এর অন্তে আসে; যথা:—

• اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالْعِتَابَنْ * وَقُولِى اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ •

عتابن প্রকৃত عتاب ছিল, আর اصابن প্রকৃত اصاب এবং عاذل প্রকৃত عاذلة ছিল।

৩। نون جمع مؤنث - যথা:—يَذْهَبْنَ সেই স্ত্রীলোকগণ যাইবে।

৪। نون وقايه - ইহা ياى متكلم এর পূর্ব্বে বসে; যথা:—ضَرَبَنِى সে আমাকে মারিয়াছে।

نَعَمْ - ইহাকে حرف جواب বলে। বক্তার প্রশ্নের উত্তরে সত্যতার জন্য ব্যবহৃত হয়।

حرف الواو

واو - নিম্নোক্ত ৫ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। عطف - যথা:—فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ তখন আমি তাহাকে উদ্ধার করি, এবং নৌকার আরোহিগণকে।

২। حاليه - যথা:—جَآءَ زَيْدٌ وَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ যাইদ আসিয়াছে সূর্য্য উঠিবার সময়। ৩। مفعول معه ناصب - যথা:—جَآءَ الْبَرْدُ وَالطَّيَالِسَةَ শীতের সঙ্গে সঙ্গে চাদর আসিয়াছে। ৪। قسميه যথা:—وَاللّٰهِ ৫। واو শ্রেণী বিভাগের সময় اَوْ অর্থ বুঝায়; যথা:—هِىَ اِسْمٌ وَ فِعْلٌ وَ حَرْفٌ

وا ইহা একটী ندا حرف এবং অনুতাপের জন্য ব্যবহৃত হয়; যথাঃ—وَا زَيْدَاهْ হে যাইদ! কখন ২ اسم فعل রূপে اعجب এর অর্থ বুঝায়; যথাঃ—وَابِابِىْ اَنْتَ وَفُوكَ الْاَشْنَبُ কখন কখন ইহাকে وى বলা যায়; যেমন وى كان من يكن له نشب يحسب কখন কখন وى এর সহিত خطاب كاف সংযুক্ত হয়; যথাঃ—
قَبْلَ الْفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ اَقْدِمِ

حرف الهاء

১ - ইহা ضمير غايب রূপে ব্যবহৃত হয়; যথাঃ—قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ সে তাহার মুনিবকে বলিয়াছিল, যখন সে তাহার সঙ্গে ছিল। আর কখন ২ শব্দের অন্তে ساكن রূপে ব্যবহৃত হয়; যথাঃ—ما هيه সে কি? ১। هَا - اسم فعل রূপে خُذْ অর্থে; যথাঃ—هَا (خذ) ما اٰتَيْنَاكَ بِقُوَّةٍ দৃঢ়রূপে ধর আমি যাহা তোমাকে দিয়াছি। ২। ضمير مونث রূপে; যথাঃ—فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا তখন তাহাকে জানাইয়াছে তাহার ভাল মন্দ কাজ। ৩। حرف تثنيه রূপে; যথাঃ—هاذا ৪। ندای معرفه র জন্য; যথাঃ—يَاَيُّهَا الرَّجُلُ হَلْ - حرف استفهام যথাঃ—هَلْ تُسَافِرُ তুমি কি ভ্রমণ করিবে? কখন কখন هرانّه অর্থে; যথাঃ—هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ (ইহা) নিশ্চয় মনুষ্যের প্রতি আসিয়াছে।

حرف الياء

ي - ضمير واحد مونث حاضر হয়; যথা ঃ— اِفْعَلِيْ و تَفْعَلِيْنَ।
يا সর্ব্বদা نداى بعيد জন্য ব্যবহৃত হয়। يا ব্যতীত অন্য কোন ندا উহ্য
থাকে না। يا পদ الله - مستغاث - ايها و ايتها র সহিত অবশ্য ব্যবহৃত।

تركيب الجملة

১। هَذَا نَبِيٌّ كَرِيْمٌ এই নবী সদয়। এখানে هذا পদ اسم اشاره
এবং مبتدا - نبي পদ موصوف এবং كريم পদ صفت আর صفت
ও موصوف পদদ্বয় মিলিত হইয়া خبر হইয়াছে। مبتدا ও خبر
মিলিত হইয়া جمله اسمه হইয়াছে।

২। سَمِعَ الصَّبِيُّ كَلَامًا ঐ বালক কথা শুনিয়াছে। এখানে سمع
পদ فعل متعدى আর الصبى পদ فاعل - كلاما পদ مفعول به -
فعل - فاعل ও مفعول এর সহিত মিলিয়া جمله فعليه হইয়াছে।

৩। سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ সাইয়াদ সম্প্রদায়ের খাদেম। এখানে سيد
পদ مضاف - القوم পদ مضاف اليه উভয়ে মিলিয়া مبتدا হইয়াছে।
خادم পদ مضاف ও هم - ضمير পদ مضاف اليه এবং উভয়ে মিলিয়া
خبر হইয়াছে। আর مبتدا ও خبر মিলিয়া جمله اسميه خبريه হইয়াছে।

৪। قُتِلَ الْاِنْسَانُ ঐ লোক কাটা গিয়াছে। এস্থলে قُتِلَ পদ
فعل مجهول আর الانسان পদ نايب فاعل অর্থাৎ مفعول مالم يسم
فاعله এবং উভয় পদ মিলিয়া جمله فعليه হইয়াছে।

৫। خَرَجْتُ مَخَافَةَ الشَّرِّ বিপদের ভয়ে বাহিরে হইয়াছি। এখানে

الية পদ الشر - مضاف পদ مخافة—فعل با فاعل পদ خرجت জملة فعلية একটী মফعول له ইহা مخافة الشر - مضاف

৬। كَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلاً এখানে كان পদ فعل ناقص—امر পদ اسم এই দুই পদ মিলিত হইয়া مضاف اليه পদ الله - مضاف হইয়াছে। مفعولا পদ فعل ناقص এর خبر আর اسم ও فعل মিলিয়া جملة فعلية

৭। ان الله على كل شيئ قدير আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান্। এস্থলে ان পদ حرف مشبه بفعل—الله পদ - اسم - على পদ حرف جار - كل পদ مضاف আর شيئ পদ مضاف اليه - قدير পদ خبر - على كل شيئ পদ خبر এর متعلق - اسم ও خبر মিলিত হইয়া جملة اسمية হইয়াছে।

৮। رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا আমি এগারটী নক্ষত্র দেখিয়াছি। এখানে رأيتُ পদ فعل با فاعل - احد عشر পদ مميز - كوكبا পদ تميز উভয় পদ মিলিয়া مفعول হইয়াছে। আর فعل با فاعل পদ مفعول এর সহিত মিলিয়া جملة فعلية হইয়াছে।

৯। جَآءَ النَّاسُ كُلُّهُمْ সেই সব লোক আসিয়াছে। جآء পদ فعل - الناس পদ مؤكد - كلهم পদ تاكيد আর موكد ও تاكيد মিলিয়া فاعل এবং فعل ও فاعل মিলিয়া جملة فعلية হইয়াছে। كل পদ مضاف আর هم পদ مضاف اليه

১০। يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ - يا পদ حرف ندا ইহা اَدْعُوْ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহা فعل بافاعل - حسرة পদ مفعول به - على পদ حرف جار আর العباد পদ مجرور - جار ও مجرور মিলিয়া

متعلق হইয়াছে। فعل با فاعل আপন مفعول ও متعلق এর সহিত মিলিয়া جملہ فعلیہ হইয়াছে।

১১। أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوْسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ আমি ওহি পাঠাইয়াছিলাম মুসার মাতার নিকট যেন তুমি তাহাকে দুগ্ধ পান করাও। اوحینا পদ فعل با فاعل - الی পদ جار - ام পদ مضاف - موسی পদ مضاف الیہ - مضاف ও مضاف الیہ মিলিয়া مجرور আর جار مجرور মিলিয়া متعلق فعل - ان مصدریہ - ارضعی পদ فعل با فاعل আর ৪ - ضمیر مفعول সম্পূর্ণ বাক্য একটী جملہ فعلیہ

১২। مَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ যে ব্যক্তি উপকার পাইয়াছে, তাহার উচিত যে, সে আল্লার প্রশংসা করে। من পদ موصولہ ইহা شرط এর অর্থ বুঝাইতেছে। وجد পদ فعل এখানে একটী ضمیر উহ্য আছে এবং من কে নির্দ্দেশ করিতেছে। من এখানে فاعل - خیرا পদ مفعول - فعل আপন فاعل ও مفعول এর সহিত মিলিয়া جملہ فعلیہ হইয়াছে। ف - جزایہ - لیحمد فعل - من فاعل - الله مفعول - فعل আপন فاعل ও مفعول এর সহিত মিলিয়া جملہ فعلیہ হইয়াছে। প্রথম جملہ কে صلہ ও দ্বিতীয় جملہ কে جزا বলে। অতএব شرط ও جزا মিলিয়া جملہ شرطیہ হইয়াছে।

সমাপ্ত।

Calcutta :—Printed at the Baptist Mission Press.